দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-১৯০ ॥ ২৮ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১২ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৩ রবিঃ সানি ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

রাষ্ট্রপতির অপসারণ বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্যের চেষ্টা চলছে : রিজওয়ানা

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতির অপসারণ বা পদত্যাগের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ? রাজনৈতিক ঐকমত্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

রোববার (২৭ অক্টোবর) সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা জানান। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, এটা একটা বড় সিদ্ধান্ত। এটাতে আমাদের যেমন তাড়াহুড়ো করার সুযোগ নেই।

সবাইকে বিভেদ ভুলে কাজ করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সৎ, নীতিবান এবং নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন অফিসাররাই উচ্চতর পদোন্নতির দাবিদার। রোববার (২৭ অক্টোবর) বিমান বাহিনী সদর দপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৪' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। পদোন্নতি পর্ষদে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন, কমান্ডার ও লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এবং বিমান বাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন, উইং কমান্ডার ও স্কোয়াড্রন লিডার পদবির যোগ্য কর্মকর্তারা পরবর্তী পদোন্নতির জন্য বিবেচিত হবেন। পদোন্নতি পর্ষদের বক্তব্যে প্রধান উপদেষ্টা ছাত্র-জনতার বিপ্লবে সৃষ্ট বাংলাদেশে সবাইকে স্বাগত জানান। এসময় তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন জুলাই-আগস্ট মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদদের। তিনি আরও স্মরণ করেন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনীর শহীদসহ সব বীর সেনানীকে, যাদের আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস পদোন্নতির জন্য অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, শৃঙ্খলার মান, সততা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য এবং সর্বোপরি নিযুক্তিগত উপযুক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করতে নির্বাচনী পর্ষদের সদস্যদের নির্দেশনা দেন। এছাড়া যে সব অফিসার সামরিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সফল হয়েছেন সেসব অফিসারকে পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করার নির্দেশনা দেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি আরও বলেন, দেশের ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী দেশের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী আবারও দেশের মানুষের কাছে আস্থার *২-এর পাতায় দেখুন*

তিন সংসদ নির্বাচন বিনা ভোটে নির্বাচিত এমপি-সংশ্লিষ্ট ইসিদের অনুসন্ধান চেয়ে নোটিশ

স্টাফ রিপোর্টার : গত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সব সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশনারদের (ইসি) বিরুদ্ধে দুদক ও মানি লন্ডারিং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করতে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী। রোববার (২৭ অক্টোবর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান বরাবর এই লিগ্যাল নোটিশ পাঠান আইনজীবী মো. আনোয়ারুল ইসলাম (শাহীন)। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক হয়নি উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১৫৩ জন সংসদ সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৮ সালে রাতের অন্ধকারের নির্বাচন আর ২০২৪ সালে নিজেদের ভেতরে পাতানো নির্বাচন হয়েছিল, যেখানে প্রায় সব সংসদ সদস্য ফ্যাসিস্ট হাসিনার পছন্দের বা তার আজ্ঞাবহ লোক ছিলেন। রাষ্ট্র সংস্কার করতে হলে পতিত সরকারের গত ১৫ বছরে হওয়া নির্বাচনসহ সব অপকর্ম সংঘটনকারী ও তাদের সহযোগীদের আইনের আওতায় আনতে হবে বলে নোটিশে উল্লেখ *২-এর পাতায় দেখুন*

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মো: নাহিদ ইসলামের সাথে রোববার মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য : তথ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহী করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম রবিবার ঢাকায় সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিকয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, 'রাষ্ট্র সংস্কারের কার্যক্রম চলছে, সেখানে অর্থনৈতিক সংস্কারও হবে। বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে অন্তর্বর্তী সরকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে, যাতে দেশে বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।'রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক বলেন, 'দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে চতুর্থ বৃহৎ বিনিয়োগকারী দেশ। স্যামসাং, এলজির মতো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু উচ্চ কর হারের কারণে উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।' এসময় রাষ্ট্রদূত ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার(এনইআইআর) বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবৈধ মোবাইল ফোন বন্ধ করার সুপারিশ করেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর প্রেক্ষিতে তথ্য *২-এর পাতায় দেখুন*

খালেদা জিয়াসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ৫ নভেম্বর

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য আগামী ৫ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল রোববার ঢাকার অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক মো. আকতারুজ্জামান এ দিন ধার্য করেন। খালেদা জিয়াসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। খালেদা জিয়ার আইনজীবী তার পক্ষে হাজিরা প্রদান করেন। এরপর রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ গঠন শুনানি পেছানোর জন্য সময়ের আবেদন করেন। আদালত সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে ৫ নভেম্বর নতুন দিন ধার্য করেন। খালেদা জিয়ার আইনজীবী জিয়া উদ্দিন জিয়া ও হান্নান ভুইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

২-এর পাতায় দেখুন

বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় গঠনে অগ্রগতি জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার : অধস্তন আদালতে দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটরা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে থাকা সংক্রান্ত ১১৬ অনুচ্ছেদ কেন অসাংবিধানিক, অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে বিচারকদের যে শৃঙ্খলা বিধি আছে সেটি কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। অপর এক রুলে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে কেন পৃথক সচিবালয় গঠনের নির্দেশ দেওয়া হবে না- রুলে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। বিচারবিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে বলা হয়েছে। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল রোববার হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আদেশসহ রুল জারি করেন। আদালতে গতকাল রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দা সাজিয়া শারমিন ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তামিম খান। এর আগে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'অধস্তন আদালতের দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরসহ) শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত রয়েছে'- এ বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। রিটে আইন ও বিচার বিভাগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে সচিবালয় গঠনের নির্দেশনা চাওয়া হয়। রিটে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ কেন অসাংবিধানিক হবে না, এ মর্মে রুল জারির আবেদন জানানো হয়। এতে বলা হয়, অধস্তন আদালতের দায়িত্বপালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব হয়, এ কারণে এই বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ *২-এর পাতায় দেখুন*

'বিপ্লবী সরকার' ঘোষণা চেয়ে হাইকোর্টে মুক্তিযোদ্ধার রিট

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে 'বিপ্লবী সরকার' ঘোষণা, সংবিধানের চতুর্থ ও পঞ্চদশ সংশোধনী এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের দুটি ধারার বৈধতা নিয়ে পৃথক চারটি করেছেন এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। এ চারটি রিট সোমবার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চে শুনানির জন্য কার্যতালিকায় থাকবে। রিট আবেদনকারীর আইনজীবী এ এস এম শাহরিয়ার কবির এ তথ্য জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে এ রিটগুলো করেন নওগাঁর রানীনগরের নারায়ণপাড়ার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোফাজ্জল হোসেন। 'বিপ্লবী সরকার' ঘোষণা নিয়ে রিটে বলা হয়, সংবিধান অনুযায়ী সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। ইতিমধ্যে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এ অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন *২-এর পাতায় দেখুন*

৭-১ ব্যবধানে ভুটানকে উড়িয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত স্কোরলাইনটা বলা চলে ৭-১। ব্রাজিলের ঘরের মাঠ বেলো হরিজেন্তে স্টেডিয়ামে জার্মানি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্বাগতিকদের জালে পুরেছিল সাত গোল। আলোচিত সেই স্কোরলাইনকে আবার সামনে আনল বাংলাদেশের মেয়েরা। নেপালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম সেমিফাইনালে ভুটানের জালে ৭ গোল দিয়েছেন সাবিনা খাতুন-তহুরা আক্তাররা। বিপরীতে হজম করেছে মাত্র এক গোল। ৭-১ গোলের এই জয়ের পর আরও একবার নারী সাফের ফাইনালে পা রাখল বাংলাদেশের মেয়েরা। পুরো ম্যাচে বলতে গেলে ভুটানের মেয়েদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে বাংলাদেশ। তহুরা পেয়েছেন হ্যাটট্রিক। অধিনায়ক সাবিনার পা থেকে এসেছে দুই গোল। একটি করে গোল *২-এর পাতায় দেখুন*

সাবেক গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী এবং চট্টগ্রাম-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। রোববার (২৭ অক্টোবর) রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স) রেজাউল করিম মল্লিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ২০২২ সালের ১২ অক্টোবর জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সদস্য ইশরাক হোসেনের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) রাতে মিরসরাই থানায় মোশাররফ হোসেন ও তার ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য মাহবুব উর রহমান রুহেলসহ ১২৬ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেন ফেনী সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শাহাদাত *২-এর পাতায় দেখুন*

পাটের ব্যাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশ উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, পাটকে 'জিআই' করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'গোল্ডেন ফাইবার অব বাংলাদেশ' নামে পাটের জিআই হবে। তিনি বলেন, পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক হলে পাটের কোনো সংকট হবে না। আমাদের চাহিদা না মিটিয়ে রপ্তানি করবো না।' গতকাল রোববার 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' বাস্তবায়ন এবং পলিথিনের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বস্ত্র ও পাট উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আপনারা পাটের ব্যাগ ব্যবহার নিশ্চিত করুন। কোনো সমস্যা হলে সমাধান করা হবে।

২-এর পাতায় দেখুন

বৈধ প্রক্রিয়ায় জমি ক্রয় করে বিপাকে চিকিৎসক

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: রাজশাহীতে বৈধ প্রক্রিয়া জমি ক্রয় করে বিপাকে পড়েছেন চিকিৎসক নুরুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হক। জমিটি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ১৪ তারিখে বায়নামা রেজিস্ট্রি শেষে ২০২২ সালের ৮ই জুন রেজিস্ট্রি, ওই বছর ২৭ সেপ্টেম্বর খারিজ ও ১২ মার্চ ২০২৩ ইং সালে আরডিএ'র অনুমোদন নেওয়া হয়। বায়না রেজিস্ট্রি শেষে ৬ মাস জমিটিতে সাইন বোর্ড দেওয়া হয়। জমিটি রাজশাহী মহানগরীর লক্ষীপুর-৭ মোজার খতিয়ান নং ৭৪৯১। ৪.৫৩৯০০ শতাংশের দাগ নং ২৪১৩/২৪৬৫ খাজনা খারিজ শেষে যখন বাড়ী করা প্রায় শেষের দিকে তখন একটি কুচক্রী মহল তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার ছড়িয়ে মানহানি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যে কুচক্রী মহল মামলা, হামলাসহ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার ছড়িয়ে নগরজুড়ে পোস্টার লাগিয়ে চিকিৎসকদের হেওপ্রতিপন্ন করছেন। চিকিৎসকরা বলেন, জমিটির *২-এর পাতায় দেখুন*

সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে মোহাম্মদপুরে যৌথ অভিযান, গ্রেপ্তার ৪৫

স্টাফ রিপোর্টার : সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে মোহাম্মদপুরের ঢাকা উদ্যান, চাঁদ উদ্যান ও নবোদয় হাউজিং থেকে ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ এবং কিশোর গ্যাং এর মোট ৪৫ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর এই তথ্য দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দেশের চলমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জানমাল ও সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড রোধ ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করছে সেনাবাহিনী। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার আনুমানিক রাত ১০টার দিকে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে *২-এর পাতায় দেখুন*

গ্রেপ্তার হওয়া সাবেক মন্ত্রীদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণহত্যার অভিযোগে ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা মামলায় আসামিদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, দীপু মনিসহ ১৪ জনকে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১৮ নভেম্বর তাদের হাজির করতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে তাদের ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে বলা হয়েছে। আসামিরা হলেন, সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, ফারুক খান, দীপু মনি, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, জুনাইদ আহমেদ পলক, শেখ হাসিনার সাবেক তৌফিক-ই-ইলাহী, সালমান এফ রহমান, সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, শাহজাহান খান, কামাল আহমেদ মজুমদার, গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক সেনাকর্তা জিয়াউল আহসান, বিচারপতি মানিক, সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাঙ্গীর। রোববার (২৭ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে তাদের হাজিরের নির্দেশনা চেয়ে আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর মো. তাজুল ইসলাম। গত ১৭ অক্টোবর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের পৃথক মামলায় *২-এর পাতায় দেখুন*

JOIN OUR VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ২৮ অক্টোবর ২০২৪ ॥ ১২ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

দেশব্যাপী ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়ছে প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেই

স্টাফ রিপোর্টার : গত জুলাই থেকে শুরু রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু নিয়ে আগেই আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। ঢাকাসহ বিভিন্ন সিটি করপোরেশনে মেয়র-কাউন্সিরলরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বরখাস্ত-বদলিসহ নানা ধরনের পদক্ষেপের কারণে মশকনিধন কার্যক্রমে ভাটা পড়া এবং বন্যা ও বর্ষার কারণে বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকার কারণে সেখানে এডিস মশার প্রজনন হার বৃদ্ধির ফলে এই রোগ নিয়ে সতর্ক করেন তারা। এবার সেই আশঙ্কাই সত্যি হতে চলেছে। দেশজুড়ে ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমেই ভয়াবহ হচ্ছে। প্রতিদিন বাড়ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর সংখ্যা। চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩০ হাজার ৯৩৮ জন। আর একই সময় পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট মারা গেছেন ১৬৩ জন। এ বছর ডেঙ্গুর সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার পেছনে বিশেষজ্ঞরা যেসব বিষয়কে দায়ী করছেন, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথভাবে মশক নিধন কার্যক্রম না চালানো, ছাত্র জনতার গণ-আন্দোলনের সময় সিটি করপোরেশনের মশক নিধন কার্যক্রমে ভাঁটা এবং মেয়র না থাকায় নতুন করে দায়িত্ব নেওয়া প্রশাসকদের অল্প সময়ের মধ্যে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির ঘাটতি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে ২০০০ সাল থেকে দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হয়েছে, দীর্ঘ দুই যুগেও ডেঙ্গু প্রতিরোধে গড়ে ওঠেনি সমন্বিত ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকদের সমন্বয়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া

জরুরি। সবার সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সামনের দিনগুলোতে বড় ধরনের বিপর্যয় হতে পারে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি ছরের জানুয়ারিতে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এক হাজার ৫৫ জন এবং মারা যান ১৪ জন। ফেব্রুয়ারিতে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৩৩৯ জন এবং মারা যান তিনজন। মার্চে ৩১১ জন হাসপাতালে ভর্তি হন, মারা যান পাঁচজন। এপ্রিলে ভর্তি হন ৫০৪ জন এবং মারা যান দুজনে। মে মাসে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৬৪৪ জন এবং মারা যান ১২ জন। জুনে ভর্তি হন ৭৯৮ জন এবং মারা যান আটজন। জুলাইয়ে ভর্তি হন দুই হাজার ২৬৯ জন এবং মারা যান ১২ জন। আগস্ট মাসে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ছয় হাজার ৫২১ জন এবং মারা যান ২৭ জন। সেপ্টেম্বরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৮ হাজার ৯৭ জন, মৃত্যু হয়েছে ৮০ জনের। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২৩ সালে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। ওই বছর ডেঙ্গুতে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়। আগের বছর ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে ৮৬৮ জন মারা যান। চলতি বছর হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর হার কম হলেও সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা, বেড়েছে মৃত্যুও। এ বছরের বর্ষা শেষ হলে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়তে পারে বলে আগাম সতর্কবার্তা জানিয়েছিলেন জনস্বাস্থ্যবিদ এবং কীটতত্ত্ববিদেরা। এ সতর্কবার্তা আমলে না নেওয়া, দৃশ্যমান কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলেই ডেঙ্গুর প্রকোপ ৭-এর পাতায় দেখুন

এখনও হজযাত্রী নিবন্ধন করেনি ১২৪ এজেন্সি

স্টাফ রিপোর্টার : হজের জন্য প্রাক ও প্রাথমিক নিবন্ধন শুরুর প্রায় দুই মাসেও ১২৪টি এজেন্সির নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী না থাকায় সেগুলোর বিষয়ে সতর্ক করেছে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এজেন্সিগুলোকে দ্রুত প্রাক/প্রাথমিক নিবন্ধনের নির্দেশ দিয়ে মন্ত্রণালয় বলছে, যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোনো এজেন্সি নিবন্ধন না করলে সেটির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ২০২৫ সালে হজের জন্য প্রাক ও প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয়েছে গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে। ঘোষিত সময়ানুযায়ী নিবন্ধন করা যাবে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। সে হিসাবে প্রায় দুই মাসে তালিকাভুক্ত ৮৯১টি এজেন্সির মধ্যে এখনও কোনো হজযাত্রীর প্রাক/প্রাথমিক নিবন্ধন করেনি ১২৪টি এজেন্সি। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “২০২৫ সালের হজের জন্য মোট ৮৯১টি হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করে ধর্ম মন্ত্রণালয়। শর্ত অনুযায়ী কোনো এজেন্সি যৌক্তিক কারণ ছাড়া হজযাত্রী নিবন্ধন না করলে সেই এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। “গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হলেও অনুমোদিত তালিকার ১২৪টি এজেন্সির কোনো প্রাক-নিবন্ধিত বা প্রাথমিক নিবন্ধিত হজযাত্রী নেই। এ অবস্থায় এজেন্সিগুলোকে দ্রুত হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন বা প্রাথমিক নিবন্ধন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।” হজ অধিশাখার উপসচিব রফিকুল ইসলাম বলেন, “যে এজেন্সিগুলোর কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো এখন পর্যন্ত কোনো হজযাত্রী নিবন্ধন করাতে পারেনি। এখনও এক মাস সময় আছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোববার রাজধানীর শেরে-বাংলা নগরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বান ফখরুলের

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ ইস্যুতে সরকারকে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রোববার (২৭ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর শেরে-বাংলা নগরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ আহ্বান জানান। মির্জা ফখরুল বলেন, এখানে আজকে শপথ নিয়েছিড়আমাদের যে স্বাধীনতা সেটা যেকোনো মূল্য রক্ষা করবো? ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে গত ৫ আগস্ট দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছি? এই সংগ্রামে যুবদলের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ফখরুল বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন অসুস্থ, তা সত্ত্বেও আমাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে যুবদল আগেও চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। এই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষর জন্য ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সফল পরিণতিতে তার ভূমিকা অক্ষুণ্ন থাকবে। যারা বাংলাদেশের ভালো চায় না তাদের প্রতিহত করার জন্য যুবদল অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। রাষ্ট্রপতিকে অপসারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিএনপির নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছে, এই বিষয়ে দলের অবস্থান কী জানতে চাইলে ফখরুল বলেন, বিএনপির যে সর্বোচ্চ ফোরাম রয়েছে, সেই ফোরামে আলোচনা হবে। আলোচনা শেষে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করবো। তিনি আরও বলেন, আমরা এর আগেও বলেছিলাম, গণঅভ্যুত্থানের ফসলকে ঘরে তোলার জন্য ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে সংহত করতে হবে। সেজন্য জাতীয় ঐক্য ছাড়া কোনো রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। এ বিষয়টি সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। তারজন্য বেশি প্রয়োজন অতিদ্রুত নির্বাচনকেন্দ্রিক সংস্কার শেষে নির্বাচন করা। নির্বাচন বিলম্বিত হলে কোনো ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করছেন কি না, এমন প্রশ্নে বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা বারবার বলছি, যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন করা দরকার। একটি সাংবিধানিক রাজনৈতিক শক্তির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। যুবদলের সভাপতি মোনায়েম মুন্নার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়নের পরিচালনায় শ্রদ্ধা নিবেদনকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোয়াজ্জেম হোসেন আলালসহ যুবদলের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতারা। ৭-এর পাতায় দেখুন

সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে: সালাহউদ্দিন আহমেদ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। রোববার (২৭ অক্টোবর) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে। আমাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নেই। ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ জনতার দাবি। সিদ্ধান্ত সারাদেশে প্রশংসিত হয়েছে, সবাই গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, দেশে নানা ধরনের সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করার জন্য পাঁয়তারা চলছে। সংবিধানের সংকট যদি হয়, রাজনৈতিক সংকট যদি হয়, সেই সংকটের পিছে কী শক্তি আছে সেইটা আমাদের আগেই এনালাইসিস করতে হবে। বিপ্লবের পরে বিপ্লবের ফসল ছিনতাই হয়ে যায় নাকি সেটা চিন্তা করতে হবে। ৭-এর পাতায় দেখুন

বাজেট থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা কাটছাঁটের পরিকল্পনা করা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৪ মাস না যেতেই বাজেট বরাদ্দ কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। অর্থবছরের বাজেটের আকার রয়েছে ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। বছরের প্রায় ৪ মাসে যেতে না যেতে বাজেট বরাদ্দের ৭০ হাজার কোটি টাকা কাটছাঁট করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ফলে চলতি অর্থবছরের জন্য সংশোধিত বাজেটের আকার হতে পারে ৭ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা। যা চলতি অর্থবছরের মূল বাজেট থেকে ৯ ভাগ কম। গত অর্থবছরে যা ছিল ৬ ভাগ। অর্থ বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এ

বিষয়ে অর্থ বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে বাজেটের আকার ৭০ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে আনার একটি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এটি নিয়ে আরও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। এরপর আগামী মাসে অর্থ উপদেষ্টার কাছে সংশোধিত বাজেটের একটি আকার উপস্থাপন করা হবে। আর ডিসেম্বর মাসে সংশোধিত বাজেটটি চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকারও প্রায় ৫২ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে আনা হবে। চলতি অর্থবছরে এডিপির আকার নির্ধারিত রয়েছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। এটি কমিয়ে ২ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরে প্রায় ৮ লাখ কোটি টাকার যে বাজেট বাস্তবায়ন হাতে নেওয়া হয়েছে তা অনেকটা অবাস্তব লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যেখানে সরকারের কাঙ্খিত আয় নেই, সেখানে কীভাবে এত বিশাল বাজেট বাস্তবায়ন করা যাবে। এটি বাস্তবায়ন করার জন্য বিশাল অঙ্কের ব্যাংক ঋণ নিতে হবে। যার টার্গেট বাজেটেই ধরা রয়েছে। চলতি অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে এক লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু এই পরিমাণ ঋণ নিলে এক ৭-এর পাতায় দেখুন

রেল স্টেশনের ডিসপ্লেতে ‘আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ’ প্রকৌশলী বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের প্রবেশমুখের ডিসপ্লেতে ‘আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ’ লেখা প্রদর্শনের ঘটনায় দায়িত্বরত বিভাগীয় রেলওয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মোবারক হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় কমলাপুর রেলওয়ে থানায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। রোববার (২৭ অক্টোবর) রেলওয়ের ঢাকা বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আরিফ গণমাধ্যমকে বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে স্ক্রিন বোর্ড কন্ট্রোলের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনায় রেলওয়ে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। জানা গেছে, সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডিজিটাল বোর্ডের সিস্টেম হ্যাক করে ‘আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ’ লেখাটি ইনস্টল করা হয়েছে। ৭-এর পাতায় দেখুন

সূচকের পতনে পুঁজিবাজার

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (২৭ অক্টোবর) দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে। গতকাল প্রথম আধা ঘণ্টায় ডিএসইর লেনদেন ৩৮ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। রোববার লেনদেন শুরুর আধা ঘণ্টা পর অর্থাৎ সকাল সাড়ে ১০টায় ডিএসইর সাধারণ সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ২২ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৯১ পয়েন্টে অবস্থান করে। ডিএসই শরীয়াহ সূচক ৫ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ১১ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১১৩৮ ও ১৮৬৭ পয়েন্টে রয়েছে। এ

সময়ের মধ্যে লেনদেন হয়েছে ৩৮ কোটি ৪২ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। রোববার এ সময়ে লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ১০২টির, কমেছে ৪৯টির এবং অপরির্বতিত রয়েছে ৫৫টি কোম্পানির শেয়ার। রোববার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০ কোম্পানি হলো- খান ব্রাদার্স, লংকাবাংলা, ইফাদ অটোস, ফার ইস্ট নিটিং, লাভেলো আইসক্রিম, মালেক স্পিনিং, অগ্নি সিস্টেম, সাইফ পাওয়ার, বিচ হ্যাচারি ও ওয়াইম্যাক্স লিমিটেড। এর আগে আজ লেনদেন শুরুর প্রথম ৫ মিনিটে ডিএসইএক্স সূচক কমে ৩ পয়েন্ট। সকাল ১০টা ১০ মিনিটে সূচক আগের অবস্থান থেকে ৯ পয়েন্ট বেড়ে যায়। এরপর সূচকের গতি নিম্নমুখী দেখা যায়। লেনদেন শুরুর ২০ মিনিট পর অর্থাৎ সকাল ১০টা ২০ মিনিটে সূচক আগের দিনের চেয়ে ১৩ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ১০১ পয়েন্টে অবস্থান করে। অপরদিকে লেনদেন শুরুর আধা ঘণ্টা পর অর্থাৎ সকাল সাড়ে ১০টায় চট্টগ্রাম ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলা একাডেমির সভাপতি হলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক ও সমাজ বিশ্লেষক আবুল কাসেম ফজলুল হককে আগামী তিন বছরের জন্য বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সম্প্রতি এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে জানানো হয়, বাংলা একাডেমি আইন অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী, প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক ও বরেণ্য গবেষক আবুল কাসেম ফজলুল হককে কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য শর্ত সাপেক্ষে বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হলো। শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সভাপতির দায়িত্ব এবং অন্যান্য কার্যাবলী 'বাংলা একাডেমি আইন, ২০১৩' অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। আবুল কাসেম ফজলুল হক একাডেমিতে সেলিনা হোসেনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ২০২২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি একাডেমির সভাপতি পদে দায়িত্ব পাওয়া কথাসাহিত্যিক ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিম ও মুরগির বাজার তদারকিতে এফবিসিসিআই

স্টাফ রিপোর্টার : ডিম ও মুরগির বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে রাজধানীর কাপ্তান বাজার পরিদর্শন করেছে শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। গতকাল রোববার এফবিসিসিআই -এর প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এফবিসিসিআই -এর বাজার মনিটরিং সেল বাজার পরিদর্শন করে এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ডিমের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে। পরে কাপ্তান বাজারের ডিম ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন মো. হাফিজুর রহমান। ডিমের দাম ভোক্তাদের নাগালে রাখতে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা আহ্বান করেন তিনি। এফবিসিসিআই -এর বাজার মনিটরিং সেল প্রয়োজনে ডিম-মুরগির সরবরাহকারী পর্যায়েও বাজার তদারকি করবে বলে উল্লেখ ৭-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার পাচ্ছে সাড়ে ১২ হাজার কৃষক

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় শীতকালীন ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সাড়ে ১২ হাজার কৃষককে কৃষি প্রনোদনা দেয়া হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে রোববার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার (২৭ অক্টোবর) সকালে উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ইউএনও নিশাত আনজুম অনন্যা। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তানভীর আহমেদ সরকার, উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা সেরাজুল ইসলাম, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফজলুর রহমান, আব্দুর রাকিব, ইব্রাহিম খলিল, রইসুদ্দিন প্রমুখ। প্রসঙ্গত: চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় গম বীজ, ভূট্টা, সরিষা, শীতকালীন পেঁয়াজ, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারি ও অড়হড় ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তা কৃষি প্রণোদনা হিসেবে কৃষকদের মাঝে বিতরন করা হবে বলে জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ তানভীর আহমেদ সরকার।

সংবিধান বাতিলের দাবিতে ঢাবিতে লাল কার্ড সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ৭২’র সংবিধান বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) লাল কার্ড সমাবেশ করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। রোববার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ সমাবেশ করেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, যে সংবিধান আপামর জনতার ভাষা বোঝে না সে সংবিধান অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সংবিধান হবে দেশের মানুষের জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের মতো ব্যবহার করেছে। এসময় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যদের, 'ফাঁসিবাদের সংবিধান লাল কার্ড', 'মুজিববাদ মুর্দাবাদ, ইনকিলাব ইনকিলাব' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, এই সংবিধান আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দিয়ে গেছে। এই সংবিধান ৭-এর পাতায় দেখুন

সুদানে প্যারামিলিটারি গ্রুপের হামলায় নিহত ১২৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সুদানে স্থানীয় প্যারামিলিটারি গ্রুপ র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) হামলায় অন্তত ১২৪ জন নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাজধানী খার্তুমের দক্ষিণে আল-সারিহা গ্রামে এই হামলা চালানো হয়। স্থানীয় চিকিৎসক ও অধিকারকর্মীদের মতে, দেশটিতে চলমান গৃহযুদ্ধের মধ্যে এটি হতে পারে অন্যতম প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা। গত বছরের এপ্রিল থেকে আরএসএফ ও সুদানি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার জন্য লড়াই চলছে। উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই সাধারণ মানুষ হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি আরএসএফের আল-জাজিরাহ অঞ্চলের কমান্ডার সেনাবাহিনীর পক্ষে যোগ দেওয়ার পর থেকে হামলার মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। স্থানীয় প্রতিরোধ কমিটির একজন সদস্য সিএনএন’কে বলেছেন, শুক্রবারের হামলায় ২০০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন এবং অন্তত ১৫০ জনকে বন্দি করেছে আরএসএফ। তবে ভুক্তভোগীদের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রটি বলেছে, আরএসএফ মিলিশিয়ারা স্টারলিংকের সব ৭-এর পাতায় দেখুন

শুধু ঘোষণা নয় এসডিজি বাস্তবায়নে রাখতে হবে জবাবদিহিতা

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) শুধু ঘোষণা দিলে হয় না, রাষ্ট্রকেও দায়িত্ব দিলে হয় না, জবাবদিহির ব্যবস্থা রাখতে হবে। রোববার (২৭ অক্টোবর) এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আয়োজিত সংলাপে এসব কথা বলেন তিনি। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার এসডিজিবিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক (সিনিয়র সচিব) লামিয়া মোরশেদ। সভাপতির বক্তব্যে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘এসডিজি বাস্তবায়নের অন্যতম মূল স্তম্ভ বাংলাদেশের ভলেন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ (ভিএনআর)। যখন আমরা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় গেলাম তখন এর অন্যতম মূল অনুষঙ্গ ছিল এই জবাবদিহির ব্যবস্থা, যেটার নাম হলো এই ভিএনআর। সম্পূর্ণ একটি পরিবর্তিত রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ভেতরে ৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে ব্যারিস্টার সুমন

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রবিবার (২৮ অক্টোবর) সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহর আদালত শুনানি শেষে জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এদিন পাঁচ দিনের রিমান্ড শেষে ব্যারিস্টার সুমনকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক আব্দুল হালিম। ব্যারিস্টার সুমনের পক্ষে আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরোধিতা করে। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। যুবদল নেতা ও মিরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজের সহকারী বাবুর্চি হৃদয় মিয়াকে হত্যাচেষ্টা মামলায় ৭-এর পাতায় দেখুন

শহীদ পরিবারের অন্তত একজনের সরকারি চাকরি চান জামায়াতের আমির

স্টাফ রিপোর্টার : ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার বিপ্লবকে ফলপ্রসূ ও অর্থবহ করতে তারুণ্য নির্ভর বৈষম্যহীন এবং মানবিক নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এ লক্ষ্যে শহীদদের স্বপ্নের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জামায়াত কাজ করবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। জুলাই-আগস্টে প্রতিটি শহীদ পরিবারের অন্তত একজন যেন সরকারি চাকরি পান, সে দাবিও করেছেন আমির। রোববার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত শহীদ পরিবারের গর্বিত সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সভার পর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান হয়। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, মূলত ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ফ্যাসিবাদের দোসর ও মাস্টার মাইন্ডদের দানবীয় হত্যাযজ্ঞে বাংলাদেশ পথ হারিয়েছিল। সেদিন দেশপ্রেমী মানুষকে প্রকাশ্য রাজপথে পিটিয়ে হত্যার পর লাশের ওপর দানবীয় নৃত্য করা হয়েছিল। তাদের এই নারকীয়তায় গোটা ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানী থেকে ইবি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সদ্য নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখার উপ-ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক ফজলে রাব্বীকে (২৪) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শনিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে রাজধানীর উত্তরা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। গ্রেফতার ফজলে রাব্বী টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার সাগরদি গ্রামের সবুজ শিকদারের ছেলে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং তিনি শাখা ছাত্রলীগের উপ-ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছাত্র আন্দোলনের সময় ফজলে রাব্বী ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলায় সরাসরি অংশ নেন। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর থেকে তিনি ঢাকায় উত্তরা পশ্চিম ৭-এর পাতায় দেখুন

নতুনে গর্জন, পুরোনো অনুসন্ধানে শম্ভুক গতি দুদকের

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রধান কাজ। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থেকে কাজটি করার জন্য গঠিত সংস্থাটি। ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি অনুসন্ধান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সংস্থাটির বিরুদ্ধে। এখন প্রায় প্রতিদিনই সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী-এমপি ও তাদের পরিবারের দুর্নীতি অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে গর্জন। অপরদিকে, গতি হারিয়েছে আড়াই-তিন মাস আগেও তুমুল আলোচনায় থাকা অনুসন্ধানগুলো। তথ্য বলছে, ক্ষমতার পট পরিবর্তনের আগে শুরু হওয়া অনুসন্ধান প্রায় থমকে গেছে। সদ্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী সরকারের সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী দেড় শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান, অনুসন্ধান কমিটি গঠন ও দপ্তরে চিঠি পাঠাতে বেশি মনোযোগী দুদক। একের পর এক নতুন অনুসন্ধানের ফাইলের স্তূপ জমা পড়ছে কর্মকর্তাদের টেবিলে। গত ৫ আগস্ট পূর্ববর্তী সময়ের অনুসন্ধানের ফাইলগুলোর কাজে নেমে এসেছে স্থবিরতা। সরকার পতনের আগে তুমুল আলোচনায় থাকা সাবেক এনবিআর সদস্য মতিউর ছাড়াও এনবিআর কর্মকর্তা কাজী আবু মাহমুদ ফয়সাল, এনামুলের অনুসন্ধানে একেবারেই ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। আবার পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট জালিয়াতির মামলা হলেও অবৈধ সম্পদের মামলা হয়নি। স্পেশাল ব্রাঞ্চে (এসবি) কর্মরত অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ রফিকুল ইসলাম শিমুল ও পুলিশের একাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শুরু হওয়া তদন্তেও গতি নেই। ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদকে দুদকের তলব

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার (২৭ অক্টোবর) দুদক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আগামী ৩০ অক্টোবর দুপুর ১২টায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে তাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। তলবি নোটিশে বলা হয়, শরীফ আহমেদ, সাবেক সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ-২ ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ঢাকা এর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎপূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে আপনার বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, আগামী ৩০ অক্টোবর দুপুর ১২টায় দুর্নীতি ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

বৈধ প্রক্রিয়ায় জমি ক্রয় করে

পাশেই ২৪১৩ দাগের মালিক পক্ষ ২৪১৩/২৪৬৫ দাগের এসে জমি সংক্রান্ত বিবাদ সৃষ্টি করছেন। আদৌও তাদের ২৪১৩/২৪৬৫ দাগে কোনো সম্পত্তি নাই। শুধুমাত্র হয়রানির লক্ষে একজন মানুষ নানা ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছেন। এমন ঘটনায় আমরা চিকিৎসকরা চরম বিব্রত। বক্ষব্যাধি হাসপাতালে দাবিকৃত জায়গার দাগের সঙ্গে আমাদের জায়গার দাগের কোন মিল নেই। প্রোপাগাণ্ডা ও মিথ্যাচার করে ছড়িয়ে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছি। জমি ক্রয় থেকে শুরু করে চক্রটি কোনো বাঁধা না দিলেও বাড়ী তৈরি করার শেষে এসে কেনো বাঁধা সৃষ্টি করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। আদালতে পেশকৃত একটি তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, আরএস নক্সা ও সরেজমিনে মাপজোক করে আরএস ২৪১৩ দাগের পরিমান. ১৬ একর এবং আরএস ২৪১৩/২৪৬৫ দাগের পরিমান. ১৬ একর পাওয়া যায়। আরএস ২৪১৩ নং দাগের এবং ২৪১৩/২৪৬৫ দাগের অবস্থান চৌহদ্দি' আলাদা আলাদা। ২৪১৩/২৪৬৫ দাগের মধ্যে ২৪১৩ দাগের কোন সম্পত্তি নেই। জানা গেছে, চিকিৎসক নুরুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হকসহ আরও কয়েকজন চিকিৎসক মিলে উক্ত জায়গাটি ক্রয় করেন তাঁরা। ক্রয়ের পর থেকে সাইনবোর্ড দেওয়া পাইলিং করাসহ অন্যান্য কাজের আগেও কেউ ওই জমির মালিক বা অংশিদার দাবি না করলেও বাড়ী তৈরির ৮০ শতাংশ হওয়ার পর একটি মহল শুধুমাত্র হয়রানির লক্ষ্যে বাঁধা সৃষ্টি করছেন। খাজনা- খারিজসহ সরকারি দপ্তরে সকল কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর কেনো তারা এমন অভিযোগ তুলছেন তা তাঁদের বোধগম্য নয়। বিষয়টি নিয়ে মামলা চলার পরও শুধুমাত্র সম্মানহানির লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী জমির বিষয়টিকে ভিন্নখাতে নেওয়ার অপচেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে। চক্রটি আইনি লড়াইয়ে কোনো সুবিধা না করতে পেরে এখন রাজনৈতিক অন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে সারা শহর মিথ্যাচার করে পোস্টার লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন। উল্লেখ্য, একই জমি টিবি হাসপাতালও নিজেদের দাবি করছেন।কিন্তু দাবির স্বপক্ষে কোন কাগজপত্র ডাক্তার মোজাম্মেল ও ডাক্তার নুরুল ইসলামকে দেওয়া হয়নি। পক্ষান্তরে ডাক্তারদের রেজিস্ট্রি দলিল, খারিজ-খাজনা, আরডি এর অনুমোদন এবং দখল সবই আপডেটেড আছে। কথা বললে চিকিৎসক নুরুল ইসলাম ও মোজাম্মেল হক বলেন, জমি ক্রয়ের পর থেকে কোনো সমস্যা না থাকলেও সম্প্রতি বাড়ি তৈরির শেষে এসে একটি মহল হয়রানি করছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা আইনিভাবে লড়াই করছি। তবুও তারা বিষয়টি নিয়ে আমাদের সম্মানহানির চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। কথা বলতে টিবি হাসপাতাল কতৃপক্ষকে ফোন দেওয়া হলে তাঁরা ফোন রিসিভ করেননি। তাই তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো ব্যক্তি মো: মাফিজুল ইসলাম মুন্নাকে ফোন দেওয়া হলে তিনিও ফোন রিসিভ করেননি। তাই তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

খালেদা জিয়াসহ ১০ আসামির

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় মোট আসামি ছিলেন ১৩ জন। এরমধ্যে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। অন্য আসামি ব্যারিস্টার আমিনুল হক ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল মারা যান। বর্তমানে খালেদা জিয়া ছাড়াও এ মামলার অন্য ৯ আসামি হলেন, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মঈনুল আহসান এবং সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন। ২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুদকের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম। একই বছরের ৫ অক্টোবর ১৬ আসামির বিরুদ্ধে দুদক উপ-পরিচালক মো. আবুল কাসেম ফকির অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, কয়লা উত্তোলনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা সিএমসির সঙ্গে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি করায় সরকারের প্রায় ১৫৮ কোটি ৭১ লাখ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির অনুমোদন দিয়ে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়।

'বিপ্লবী সরকার' ঘোষণা চেয়ে

না হলে সংবিধানের ১২৩ (৩) (খ) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন হবে। আর এই লঙ্ঘনের জন্য বর্তমান সংবিধানের ৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধসহ প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রয়েছে। এসব যুক্তি তুলে ধরে বর্তমান সরকারকে 'বিপ্লবী সরকার' হিসেবে ঘোষণার নির্দেশনা চেয়ে রিটটি করা হয়েছে। আবেদনে গত ৮ আগস্ট গঠিত সরকারকে 'বিপ্লবী সরকার' হিসেবে ঘোষণায় গেজেট প্রকাশে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, এ মর্মে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছে। এছাড়া জুলাই বিপ্লবে জীবন উৎসর্গকারী ও যারা আহত হয়েছেন, তাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ঘোষণায় গেজেট প্রকাশে নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি হবে না, সেই মর্মে রুল চাওয়া হয়েছে।

আইন মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব ও জাতীয় সংসদের সচিবকে রিটে বিবাদী করা হয়েছে। চতুর্থ সংশোধনী নিয়ে বলা হয়, এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় শাসনপদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনপদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন করা হয়। আবেদনে চতুর্থ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, এ বিষয়ে রুল জারি করতে আর্জি জানানো হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের দুই সচিব ও জাতীয় সংসদের সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে রিটে। আর পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে করা রিটে ওই সংশোধনীকে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা প্রশ্নে রুল জারি আবেদন করা হয়েছে। এই রিটে বিগত তিনটি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত) আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা প্রশ্নেও রুল চেয়েছেন রিটকারী। এ ছাড়া ২০১৮ সালের মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইনের দুটি ধারার (মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা-সম্পর্কিত) বৈধতা নিয়েও তিনি রিট করেন।

সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে মোহাম্মদপুরে

সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড, র‍্যাব ও পুলিশের সমন্বয়ে এই যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে সেনাবাহিনী, র‍্যাব এবং পুলিশের একাধিক দল অংশগ্রহণ করে। আইএসপিআরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিরাপত্তাহীনতায় নিমজ্জিত মোহাম্মদপুরবাসীর জীবনে স্বস্তি আনার লক্ষ্যে যৌথ বাহিনীর এই অভিযান সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। এতে মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে ৪৫ জন অপরাধী ৯টি দেশীয় ধারালো অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয়। ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পাওয়ার পর থেকে মোহাম্মদপুর, আদাবর এবং শের-ই-বাংলা নগর থানাধীন ১৫২ জন অপরাধী, ১৮টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২৭১ রাউন্ড গোলাবারুদ, ১৭২ ধরনের বিভিন্ন দেশী বিদেশী অস্ত্র, একটি গ্রেনেড এবং বিপুল পরিমাণ নেশাজাত দ্রব্য উদ্ধার হয়, বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। সন্ত্রাস দমন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সেনাবাহিনীর কঠোর অবস্থান অব্যাহত থাকবে জানিয়ে আইএসপিআর বলেছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেপ্তারকৃতদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শনিবার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে গোলাগুলি ও আহতের ঘটনায় ঢাকার পুরোনো এই এলাকাটিতে নিরাপত্তা নিয়ে বাসিন্দদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। এর আগে দোকান ডাকাতির ঘটনাটিও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবাসিক এলাকাগুলোর নিরাপত্তা ও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী।

সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে

আমিন হোসেন। তিনি বলেন, সবজির দাম আগের চেয়ে কমেছে। তবে দেশি পেঁয়াজের দাম বাড়তি। পাইকারিতে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৪০ ও খুচরায় ১৫০ টাকা। অথচ গতকালও এই পেঁয়াজ মানভেদে বিক্রি হয়েছে ১২২ থেকে ১৩২ টাকায়। এদিকে, বাজার তদারকিতে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। বেশি দাম ও অনিয়ম দেখলেই করা হচ্ছে জরিমানা। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাজার সিন্ডিকেট ভাঙার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের অস্বাভাবিক মুনাফা রোধে সরকারকে সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকতে হবে।

সাবেক গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার

হোসেন চৌধুরী। এর আগে ১২ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফসহ ৯০ জনের নামে আরেকটি মামলা হয়। মিরসরাইয়ে ৮ বছর আগে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগে মামলাটি করেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ হারুন। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন চট্টগ্রাম-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় লাভ করেন। দশম জাতীয় সংসদে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের আগে তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়েরও মন্ত্রী ছিলেন।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৪৫

অন্যান্য অংশ থেকে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো সেখানে আশ্রয় নিতে এসেছে। এসব বেসামরিক মানুষ তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে প্রচণ্ড আক্রমণের শিকার হয়েছে। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেসকা আলবানিজ বলেছেন, আমাদের চোখের সামনে এমন গণহত্যায় গাজার সব মানুষ মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এদিকে, বেত লাহিয়ায় ইসরায়েলি হামলার সমালোচনা করেছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ। তারপরও তারা আন্তর্জাতিক আইনের কোনো পরোয়া না করে হামলা অব্যাহত রেখেছে। শুধু তাই নয়, গাজায় ধ্বংস্তূপের মধ্যে যে গুটিকয়েক হাসপাতাল কোনো রকম সচল রয়েছে, তার মধ্যে কামাল আদওয়ান হাসপাতালেও নিষ্ঠুর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। প্রসঙ্গত, গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৪২ হাজার ৮৪৭ জন নিহত এবং এক লাখ ৫৪৪ জন আহত হয়েছেন।

বাতিল হচ্ছে পলাতক যেসব পুলিশ

হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পলাতক কর্মকর্তাদের নাম ও পরিচয়পত্র চাওয়া হয়েছে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, পুলিশের পলাতক কর্মকর্তাদের তালিকায় শীর্ষে আছেন ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার ডিআইজি হারুন অর রশীদ। এখনও চাকরিচ্যুত নন পুলিশ সদর দপ্তরের এই তালিকায় তাকে এক নম্বরে রাখা হয়েছে। ৫ আগস্টের আগে-পরে সংঘটিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে হতাহতের ঘটনায় করা মামলায় আসামির তালিকায়ও তিনি শীর্ষে। তবে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। জালিয়াতির মাধ্যমে দেওয়া এই কর্মকর্তা তার অফিসিয়াল পাসপোর্ট ছেড়ে সাধারণ পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন। তার এই পাসপোর্টটিও বাতিল হয়ে যাবে বলে সূত্র বলছে। সূত্র আরও জানায়, আলোচিত এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৩৮টি মামলায় তার নাম পাওয়া গেছে। সর্বশেষ এই কর্মকর্তা ডিএমপি ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে বেশি সমালোচিত হন। পুলিশ সদস্যদের পলাতক তালিকায় আলোচিত পাঁচ জন অতিরিক্ত ডিআইজি। তাদেরও কর্মস্থলে অনুপস্থিত হিসেবে দেখানো হয়েছে। পলাতক পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিতীয় সারিতে আছেন ডিএমপির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার। ছাত্র-জনতাসহ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ২৭টি। ৫ আগস্টের পর তাকেও আর পাওয়া যায়নি। কথিত রয়েছে, এই কর্মকর্তাও ভারতে পালিয়ে গেছেন। এ ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন অতিরিক্ত ডিআইজি প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, অতিরিক্ত ডিআইজি খন্দকার নুরুন্নবী, অতিরিক্ত ডিআইজি এস এম মেহেদী হাসান ও অতিরিক্ত ডিআইজি সঞ্জিত কুমার রায়। যাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ৫ আগস্টের আগে-পরে সংঘটিত হত্যাহতের ঘটনায় একাধিক মামলা করা হয়েছে। অনুস্থায়ে আবেদন করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন অতিরিক্ত ডিআইজি উত্তম কুমার পাল, এসপি আবু মারুফ হোসেন, শাহ নুর আলম পাটোয়ারী, র‍্যাবের সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি পুলিশ সুপার রওশানুল হক সৈকত, এএসপি মফিজুর রহমান পলাশ, এএসপি আরিফুজ্জামান, এএসপি আল ইমরান হোসেন, এএসপি ইফতেখার মাহমুদ। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন বহুল আলোচিত আরেক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মনিরুজ্জামান। এ ছাড়া এএসপি জন রানা ৫ আগস্টের আগেই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার তথ্য জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। তিনি ২ আগস্ট পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। রংপুর ডিআইজি কার্যালয় থেকে সেটি পুলিশ সদর দপ্তর হয়ে ২৮ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হয়। পলাতক ১৮৭ জনের এই তালিকায় পাঁচ জন পরিদর্শকও আছেন। এ ছাড়া ১৪ জন এসআই, ৯ জন এএসআই, ৭ জন নায়েক এবং ১৩২ জন কনস্টেবল রয়েছেন। এই কনস্টেবলদের মধ্যে দুজন নারী সদস্যও আছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশ সদর দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, যেসব কর্মকর্তা পালিয়ে আছেন, তাদের গ্রেপ্তারে সারা দেশে পুলিশের অনেক টিম কাজ করছে। যেকোনও মুহূর্তে তাদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, তাদের তো ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তারা কোন দেশে পালিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট তথ্য নেই। অনেকেই পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দেশের ভেতরেই আত্মগোপনে আছেন। আমরা তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

গোপন তদন্তের মুখে আ.লীগ

করতে বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে নাম, জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, সচল এবং একাধিক মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ও ফেসবুক আইডি, টিআইএন (যদি থাকে), পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া নিয়োগ পাওয়া পুলিশ সদস্য অতীতে যে স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন তার নাম, সেশন ও অধ্যয়নের বিষয় এবং অবস্থান বা আবাসিক হলের নাম, ওই সময় ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। নিয়োগ পাওয়া পুলিশ সদস্য অন্য জেলায় অধ্যয়ন করে থাকলে সংশ্লিষ্ট জেলায় যোগাযোগপূর্বক তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত হতে হবে (রক্ষিত মূল ভেরিফিকেশন নথি থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম করে ফের অধ্যয়নকালীন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে)। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন করে বন্ধুর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট থানার রেকর্ড (সিডিএমএসের তথ্য যাচাই) করতে বলা হয়েছে। ওই প্রার্থী বা কর্মকর্তার রাজনৈতিক সংশ্লেষ (যদি থাকে) যাচাই করা এবং কোনোরূপ জঙ্গি সংশ্লিষ্টতায় জড়িত কি না যাচাই করতে বলা হয়েছে। প্রার্থী সম্পর্কে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং তার সমসাময়িক স্কুল বা কলেজ জীবনের সহপাঠীদের ধারণা বা মন্তব্য যাচাই করে বলা হয়েছে। প্রার্থীর পরিবার বা নিকটাত্মীয়, স্বজনের নাম ও পদবিসহ পেশার বিবরণ উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালে ২৮তম বিসিএস এএসপি পদে ১৮০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই সময় থেকে পুলিশে রাজনৈতিক পরিচয়ে লোক নিয়োগ শুরু হয়। ২০১৭ সালে ৩৫তম বিসিএসে নিয়োগ দেওয়া হয় ১১৪ জনকে। ২০১৮ সালে ৩৬তম বিসিএসে নিয়োগ দেওয়া হয় ১১৫ জনকে ও ২০১৯ সালে ৩৭তম বিসিএসে নিয়োগ দেওয়া হয় ৯৭ জনকে। এ ছাড়া ২০২২ সালের ১ নভেম্বর ৪০তম বিসিএসে ৭১ জন এএসপি নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ৬২ জনই ছিল ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনা শুরু হওয়ার পর গত সপ্তাহে এই ৬২ জন শিক্ষানবিশ এএসপির সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত করা হয়েছে। তবে এই বিসিএসে কেবল পুলিশ ক্যাডারের এএসপি পদই নয়, সহকারী কমিশনার (প্রশাসন), সহকারী পরিচালক (আনসার), সহকারী মহা-হিসাবরক্ষক, সহকারী নিবন্ধক (সমবায়), সহকারী কমিশনার (শুল্ক ও আবগারি), সহকারী সচিব (পররাষ্ট্রবিষয়ক), সহকারী কমিশনারসহ (কর) প্রায় সবকটি ক্যাডারেই বেছে বেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়োগের সুপারিশ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের অনেকে মেধার জোরে নিয়োগের চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে শেষ পর্যন্ত তাদের 'বিএনপি বা শিবির' উল্লেখ করে নিয়োগ আটকে দেওয়ারও অভিযোগ ছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ দেওয়া ৪০তম বিসিএস বাতিলের দাবিও উঠেছে এরই মধ্যে। এদিকে ২০২৩ সালে ৪১তম বিসিএসে এএসপি পদে ১০০ জনের নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। তাদেরও বড় একটি অংশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বলে অভিযোগ রয়েছে। ৪০তম বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের ট্রেনিং শেষ হয়েছে। তাদের সমাপনী কুচকাওয়াজ সম্পন্ন হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। এ ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া ২০১১ সালে ২৯তম বিসিএসে ৩৫ জন, ২০১২ সালে ৩০তম বিসিএসে ১৮৪ জন, ২০১৩ সালে ৩১তম বিসিএসে ১৮৪ জন, ২০১৪ সালে ৩৩তম বিসিএসে ১৫৫ জন ও ২০১৬ সালে ৩৪তম বিসিএসে ১৪৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ পাওয়া এসব কর্মকর্তা গোপন অনুসন্ধানের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে। এর বাইরে ২০২৩ সালের ৪০তম ক্যাডেট এসআইদের মধ্যে ৮২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ১৭৬ জন অনুমতিহীন ছিলেন। ৪০তম ক্যাডেট এসআইদের মধ্যে ৯৯ জন অনুমতিহীন ২৫২ জনকে ইতোমধ্যে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ আমলে নিয়োগ পাওয়া পুলিশ সদস্যদের বিষয়ে গোপন তদন্ত প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পুলিশ সদর দপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক ইনামুল হক সাগর বলেন, 'এ ধরনের কোনো তদন্ত শুরু হয়েছে কি না, আমার জানা নেই।'

সাবেক ডিএমপি কমিশনারসহ ১৭

হাজির করতে বলা হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার থাকা আরও ১৪ জনকে আগামী ১৮ নভেম্বর হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। তারা হলেন-তারা হলেন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী ফারুক খান, সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী দীপু মনি, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জ্বালানি, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎবিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান খান, সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. জাহাংগীর আলম। এর আগে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

গ্রেপ্তার হওয়া সাবেক মন্ত্রীদের

শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। অন্যদিকে যাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তারা হলেন, শেখ হাসিনা বোন শেখ রেহানা, শেখ হাসিনার মন্ত্রিপরিষদের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ এ আরাফাত, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আনিসুল হক, দীপু মনি, আকম মোজাম্মেল হক, শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, সাবেক মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, শেখ সেলিম, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, শেখ ফজলে শামস পরশ, সাবেক আইজিপি আবদুল্লাহ আল মামুন, ডিবি হারুন, পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার সরকার, প্রলয় কুমার জোয়ার্দার, সাবেক ডিএমপি হাবিবুর রহমান, সাবেক র‍্যাব ডিজি হারুন অর রশীদ, সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান, শেখ হাসিনার সাবেক উপদেষ্টা তারেক আনাম সিদ্দিকী, বিচারপতি মানিক, ড. জাফর ইকবাল, সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম। বাকিদের নাম তদন্তের স্বার্থে প্রকাশ করেনি প্রসিকিউশন টিম। এর আগে পৃথক মামলায় ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানান চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম।

পাটের ব্যাগ ব্যবহার নিশ্চিত করার

আমরা কোন খাতকে চেপে ধরছি না, সবাইকে সময় দিয়েছি। এতদিন ব্যবসায়ীরা পাট বন্ধ করে প্লাস্টিকের কারখানা করেছে, সেটা আর হবে না। পাটকে এগিয়ে নিতে হবে।' আগামী মাস (নভেম্বর) থেকে পাটের ব্যাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এজন্য নভেম্বরের প্রথম থেকে পাটের ব্যাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের নির্দেশনা দেওয়া হয় বলে এ বৈঠকে জানানো হয়। এ সময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুর রউফ, অতিরিক্ত সচিব তাসলিমা কানিজ নাহিদা, অতিরিক্ত সচিব আরিফুর রহমান খান, অতিরিক্ত সচিব সুব্রত শিকদার, অতিরিক্ত সচিব এ.এন.এম মঈনুল ইসলাম, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল খালেক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. ছিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমিন খান, বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন মহাসচিব আ. বারিক খানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

৭-১ ব্যবধানে ভুটানকে উড়িয়ে

ঋতুপর্ণা এবং মাসুরা পারভিনের। প্রথমার্ধেই অবশ্য ম্যাচের এপিটাফ লিখে ফেলেছিল বাংলাদেশ। শক্তিমত্তায় এগিয়ে থাকা সাবিনা খাতুনের দল শুরুর ৪৫ মিনিটেই রীতিমতো গোল উৎসব করেছে। প্রথম লিড নিতে তাদের তেমন অপেক্ষা করতে হয়নি। সপ্তম মিনিটেই তহুরা খাতুনের পাস পেয়ে ডি বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শট নেন ঋতুপর্ণা চাকমা। সেখান থেকেই বাংলাদেশের গোল বন্যার শুরু। প্রথমার্ধে ভুটানের জালে বাংলাদেশের গোলবন্যা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশের লিড ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তহুরা। তাতে অবশ্য দায় ছিল ভুটানের। ডিফেন্ডাররা বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন তিনি। ডি বক্সের ঠিক সামনে থেকে তহুরা বাঁ-পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন। পরে ১৮ মিনিটে ব্যবধান কমানোর সুযোগ পেয়েছিল ভুটান। গোলবার কিছুক্ষণ ফাঁকা থাকলেও ভুটানের ডেকি লাজন বেশ দূর দিয়ে বল বাইরে মেরে দেন। ২৪তম মিনিটে সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। তার শট গোলবারে লেগে ফেরার পর প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নেন মনিকা চাকমা। তার পাস পেয়ে সাবি-না শট নেন দূর থেকে। হতাশ হওয়ার এক মিনিটের মাথায় পেলেন কাঙ্ক্ষিত গোল। বাংলাদেশ লিড নেয় ৩-০ গোলে। ম্যাচটিতে তহুরা নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ৩৫ মিনিটে। ভুটানের একজনকে কাটিয়ে তিনি শট নেন ডি বক্সের বাইরে থেকে। তহুরার দৃষ্টিনন্দন সেই শট বাংলাদেশকে ৪ গোলে এগিয়ে দেয়। ৩৭ মিনিটে ফের সাবিনার আঘাত। এবার গোলরক্ষক রুপন-ার বাড়ানো বল মধ্যমাঠ থেকে নিয়ে এগিয়ে যান বাংলাদেশ অধিনায়ক। বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে কাটিয়ে ডানপ্রান্ত দিয়ে তিনি বল জালে জড়ান। ৪২ মিনিটে এক গোল শোধ করে ভুটানের মেয়েরা। ডেকি লাজনের নেওয়া শট পা বাড়িয়েও ঠেকাতে ব্যর্থ হন রুপনা। ৫-১ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ। বিরতির পর বাংলাদেশের খেলায় কিছুটা হলেও ধীরগতির ছাপ ছিল স্পষ্ট। ফাইনালের জন্য নিজেদের ফিটনেস ধরে রাখা আর নেপালের তপ্ত রোদের নিচে খেলা হওয়ার খুব বেশি প্রেসিং কিংবা আগ্রাসী আক্রমণ দেখা যায়নি। এর মাঝেও ৫৭ মিনিটে মনিকা চাকমার চিপ শটে বল পেয়ে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন তহুরা। আর বাংলাদেশের হয়ে সপ্তম গোল করেছেন ডিফেন্ডার মাসুরা পারভিন। চলতি আসরে দারুণ ছন্দে থাকা এই ডিফেন্ডার কর্ণার থেকে মাথা ছুঁইয়ে করেছেন গোল। এরপর বাংলাদেশ বেশ কয়েকবার চাপ সৃষ্টি করলেও গোল আদায় করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ৭-১ গোলের জয়েই শেষ হয় সেমিফাইনালের এই ম্যাচ।

বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয়

করা হয়েছে। রিটে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব এবং সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রারকে বিবাদী করা হয়েছে। গত ২৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের ১০ জন আইনজীবী এ রিট দায়ের করেন। রিট আবেদনকারীরা হলেন, আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন, মো. আসাদ উদ্দিন, মো. মুজাহিদুল ইসলাম, মো. জহিরুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, শাইখ মাহাদী, আবদুল্লাহ সাদিক, মো. মিজানুল হক, আমিনুল ইসলাম শাকিল এবং যায়েদ বিন আমজাদ রিটে ২০১৭ সালে প্রণীত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (ডিসিপ্লিনারি) রুলসের সাংবিধানিক বৈধতাকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়। আবেদনে একটি পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে আদালতের নির্দেশনা এবং মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের ২০১২ সালের আদেশ প্রতিপালনে অগ্রগতি রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশনা চেয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ চাওয়া হয়। রিট আবেদনে আরও বলা হয়, ১১৬ অনুচ্ছেদে অনুযায়ী অধস্তন আদালতের দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরসহ) শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত রয়েছে। একই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি ওই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। মূলত রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের সরাসরি হস্তক্ষেপ দেখা যায়, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে অধস্তন আদালতের দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরসহ) শৃঙ্খলাবিধানের এই দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৭৪ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এবং 'সুপ্রিমকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে' শব্দগুলো সন্নিবেশিত করা হয়। এরপর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনী আইন অসাংবিধানিক ঘোষণা করলে পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১ এর মাধ্যমে ১১৬ অনুচ্ছেদের বর্তমান একই বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়। বর্তমানে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদে এই বিধানটিই বিদ্যমান।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই সরকারের

উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, 'কর কমানোর বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক সংস্কারের সময় কর কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে, যাতে অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।' তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, 'আমরা স্থানীয় প্রস্তুতকারী শিল্পগুলোকে উৎসাহিত করতে চাই। সেজন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করা হবে।' এ সময় ডাক ও টেলিযোগ যোগাযোগ বিভাগের সচিব ড. মুশফিকুর রহমান সরকারি প্রতিষ্ঠান টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) লিমিটেডে বিনিয়োগের জন্য রাষ্ট্রদূতকে আহ্বান জানান। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকার শেষ হয়। সাক্ষাৎকালে ডেপুটি চিফ অব মিশন ঝিনহি ব্যাক, স্যামসাং বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার হুয়াংসুং এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিনা ভোটে নির্বাচিত এমপি-সংশ্লিষ্ট

করা হয়েছে। নোটিশে আরও বলা হয়, বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের প্রহসনের নির্বাচনগুলোতে বিনা ভোটে বা ভোট ডাকাতির মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, হাসিনা সরকারের মন্ত্রী, আওয়ামী লীগকে সহায়তাকারী দল যেমন, জাতীয় পার্টি ও ১৪দলীয় জোট থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং ওই সব নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশনাররা ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের মালিক হয়েছেন। সেই সম্পদের সিংহভাগ বিদেশে পাচার করেছে বলে দেশবাসীর দৃঢ়বিশ্বাস। এতে আরও বলা হয়, এ অবস্থায় ওই সব সাধারণ নির্বাচনে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত সব সংসদ সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সব নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে দুদক ও মানি লন্ডারিং আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় তিন কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধান ও প্রসেডিং শুরু করতে নোটিশ দেওয়া হলো। ব্যর্থতায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সবাইকে বিভেদ ভুলে কাজ করার

প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর আগে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে প্রধান উপদেষ্টাকে স্বাগত জানান নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খান। শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী পর্ষদ উদ্বোধন করায় নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধান উপদেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 'নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী নির্বাচনী পর্ষদ-২০২৪' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয় বিষয়ক বিশেষ সহকারী, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং প্রতিরক্ষা সচিব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান উপদেষ্টা নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছবি তোলেন এবং পরিদর্শন বইয়ে তার মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীসময়ে তিনি বিমান বাহিনী সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে একটি ফলদ বৃক্ষের চারা রোপণ করেন।

ঢাকায় শুরু হচ্ছে ৩ দিনব্যাপী নির্মাণ-আবাসন-বিদ্যুৎ মেলা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে শুরু হতে যাচ্ছে ৩ দিনব্যাপী নির্মাণ, আবাসন ও বিদ্যুৎ মেলা। আগামী ১৪ থেকে ১৬ নভেম্বর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলায় প্রদর্শনী চলবে। এতে চীন, ভারত, কোরিয়াসহ ২০ দেশের প্রায় ৫০০টিরও বেশি কোম্পানি অংশ নিচ্ছে। নির্মাণ, আবাসন, বিদ্যুৎ ও এই সম্পর্কিত শিল্প কেন্দ্র করে কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (সেমস গ্লোবাল ইউএসএ) এই মেলার আয়োজন করছে। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব বিষয় জানান মেলার আয়োজক সংস্থাটি। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মেলায় বিল্ড সিরিজ অফ এক্সিবিশন বিষয়ক '২৯তম বিল্ড বাংলাদেশ ২০২৪, রিয়েল এস্টেট ও হাউজিং সেক্টর বিষয়ক '২৩তম রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৪, ওয়াটার প্রযুক্তি ও সমাধান সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে '৬ষ্ঠ ওয়াটার বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এক্সপো ২০২৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন ও নবায়নযোগ্য শক্তির ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হবে পাওয়ার সিরিজ অফ এক্সিবিশন সংশ্লিষ্ট '২৬তম পাওয়ার বাংলাদেশ ২০২৪', '২১তম সোলার বাংলাদেশ ২০২৪' এবং '৬ষ্ঠ ঢাকা আন্তর্জাতিক লাইটিং এক্সপো ২০২৪ থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে সেমস গ্লোবাল ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিকের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন ইসলাম বলেন, এ প্রদর্শনী বি-টু-বি সংযোগ বৃদ্ধি করবে। ক্রেতা এবং সরবরাহকারীরা এক ছাদের নিচে পণ্য প্রদর্শন ও একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের ওয়ান-স্টপ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। আমাদের উদ্দেশ্য এখানে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করা। দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের সংযোগ সৃষ্টি করা। এ প্রদর্শনী নির্মাণ শিল্প, আবাসন ও বিদ্যুৎ শিল্পের অগ্রগতি ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিকের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন. ইসলামের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সেমস-গ্লোবালের নির্বাহী পরিচালক তানভীর কামরুল ইসলাম, মার্কেটিং বিভাগের প্রধান মাহমুদ রীয়াদ হাসান ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক প্ল্যান বিভাগের এজিএম আশরাফুল ইসলাম।

কমলাপুর থেকে দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় পঞ্চগড়গামী আন্তঃনগর ট্রেন পঞ্চগড় এক্সপ্রেস (৭৯৩) লাইনচ্যুত হয় শুক্রবার রাতে। এ ঘটনায় ট্রেনের ছয়টি বগি লাইন থেকে পড়ে যায়। পরদিন উদ্ধার কাজ শেষ হলেও বিলম্বে ছাড়তে শুরু করে ট্রেন। দুইদিন পর হলেও গতকালও কমলাপুর থেকে প্রতিটি ট্রেন ১৫ থেকে ২০ মিনিট বিলম্বে ছাড়তে দেখা গেছে। গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় সরেজমিনে কমলাপুর রেল স্টেশনে বিলম্বে ট্রেন ছাড়ার কারণে যাত্রীদের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এতে বেশ ভোগান্তিতে পড়েছেন তারা। স্টেশনে ট্রেনের সময়সূচি নির্দেশক ডিজিটাল স্ক্রিনবোর্ডে দেখা যায়, রংপুর এক্সপ্রেস সকাল ৯টা ১০ মিনিটে স্টেশন ছাড়ার কথা থাকলেও ট্রেনটি ছাড়ার সম্ভাব্য সময় দেওয়া হয়েছে ১টা ৩০ মিনিটে। এতে এই ট্রেনে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েছেন। সকাল থেকে অপেক্ষায় থাকা সব যাত্রীদের অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। রংপুর এক্সপ্রেসের যাত্রী অবন্তী বলেন, সকাল থেকে স্টেশনে বসে আছি ট্রেন আসার খবর নাই। আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না। অন্যান্য ট্রেন কিছুটা দেরিতে ছাড়লেও আমাদের ট্রেনের কোনো খবর নেই। ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার আনোয়ার হোসেন বলেন, পঞ্চগড় এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুতির ঘটনায় মূলত ট্রেন কিছুটা বিলম্বে ছাড়বে। ওই দুর্ঘটনায় রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। তাছাড়া সিগনালের তার ছিড়ে গিয়েছিলো। এসব মেরামত করে ট্রেন চলাচল করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিলো। আজ (গতকাল) সমস্যা অনেকটাই কেটেছে। দুই-একটি ছাড়া প্রতিটি ট্রেনই ১৫ থেকে ২০ মিনিট বিলম্বে স্টেশন ছেড়ে গেছে। রংপুর এক্সপ্রেসের দীর্ঘ বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই ট্রেনটি লেট রান করছে। এজন্য এটি বিলম্বিত হচ্ছে। এছাড়া কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে মহুয়া এক্সপ্রেস সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি ৯টা ৪৫ মিনিটে স্টেশন ছেড়ে গেছে।

বিটিসিএলের পরিত্যক্ত গুদামের ছাঁদ ধসে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) গুদামের ছাঁদ ধসে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে টঙ্গীর মরকুন টিঅ্যান্ডটি কোলনি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত ওই যুবকের নাম আমিন (২২)। তিনি টঙ্গীর টিঅ্যান্ডটি এলাকায় বাস করতেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধসে পড়া স্তূপের নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করেন। গতকাল রোববার সকালে থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আবুল হোসেন মরদেহটির ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠান। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, টঙ্গীর টিঅ্যান্ডটি কলোনির পাশেই বিটিসিএলের একটি গুদাম রয়েছে। গত কয়েক মাস যাবত ওই গুদামে থাকা মালামাল লুট করে নিয়ে যায় লুটকারীরা। গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিটিসিএলয়ের গুদামের পাশে কয়েকজনকে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর গুদামের একতলা ভবনের ছাঁদ ধসে পড়ার শব্দ পেয়ে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসে। এ সময় ধসে যাওয়া ভবনের স্তূপের নিচে চাপা পড়া আমিন নামে ওই যুবকের চিৎকার শুনতে পান তারা। পরে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসে খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিটের কর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এ ঘটনায় অপর দুইজন ব্যক্তি আহত হয়েছেন। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) ওই গুদামের দায়িত্বে থাকা আবুল কালাম বলেন, ধসে যাওয়া একতলা ভবনটি পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ। গত শনিবার দিবাগত রাতে কয়েকজন ব্যক্তিকে ওই গুদামের আশপাশে দেখা যায়। তারা গুদামটির কংক্রিটের ছাঁদ ভেঙে রড ও গুদামের মালামাল লুট করতে এসেছিল। ছাঁদ ধসে পড়লে চাপা পড়ে একজনের মৃত্যু হয়। টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আবু মোহাম্মদ সাজিদুল কবির জোয়ারদার বলেন, ভবনের ছাঁদ ধসে পড়ার খবর পেয়ে দুইটি ইউনিটের উদ্ধারকারী দল উদ্ধার কাজ শুরু করে। উদ্ধার শেষে এক ব্যক্তির নিথর দেহে পাওয়া যায়। টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কায়সার আহমদ বলেন, ভবনের ছাঁদ ধসে পড়ার খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। মরদেহটি থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণপূর্তের সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফকে দুদকে তলব

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদের অভিযোগে সাবেক গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী ও ময়মনসিংহ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শরীফ আহমেদকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চিঠিতে তাকে আগামী ৩০ নভেম্বর দুপুর ১২টায় দুদকে হাজির হতে বলা হয়েছে। প্রধান কার্যালয় থেকে দুদক উপ-পরিচালক ও অনুসন্ধান দল প্রধান মোহাম্মদ নুরুল হুদা তাকে তলব করে চিঠি দিয়েছেন বলে গতকাল রোববার জনসংযোগ দপ্তর নিশ্চিত করেছে। তলবি চিঠি ময়মনসিংহের তারাকান্দায় তার নিজ বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। গত ২৫ আগস্ট দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিএনপি নেতাকে মারধর

সাবেক ডিসি মসিউরসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মীর আশরাফ আলী আজমকে মারধর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ডিবির লালবাগ জোনের সাবেক ডিসি মশিউর রহমান ও এডিসি মোস্তফা কামালসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার বাকি তিন আসামি হলেন, ডিবির কোতোয়ালি জোনের সাবেক এডিসি ইয়াসির আরাফাত, লালবাগ জোনের পুলিশ পরিদর্শক শের আলম ও পুলিশের এসআই পলাশ চৌধুরী দীপন। গতকাল রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরোবিয়া খানমের আদালতে ভুক্তভোগী মীর আশরাফ আলী আজম বাদী হয়ে এ মামলার আবেদন করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তদন্ত সাপেক্ষে এজাহার হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে ২০২৩ সালের ২৭ জুলাই বাদী সাবেক কাউন্সিলর আশরাফ আলী আজম বাসায় ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় ডিবি লালবাগ জোনের তৎকালীন ডিসি মশিউর রহমান এবং এডিসি মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে বাকি আসামিসহ ২০/২৫ জন ডিবি পুলিশ ঘেরাও করে। এরপর দারোয়ানকে মারধর ও কেচিগেটের তালা ভেঙে বাসায় প্রবেশ করে। বাসায় থাকা স্ত্রী ও ছেলে ব্যারিস্টার মীর মুহতাসিমের সামনে বাদী মীর আজমকে টেনে হিঁচড়ে বের করেন। বাদী যেতে না চাইলে দোতলা বাসার দরজা থেকে মারধর ও ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে ফেলে দেয়। এ সময় সাবেক কাউন্সিলর মীর আলী আজমের কোমরের হাড় ভেঙে যায়। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যাওয়ায় দীর্ঘ ৬ মাস ধরে চিকিৎসাধীন থেকে একটু সুস্থ হলেও স্বাভাবিক হাঁটতে অক্ষম অভিযোগ করেন বাদী। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪৪৭/৪৪৮/৩২৫/৩২৬/৩০৭/১০৯/১১৪/৩৪ ধারায় অভিযোগ করা হয়।

মা হারালেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলামের মা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বিষয়টি সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যমে এক স্ট্যাটাসে জানিয়েছেন সংগঠনটির জেনারেল সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম। গতকাল রোববার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে জাহিদুল ইসলাম লেখেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুহতারাম কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম ভাইয়ের সম্মানিত মা দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় গতকাল সকাল ৬:৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন'। তিনি আরও লিখেন, 'মহান আল্লাহ সম্মানিত মাকে ক্ষমা করে দিন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করুন, আমীন।' জানা গেছে, ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠে সকাল সাড়ে ৯টায় মরহুমার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় জানাজা বিকেল সাড়ে ৪টায় নাটোর বড়ইগ্রাম শিবপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে হওয়ার কথা রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রদল-যুবদলের ৫ নেতাকর্মীকে কুপিয়ে জখম

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ছাত্রদল-যুবদলের পাঁচ নেতাকর্মীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার দুপুরে পৌর এলাকার সিঅ্যান্ডবিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুর রহমান সবুজ (৩৪), যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান জনি (৩৫), নতুন বাস্তপুর গ্রামের আবদুল ওয়াহেদের ছেলে ও যুবদল নেতা জিয়াউর রহমান (৪০), একই এলাকার মোখলেছুর রহমানের ছেলে ও যুবদল নেতা মোস্তাফিজুর রহমান সুমন (৩৫) ও পীরপুরকুল্লা গ্রামের যুবদল কর্মী সেলিম মিয়া (৩৫)।

বাজেট থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকা

বছরের বেশি সময় ধরে প্রায় 'ডাবল ডিজিট' ছুঁই ছুঁই মূল্যস্ফীতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা বলা যায় না। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, চলতি বছর ব্যাংক ঋণ ৮৫ হাজার কোটি টাকায় সীমায় টেনে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ এটি না করতে পারলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে। সূত্র জানায়, বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যাংক থেকে যেন ঋণ নিতে না হয় তার জন্যও বাজেটকে ছোট করা হচ্ছে। বাজেট বাস্তবায়নের জন্য সরকারের আয় বাড়ানো যাচ্ছে না। অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা থেকে ২৫ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা কম হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা কম। উল্লেখ্য, বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মূল বাজেটের আকার ছিল ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে এর আকার কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় ৭ লাখ ১৪ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা। বাজেটের আকার হ্রাস পায় মূল বাজেটের ৬ শতাংশ, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ ৪৭ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে, একই অর্থবছরে মূল এডিপি ছিল ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। পরে তা কমিয়ে ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা করা হয়। তবে গেল অর্থবছরে সরকারের আয় না থাকায় বিপুল অঙ্কের ব্যাংক ঋণ নিয়ে বাজেট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যেমন-মূল বাজেটে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের টার্গেট ছিল এক লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

ডিম ও মুরগির বাজার তদারকিতে

করেন হাফিজুর রহমান। বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এফবিসিসিআই -এর সব কার্যক্রমে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান কাপ্তান বাজারের ডিম ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সাবেক সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই -এর সাবেক পরিচালক খন্দকার রুহুল আমীন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতারা, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতিনিধি, ছাত্র-সমন্বয়কসহ অন্যান্যরা।

সংবিধান বাতিলের দাবিতে ঢাবিতে

বাংলাদেশের মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। গণবিরোধী সংবিধান কখনোই ছাত্রজনতা মেনে নিবে না। মুজিববাদী সংবিধান অবিলম্বে বিলুপ্ত করতে হবে। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ বিন হাদি বলেন, ইতিমধ্যে সংবিধান ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। তাহলে কেনো সংবিধান বাতিল করতে জটিলতা দেখা দিয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। আপনারা দেখেছেন গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর অনেক দলের নেতাকর্মীরা তাদের মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছে তাহলে এই সংবিধান কিভাবে কার্যকর। বাংলাদেশের সংবিধান হবে জুলাই বিপ্লবে শহীদদের স্মরণে। রাজনৈতিক দলগুলোর জটিলতার কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর চুপ্পুকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরানো যাচ্ছে না। যেখানে প্রতিদিন রাষ্ট্র বদলে যাচ্ছে সেখানে সংবিধান কেনো বাতিল হচ্ছে না। মানুষ কি সংবিধানের জন্য নাকি সংবিধান মানুষের জন্য। এসময় সংবিধান বাতিলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাহায্যও চেয়েছেন তিনি। সমাবেশ শেষে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা বাঁশিতে হুইসেল দিয়ে লালকার্ড প্রদর্শন করেন।

রিমান্ড শেষে কারাগারে ব্যারিস্টার

গত ২১ অক্টোবর দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকার মিরপুর-৬ থেকে ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন তার পাঁচ দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই হৃদয় জুমার নামাজ আদায় করে মিরপুর-১০ নম্বরে সমাবেশে যান। সেখানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা করে, ককটেল বোমা নিক্ষেপ ও গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হন হৃদয়। তিনি হবিগঞ্জের মাধবপুর ১০ নং হাতিয়াইন ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি। এ ঘটনায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় মামলা করেন হৃদয়। মামলার ৩ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি ব্যারিস্টার সুমন। সবশেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন হবিগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন তিনি, তবে পাননি। পরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীকে পরাজিত করেন।

এসডিজি বাস্তবায়নে রাখতে হবে

সংলাপটি করছি। এটি সম্পূর্ণ নতুন গুণগত পরিস্থিতি ও নতুন সুযোগ। আমরা সাধারণ মানুষের কথা শুনেছি। সরকারের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি।'তিনি বলেন, 'এটা পরিষ্কার হয়েছে যে জাতীয় স্বপ্রণোদিত সমীক্ষাকে জাতীয় হতে হবে। এই জাতীয় সমীক্ষা সরকারি হতে পারবে না। এখানে নাগরিক ও খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় উন্নয়ন ও চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিফলিত করতে হবে। সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামতকে সেখানে উত্থাপিত করতে হবে।' এই অর্থনীতিবিদ বলেন, 'আমাদের সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য উপাত্তের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। এসডিজি ডেটা ট্রেকার কোভিডের পর থেকে দুর্বল হয়ে গেছে, সেই তথ্য উপাত্তের সামগ্রিক মূল্যায়ন দেখতে চাই। তথ্য উপাত্তকে সংহত করার জন্য একটা কর্মপরিকল্পনা আসবে এটা আমরা প্রত্যাশা করি।'তিনি জানান, 'টেকসই উন্নয়নের এই ধারাটি শুধুমাত্র সরকার না, এটি একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধীনে করা হয়েছে। এটা মনে রাখতে হবে। সেহেতু আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক মূল্যায়ন করার সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ আমাদের আগে সেভাবে নেওয়া হয়নি।'বাংলাদেশের ভলেন্টারি ন্যাশনাল রিভিউ (ভিএনআর) ও নাগরিক অংশগ্রহণ শীর্ষক নাগরিক প্লাটফর্মের সংলাপে আরও উপস্থিত ছিলেন নাগরিক প্ল্যাটফর্ম কোর গ্রুপ সদস্য ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, রাশেদা কে চৌধুরী, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, শাহীন আনাম প্রমুখ।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদকে

দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। এর আগে অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য টিম লিডার করে মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু, উপসহকারী পরিচালক (সদস্য) ও মো. মিজানুর রহমান, উপসহকারী পরিচালক (সদস্য) এর সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়।

নতুনে গর্জন, পুরোনো অনুসন্ধানে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) রোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাবদ নেওয়া অর্থ তহবিলে জমা না দেওয়া, বিল-ভাউচার ছাড়া ব্যয়সহ বিভিন্ন খাতে অনিয়ম ও ২৪৬ কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগে গত বছর অনুসন্ধানে নামে দুদক। এক বছরের বেশি সময় পার হলেও তা শেষ হয়নি। এর মধ্যে বিএসএমএমইউর একাধিক কর্মকর্তাকে তলবও করে দুদক। ক্ষমতার পট পরিবর্তনে নতুন নতুন অনুসন্ধান-তলব শুরু হওয়ায় ওই অনুসন্ধানটি চলে গেছে অন্তরালে। ২০২২ সালে ঢাকা ওয়াসার ছয়টি প্রকল্পে অনিয়ম নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির নিয়োগ সংক্রান্ত একটি অনিয়মের অনুসন্ধানও করে সংস্থাটি। তবে দুই বছর পার হওয়ার পরও তা শেষ হয়নি। এর মধ্যে শুধু নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে গত বছর মে মাসে ওয়াসার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খানসহ ১০ জনকে আসামি করে মামলার সুপারিশ করা হয়। তবে দুদক সূত্র জানায়, আইন অনুবিভাগের অনাপত্তি সত্ত্বেও অনুসন্ধানের কার্যক্রমে কোনো অগ্রগতি নেই। কয়েক দফায় সময়ক্ষেপণ করে সেপ্টেম্বর মাসে দুদকে অনুসন্ধানের বিবরণী জমা দিয়েছেন সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ ও ছাগলকাণ্ডে আলোচিত সাবেক রাজস্ব কর্মকর্তা মতিউর রহমান। গত এপ্রিলে একটি জাতীয় দৈনিকে বেনজীরের অবৈধ সম্পদের বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়। এরপর ২২ এপ্রিল বেনজীরের সম্পদ অনুসন্ধানে নামে দুদক। বেনজীর, তার স্ত্রী ও কন্যাকে দুই দফা সময় দিয়ে তলব করলেও কেউই আসেননি দুদকে। জব্দ করা হয়েছে বেনজীরের শত কোটি টাকার সম্পদ ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। গত ১৪ অক্টোবর পাসপোর্ট জালিয়াতির অভিযোগে বেনজীরসহ পাঁচজনের নামে মামলা করে দুদক। তবে বেনজীরের বিরুদ্ধে এখনো অবৈধ সম্পদের মামলা হয়নি। একই অবস্থা ছাগলকাণ্ডে আলোচিত মতিউর রহমানের। গত ২৩ জুন মতিউরের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। পাঁচ মাসেও অনুসন্ধান শেষ করতে পারেনি সংস্থাটি। এর মধ্যে বদল হয়েছে একজন তদন্ত কর্মকর্তাও। জানতে চাইলে তদন্ত সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, মতিউরের সম্পদ অনুসন্ধান করা বিশাল কাজ। পাঁচ-ছয়টি জেলায় তার সম্পদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এছাড়া তার স্ত্রীও সম্পদ গড়েছে প্রচুর। ভূমি অফিসসহ একাধিক অফিসে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিছু জায়গায় চিঠি এসেছে। জুন-জুলাইয়ে আন্দোলনের কারণে কিছু আসতে দেরি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তার দাবি, অনুসন্ধান প্রভাবিত করতে মতিউর বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করছেন। দুদক আইন-২০০৪ অনুযায়ী ১২০ কার্যদিবসের মধ্যেই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত শেষ করতে হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা ওই সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে না পারলে তিনি সময় বাড়ানোর আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি আরও ৬০ কার্যদিবস সময় পেতে পারেন। তবে মতিউর-বেনজীরের ক্ষেত্রে কোনো তদন্ত কর্মকর্তা সময় বাড়ানোর আবেদন করেননি বলে জানা যায়। ভিন্ন একটি সূত্রের দাবি- নতুন অনুসন্ধানে আগ্রহ, অভ্যন্তরীণ চাপ ও সম্পদের কূল-কিনারা করতে না পারায় বেনজীর ও মতিউরের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারছে না দুদক। একই কারণে একাধিক কর্মকর্তা ফয়সাল, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, ডিআইজি শেখ রফিকুল ইসলাম শিমুলের অনুসন্ধানও খুব বেশি এগোচ্ছে না। গত জুনে ফয়সাল, আগস্টে আছাদুজ্জামান মিয়া ও সেপ্টেম্বরে শিমুলের অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধানে নামে দুদক। জানতে চাইলে দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন বলেন, 'অনুসন্ধান কর্মকর্তা তার এখতিয়ার অনুযায়ী কাজ করছেন। প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধান আইন ও বিধি অনুযায়ী চলছে। এখানে কোনো বাধা নেই। অনুসন্ধান শেষ হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা হবে।' বেনজীরের অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধান স্থবির আছে কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তথ্যটি সঠিক নয়। পাসপোর্ট জালিয়াতির মামলা হয়েছে বেনজীরের বিরুদ্ধে। সম্পদের অনুসন্ধান বিধি মোতাবেক চলছে।' দুদকের অন্তত দুজন উপপরিচালক জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের এমপি-মন্ত্রীদের সম্পদ অনুসন্ধানে ব্যস্ত কমিশন। নতুন নতুন ফাইল আসায় পুরোনো ফাইলের গুরুত্ব হারিয়েছে। সক্ষমতা ও দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনুসন্ধানে দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে বলে মনে করেন দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান। দুদক সংস্কার ও ঢেলে সাজানোর বিকল্প নেই বলেও জানান তিনি। নতুন অনুসন্ধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যারা ক্ষমতায় থাকেন তাদের বিরুদ্ধে দুদক কখনোই পদক্ষেপ নেয়নি। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। তারা প্রমাণ সম্প্রতি দুদক দেখছি সাবেক সরকারের অনেকের বিরুদ্ধেই অনুসন্ধান, তদন্ত শুরু করেছে। যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও দালিলিক তথ্য-প্রমাণ দুদকের কাছে প্রান্তিক ছিল।'

শহীদ পরিবারের অন্তত একজনের

বিশ্ব বিবেকই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। এরা মানুষ ছিল না বরং এরা ছিল বর্বর পশু। অন্ধ ক্ষমতালিপ্সা থেকেই তারা এ ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। জামায়াতের আমির বলেন, এই নির্মমতার ধারাবাহিকতা ২০২৪ সালের ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মূলত, ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই এক নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি: ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন জামায়াতের আমির। পল্টনে সংঘটিত ঘটনায় আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনাও জানান। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আগস্ট বিপ্লবের শহীদরা জাতীয় বীর। দেশ ও জাতির জন্য তাদের এই আত্মত্যাগের কথা কোনোভাবেই ভুলে ফেলা যাবে না। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের জন্য যথাযথ সম্মানের ব্যবস্থা করতে হবে। ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে ৫ আগস্টের বিপ্লব পর্যন্ত সব শহীদদের অবদানের কথা জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে তাদের অবদান ও বীরত্বগাথা। দেশের স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। তাদের পরিবারকেও করতে হবে যথাযথ মূল্যায়ন। প্রতিটি শহীদ পরিবারের কমপক্ষে ১ জনের জন্য সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রকে শহীদ পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। সব ক্ষেত্রেই তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাহলে তারা আগামী দিনে দেশ ও জাতির জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে। জামায়াতের পক্ষ থেকে শহীদ পরিবারের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি আরও বলেন, আমরা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আগস্ট বিপ্লবের পর শহীদ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমরা তাদের প্রতি দয়া করিনি বরং তারা দয়া করে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। বিপ্লবীদের অনেকেই পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্ব বরণ করেছেন। ফ্যাসিবাদীরা হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য চালিয়ে ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু ক্ষমতা কখনো চিরস্থায়ী নয় বরং তা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ জালিমদের অবকাশ দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না। সে ধারাবাহিকতায় আওয়ামী ফ্যাসিবাদীদের অপমানজনকভাবে পতন হয়েছে। এদের বিচার আল্লাহ তায়ালা আখিরাতে করবেন। দুনিয়াতেও তাদের ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ফ্যাসিবাদীরাই বলতো কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় উল্লেখ করে তিনি এসব দোসরদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যথায় দেশ ও জাতি কলঙ্কমুক্ত হবে না বলে মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এবং ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিমের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংগঠনের নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ অব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির নূরুল ইসলাম বুলবুল প্রমুখ। সভায় অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, শহীদরা মরে না বরং তারা সবসময় জীবিত। আমাদের আগস্ট বিপ্লবের শহীদদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তারা দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত হবে। তিনি পতিত ফ্যাসিবাদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

রাজধানী থেকে ইবি ছাত্রলীগ নেতা

থানা এলাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। পরে গোপন সংবাদে ফজলে রাব্বীর অবস্থান জানতে পেরে গত শনিবার রাতে উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ৭ নম্বর রোডে অভিযান চালিয়ে ৩৯ নম্বর বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করে উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি মুহাম্মাদ হাফিজুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, 'ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মারধরের ঘটনায় নেতৃত্বে ছিলেন ফজলে রাব্বী। আন্দোলনে তার কার্যক্রম পর্যালোচনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সুদানে প্যারামিলিটারি গ্রুপের

যন্ত্রপাতি জব্দ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য ওগুলোই ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তিনি আরও জানান, হামলার ভয়ে বাসিন্দারা পালিয়ে যাওয়ায় পূর্ব আল-জাজিরাহ অঞ্চলের ৩০টির বেশি গ্রাম খালি হয়ে গেছে। সুদান ডক্টরস নেটওয়ার্কও একই গ্রামের গণহত্যার খবর দিয়েছে। তারা বলছে, আরএসএফ বাহিনী আল-সারিহায় গণহত্যা চালিয়েছে। এতে ১২৪ জনের মৃত্যু ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। হামলার কারণে শত শত বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সিএনএন নিজে এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। কারণ মিডিয়া টিমগুলোকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আরএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। জাতিসংঘ বলছে, সুদানি সশস্ত্র বাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যে সংঘাত বিশ্বের 'সবচেয়ে খারাপ' মানবিক সংকট তৈরি করেছে। এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত এবং লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

রেল স্টেশনের ডিসপ্লেতে 'আওয়ামী

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ২ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সময় উক্ত স্থানে কর্মরত রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্যকে দায়িত্বে অবহেলার কারণে ভৈরবে বদলি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ঘটনার দিন ভোর আনুমানিক ৫টা ৫৬ মিনিট থেকে ৫টা ৫৮ মিনিটের মধ্যে ডিসপ্লে বোর্ডের লেখা পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। এ বিষয়ে ঢাকা রেলওয়ে পুলিশ থানায় রেলওয়ে ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ কর্তৃক একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি রেলওয়ে পুলিশ সুপার ঢাকাকে বিষয়টি অবহিত করে উক্ত ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে। একইসাথে ঘটনাটি অন্তর্ঘাতমূলক কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর আগে, গতকাল শনিবার সকালের দিকে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশমুখের গেটের উপরের এলইডি সাইনবোর্ডে দেখা যায়, 'আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ' লেখাটি বারবার ভেসে আসছে। যেখানে সবসময় যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া থাকতো ও রেলওয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হতো। বিষয়টি দেখে স্টেশনে থাকা যাত্রীরা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির পাঁয়তারা

সুতরাং রাষ্ট্রীয় সংকট যাতে সৃষ্টি না হয়, সাংবিধানিক সংকট যাতে সৃষ্টি না হয়, সেই সংকট সামনে রেখে পতিত ফ্যাসিবাদ যাতে সুযোগ নিতে না পারে সেই বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা জনতার দাবি উল্লেখ করে তিনি বলেন, গুলি করে ছাত্র মারার পর আওয়ামী লীগ আবার এই দেশে রাজনীতি করার সুযোগ পাবে কিনা তা জনতার আদালতে সিদ্ধান্ত হবে। ট্রাইবুনালে একটা সংশোধনী আনার কথা শুনছি। সংগঠন হিসেবে, রাজনৈতিক দল হিসেবে যদি গণহত্যার সাথে জড়িত হয় তাহলে রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও দলের বিচার হবে। সেই সংশোধনী যদি আইনে আনে এবং ট্রাইবুনালে যদি বিচার হয় সেই বিচারের ফলাফল কী হয় তখন দেখা যাবে। আমরা এখন কোন ফয়সালা দিতে চাই না। গণহত্যাকারী কোন দল বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারবে কিনা তা আদালত ও দেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে। বিএনপির এই নেতা বলেন, প্রশাসনিক আদেশে বা আমি-আপনি চাইলে কেউ নিষিদ্ধ হোক সেই দায়িত্ব আমরা নিতে চাই না। দেশের জনগণ যদি চায় তাহলে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে সিদ্ধান্ত নেবে। জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত রাজধানীতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে শাহাদাতবরণকারী সন্মানিত শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এখনও হজযাত্রী নিবন্ধন করেনি ১২৪

আমরা তাদের রিমাইন্ডার দিলাম। "যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও তারা হজযাত্রী নিবন্ধন না করাতে পারে, তখন আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি এজেন্সির বিরুদ্ধে ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ পোর্টালের তথ্যানুযায়ী, গত শনিবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত সরকারি মাধ্যমে ২ হাজার ৪৮ জন এবং বেসরকারি মাধ্যমে ৬২ হাজার ৬৬৩ জন প্রাক নিবন্ধন করেছেন। অপরদিকে সরকারি মাধ্যমে ২ হাজার ৫২৫ জন এবং বেসরকারি মাধ্যমে ৫ হাজার ৭৭৯ জন হজে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক নিবন্ধন করেছেন। বর্তমানে হজে যেতে হলে প্রথম ধাপে ৩০ হাজার টাকা ফি পরিশোধ করে প্রাক নিবন্ধন করতে হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে ৩ লাখ টাকা দিয়ে সারতে হয় প্রাথমিক নিবন্ধন। হজের প্যাকেজ ঘোষণা হলে বাকি টাকা পরিশোধ করে নিবন্ধন সম্পন্ন করা যায়। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু বকর সিদ্দীক এর আগে বলেন, প্রাক/প্রাথমিক নিবন্ধন শেষ হওয়ার এক মাস আগে অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর ২০২৫ সালের হজের প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে। নিবন্ধন করতে না পারা এজেন্সিগুলোর একটি ঢালি ওভারসিস লিমিটেড। কারণ হিসেবে এ এজেন্সির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডি এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, "এখনও প্যাকেজ ঘোষণা হয়নি হজের। এজন্য প্রাক ও প্রাথমিক নিবন্ধনের জন্য আগ্রহ পাচ্ছে না মানুষ। "তাছাড়া হজ প্যাকেজ, বিমানভাড়াও বেসামাল। যে কারণে আশানুরূপ নিবন্ধন হচ্ছে না। আমরা আশা করছি প্যাকেজ ঘোষণার পরপরই দুই-একদিনে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারব।" ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে হজের জন্য ২০২৪ সালের মতই ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জনের কোটা রেখেছে সৌদি আরব। এ বছর বাংলাদেশ থেকে মোট হজযাত্রী ছিল ৮৫ হাজার ২৫৭ জন, যা অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে ৩৫ শতাংশ কম।

বাংলা একাডেমির সভাপতি হলেন

সেলিনা হোসেন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ১৭ অক্টোবর পদত্যাগ করেন। জীবনের চার দশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন ৮৪ বছর বয়সী আবুল কাসেম ফজলুল হক। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতে সোচ্চার 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা কমিটি'র আহ্বায়ক তিনি। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, আমি এখনো চিঠি হাতে পাইনি। হয়তো আমার দপ্তরে পাঠিয়ে থাকতে পারে। তবে যারা আমাকে এই পদে মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আবুল কাসেম ফজলুল হকের জন্ম ১৯৪০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায়। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং আনন্দমোহন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। পরে বাংলা বিভাগের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তার লেখা ২১টির মতে বই প্রকাশিত হয়েছে।

সূচকের পতনে পুঁজিবাজার

স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সিএএসপিআই সূচক ২৯ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ২৭২ পয়েন্টে অবস্থান করে। এরপর সূচকের গতি ঊর্ধ্বমুখী দেখা যায়। এদিন সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২০ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। এ সময়ে ১২টি কোম্পানির দাম বেড়েছে, কমেছে ১১টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একটি কোম্পানি শেয়ারের দর।

দেশব্যাপী ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়ছে

বাড়ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কোন কোন জায়গায় ঘাটতি রয়েছে -এ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং হেলথ অ্যান্ড হোপ স্পেশালাইজড হাসপাতালের পরিচালক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, ডেঙ্গু বাড়বে- এমন পূর্বাভাস আগে থেকেই ছিল। এবার বর্ষা একটু দেরিতে শুরু হয়েছে, তাই ডেঙ্গুর প্রকোপও শুরু হয়েছে দেরিতে। আমরা ভয় পাচ্ছি, এবার ডেঙ্গুর মৌসুম দীর্ঘ হবে। ডেঙ্গু যে হারে বাড়ছে, তা বিপদজনক। আমরা জানি, যদি এডিস মশা প্রজননের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়, তাহলে ডেঙ্গু বাড়বে। তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নেওয়া উদ্যোগের প্রথমটি হলো এডিস মশা নির্মূল। এ কাজটি করে স্থানীয় সরকার, বা অধীনস্থ সংস্থাগুলো। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিটি করপোরেশনসহ সব জায়গায় পালাবদল হয়েছে। নতুন দায়িত্বে যারা এসেছেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের কাজগুলো তারা পুনরুজ্জীবিত করতে পারেননি। ফলে মশা বাধাহীনভাবে বেড়েছে। এ জনস্বাস্থ্যবিধ আরও বলেন, আমাদের দেশে ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরু হয়। প্রায় ২৪-২৫ বছরেও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় কোনো পরিকল্পনা গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার সারা দেশে, স্বেচ্ছাসেবক এবং জনসাধারণকে যুক্ত করে মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। বর্তমানে সংস্কারের যে সরকার এসেছে, তাদের জনসম্পৃক্ত মশক নিধন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে, যার মাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ হবে। অন্যথায় সামনের দিনগুলো আমাদের জন্য দুঃসহ অভিশাপ হয়ে আসবে। এ নিয়ে কীটতত্ত্ববিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ড. কবিরুল বাশার বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এডিস মশার ঘনত্ব বাড়ছে। মশার ঘনত্ব যেহেতু বাড়ছে, সামনের দিনগুলোতে এডিস মশার পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, যদি আমরা এখনই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি। তিনি আরও বলেন, আমরা দুই মাস আগে থেকে বলে আসছি, সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হবে। কিন্তু স্বাভাবিক কার্যক্রম ছাড়া ডেঙ্গুর পিক টাইমেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। হেলাফেলা করায় প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর হাসপাতালে ভর্তি রোগীর ৪৪ শতাংশ ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের বাসিন্দা। মশা নিধন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে দক্ষিণ সিটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ফজলে শামসুল কবির এবং ঢাকা উত্তর সিটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরীর ফোন নাম্বারে কল দিয়েও সাড়া মেলেনি। দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। তিনি বলেন, লোক দেখানো কাজ করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সম্ভব নয়। সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের সচেতনতা ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম: বেরোবি উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেছেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণেও গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজন। গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (বেরোবিসাস) এক দশক পূর্তি উপলক্ষে 'জুলাই বিপ্লবে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। তিনি তার বক্তৃতায় সংবাদকর্মীদের নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দেশের বৈষম্য, অনিয়ম-দুর্নীতি জাতির সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানান। উপাচার্য শওকাত আলী বলেন, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জুলাই বিপ্লবের সত্য তথ্য তুলে ধরা সাংবাদিকরা জাতির কল্যাণে যে সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন, তা দেশের মানুষের জন্য অনুকরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলাম হিসেবে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শিপন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. ফেরদৌস রহমান, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. ইলিয়াছ প্রামাণিকসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক এবং রংপুরের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। এর আগে বেরোবিসাসের এক দশক পূর্তি উপলক্ষে ক্যাফেটেরিয়ার সামনে থেকে একটি আনন্দ র‍্যালি উপাচার্যের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সংস্কার সেরে দ্রুত নির্বাচন দিন: আবদুল আউয়াল মিন্টু

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারকে সংস্কার সেরে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু। গতকাল রোববার দুপুরে ফেনীতে একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, জবাবদিহিতামূলক সরকার ফিরিয়ে আনুন। এ সরকারকে আমরা সমর্থন দিয়েছি, সমর্থন দিয়ে যাব। আমরা সরকারের কাছে সুস্পষ্ট রোডম্যাপ চাই। যৌক্তিক সময় বলে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ ঠিক হবে না। টেকসই সংস্কার প্রয়োজন। টেকসই না হলে সংস্কার হবে মূল্যহীন। তিনি আরও বলেন, জুলাই-আগস্টে যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাদের স্মরণ করতে চাই। বিগত ১৬ বছরে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শরিক হতে গিয়ে এক লাখ ৫২ হাজার মামলায় ৬২ লাখ রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছিল। যারা ১৬ বছর ধরে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন। তাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না। আন্দোলন করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, তাদের ভুলে গেলে চলবে না। তাদের অবদানও স্মরণ করতে হবে। বিভক্তির মাধ্যমে কোনো সমাধান হবে না উল্লেখ করে আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, যারা অন্যায় করেছে অবশ্যই তাদের বিচার হতে হবে। আইনকে নিজের হাতে তোলা যাবে না। এ সরকারকে জনগণের সরকার বলা যাবে। তবে গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার বলা যাবে না। ফেনী সিটি গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মামুনুর রশিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নয়া দিগন্তের স্টাফ রিপোর্টার মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন। আরও বক্তব্য রাখেন, ফেনীর পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক গোলাম মোহাম্মদ বাতেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন খান, ফেনী জেলা জামায়াত আমির আবদুল হান্নান, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলাল উদ্দিন আলাল, স্টার লাইন গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জাফর উদ্দিন, ফেনীর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আবু তাহের।

রিট আবেদনে যেসব যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে

১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো। ১১৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এই মৌলিক কাঠামো বিনষ্ট করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির বাস্তবায়ন কার্যত আইন মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। ২. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এরইমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। পঞ্চম সংশোধনী অসাংবিধানিক ঘোষিত হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১১৬ এর বিধান বহাল রাখা হয়েছে, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের পরিপন্থি। ৩. পৃথক সচিবালয় না থাকায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। অধস্তন আদালতের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের কারণে বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারছেন না।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্বামীর মৃত্যু, বাঁচাতে গিয়ে মারা গেলেন স্ত্রীও

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে অটোরিকশার ব্যাটারিতে চার্জ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সগির আহমেদ রিন্টু (৫২) মারা গেছেন। এ সময় তাকে বাঁচাতে গেলে তার স্ত্রী শাহনাজ আক্তার শানুও (৩৮) বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান। গতকাল রোববার সকালে উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নে নাগের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রিন্টু অটোরিকশা চালক। ঘটনার সময় অটোরিকশার ব্যাটারিতে চার্জ দিতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এ সময় তাকে বাঁচাতে গেলে তার স্ত্রী শানুও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। চন্ডিপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) রফিকুল ইসলাম বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী দুজন মারা গেলেন। ঘটনাটি দুঃখজনক। তাদের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাশার বলেন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজন মারা গেছেন। স্বজনদের সঙ্গে কথা হয়েছে। এ নিয়ে কারো কোনো অভিযোগ নেই।

পদ্মাপাড়ের মাছের হাটে বছরে আয় শত কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : খরস্রোতা পদ্মার তীরবর্তী একটি অঞ্চল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর। দৌলতপুরের ফিলিপনগর, মরিচার ও রামকৃষ্ণপুরে তিনটি ইউনিয়ন একেবারে নদীঘেঁষা। এখানকার অন্তত ৯০০ জেলের জীবিকার একমাত্র মাধ্যম মাছ শিকার। এ ছাড়া বাড়তি আয়ের আশায় নদীপাড়ের লোকজন কমবেশি মাছ ধরেন। প্রতিদিন এসব মাছ তারা বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন পদ্মা তীরবর্তী অপরিকল্পিত ঘাটসহ এলাকার আশপাশের বাজারগুলোতে। আর নদীর এসব টাটকা মাছের বেচাকেনা চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন। ঘাটগুলো থেকে প্রতিদিন মাছ বিক্রি হয় কয়েক লাখ টাকার। এই হিসাবে বছরে মাছ বিক্রি হয় শতকোটি টাকার বেশি। এসব হাটে সবচেয়ে বেশি দেখা মেলে চিংড়ি, পিউলি, চ্যালা, ঘাউরা, বাঁশপাতা, বাইম, বেলে, ট্যাংরাসহ নানা পদের মাছ। এগুলো আকারভেদে ১৫০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা কেজিতেও বিক্রি হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পদ্মা তীরবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর এই উপজেলায় এখন পর্যন্ত কোনো মৎস্য বিক্রয়কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। যার কারণে জেলেরা তাদের মাছের সঠিক দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একইভাবে দ্রুত মাছ বিক্রিতেও পড়ছেন বিড়ম্বনায়। তাই এলাকার জেলেরা দাবি তুলেছেন, দ্রুত এখানে সরকারি উদ্যোগে একটি মৎস্য বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার। আর এটা সম্ভব হলে শুধু জেলে পরিবারের সমৃদ্ধিই বয়ে আনবে না, স্থানীয় মৎস্য খাতের অর্থনীতির স্ফীতি ঘটবে। স্থানীয় জেলে সিদ্দিক ও জামাল জানান, প্রতিদিন পদ্মা নদী থেকে তারা যে পরিমাণ মাছ শিকার করেন, তা বিক্রির জন্য তীরবর্তী ঘাট ও স্থানীয় বাজারের হাটগুলোতেই নিয়ে আসেন। কিছু পরিমাণ পাঠানো হয় কুষ্টিয়া শহরের আড়তে। এতে প্রতিদিন যা আয় হয়, তা দিয়েই চলে তাদের সংসার। আরেক জেলে নাজমুল ও মিন্টু বলেন, আকার ও মাছের ধরনের ওপর নির্ভর করে মাছের দাম নির্ধারণ হয়। আবার ক্রেতার থেকে আমদানি বেশি হলে দাম কমে এসব মাছের। কথা হয় নদীর পাড়ে মাছ কিনতে আশা তুষার রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, সকালে ঘাটে এসেছি নদীর টাটকা মাছ কিনতে। যদিও এখানে দাম বেশি। তবে একদম ফ্রেশ এসব মাছের স্বাদও বেশি। এ বিষয়ে দৌলতপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হোসেন আহমেদ বলেন, প্রতি মৌসুমের মে মাসের শেষ সময় থেকে ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত নদীতে মাছ বেশি পাওয়া যায়। প্রতিদিন কী পরিমাণ মাছ শিকার বা বিক্রি হয়, এর সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও গড়ে অন্তত দেড় হাজার কেজি মাছ বিক্রি হয়। যার থেকে বছরে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার বেশি আয় হওয়ার কথা। অপর এক প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা একাধিকবার প্রস্তাব পাঠিয়েছি, তবে বাস্তবায়ন হয়নি। এখানে একটি মৎস্য বিক্রয়কেন্দ্র তৈরি করা সম্ভব হলে এই খাতের আরও উন্নয়ন সম্ভব।'

ফরিদপুরে ইজিবাইক চালক হত্যায় ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে বাবুল হোসেন নামে এক ইজিবাইক চালক হত্যা মামলায় দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। গতকাল রোববার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক অশোক কুমার দত্ত এ রায় ঘোষণা করেন বলে আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নওয়াব আলী মৃধা জানান। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন-ফরিদপুরের খাসকান্দির মইনুদ্দিন শেখের ছেলে শহিদ শেখ ও গোপালগঞ্জ জেলার মোকছেদপুরের হালিম শেখের ছেলে নজরুল শেখ। এছাড়া এ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে-ফরিদপুর সদর উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রিপন খানের ছেলে রাব্বি খানকে। রায় ঘোষণার সময় সময় শহিদ আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। আর বাকি দুজন পলাতক রয়েছেন বলে নওয়াব আলী জানান। মামলার বিবরণে বলা হয়, গোপালগঞ্জ জেলার মোকছেদপুর উপজেলার আবু বক্করের ছেলে বাবুল হোসেন ইজিবাইক চালাতেন। গত ২০২১ সালের ২১ মার্চ মোকছেদপুর থেকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে ফরিদপুরে আসেন তিনি। দুইদিন পর বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে পরিবারের সদস্যরা গিয়ে লাশটি শনাক্ত করে। এ ঘটনায় বাবুলের ভাই দেলোয়ার হোসেন বাদী হয়ে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। রায় ঘোষণার পর রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নওয়াব আলী মৃধা বলেন, এ রায়ে তারা খুশি।

কুষ্টিয়ায় চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় চোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত শনিবার গভীর রাতে উপজেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের নতুন সুতাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল আজিজ জানান। নিহত জাহাঙ্গীর আলম (২৮) আলমডাঙ্গা উপজেলায় কেদারনগর গ্রামের বাসিন্দা। নতুন সুতাইল গ্রামের বাসিন্দা আমিরুল ইসলাম বলেন, রাত ২টার দিকে তাদের বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে ছিল। এ সময় তিন-চারজন বাড়িতে চুরি করার জন্য ঢুকে। চুরি করে পালানোর সময় বাড়ির লোকজন টের পেয়ে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন তাদের ধাওয়া দেয়। তখন বাকিরা পালিয়ে গেলেও একজন স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ে। এ সময় গণপিটুনিতে তার মৃত্যু হয়। মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল আজিজ বলেন, "চোর সন্দেহে ওই যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার লাশ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও ছয়টি চুরির মামলা রয়েছে। তার মা ও ভাই লাশ বুঝে নিতে এসেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় বাইক থেকে পড়ে ট্রাক চাপায় প্রাণ গেল কলেজছাত্রের

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গায় দামড়হুদা উপজেলায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরেকজন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন দামুড়হুদা থানার ওসি হুমায়ুন কবির। নিহত রাকিব হোসেন (১৯) দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের গোবিন্দহুদা গ্রামের মিলন হোসেনের ছেলে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন সাকিব হোসেন (১৯)। ওসি হুমায়ুন জানান, রাকিব ও সাকিব দুজনই দামুড়হুদার ওদুদ শাহ কলেজের দ্বাদশ শেণির শিক্ষার্থী। তারা একটি মোটরসাইকেলে চড়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কলেজের দিকে যাচ্ছিল। মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিল সাকিব। পথে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ডের কাছে তারা একটি ভ্যানগাড়ি অতিক্রম করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। এ সময় একটি ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় রাকিব। আহত হয় সাকিব। তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ওসি আরও জানান, ঘটনার পর ট্রাকটি আটক করা হলেও তার চালক এবং হেলপার পালিয়ে গেছে। পরবর্তী আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া নিহতের পরিবারের পক্ষে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই রাকিবের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান ওসি।

কুকুরকে বাঁচাতে হঠাৎ ব্রেক, অটোরিকশা উল্টে নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় অটোরিকশা উল্টে চাপা পড়ে এক নারী যাত্রীর প্রাণ গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলাল ঘোড়াশাল বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে পলাশ থানার এসআই কামরুল ইসলাম জানান। নিহত ৭৫ বছর বয়সী ময়ুরী বেগম ঘোড়াশাল রেলস্টেশনের বস্তি এলাকার গোলাম মোস্তফা মিয়ার স্ত্রী। তিনি এলাকায় ভিক্ষা করতেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে এসআই কামরুল ইসলাম বলেন, ঘোড়াশাল চত্বর থেকে পাঁচজন নারী যাত্রী নিয়ে একটি অটোরিকশা পাঁচদোনার দিকে যাচ্ছিল। পথে রাস্তা পার হতে যাওয়া একটি কুকুরকে বাঁচাতে অটোরিকশার চালক হঠাৎ ব্রেক করে থামানোর চেষ্টা করে। এ সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে চাপা পড়ে ময়ূরী বেগম নামে এক যাত্রীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এ সময় অটোরিকশার চালকও গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয় বলে জানান কামরুল ইসলাম। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আটোরিকশা চালকের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি তিনি। ময়ুরী বেগমের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

চট্টগ্রামে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধের

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের কদমতলী এলাকায় আন্তঃনগর ট্রেনের ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ৯টার দিকে কদমতলী রেল ক্রসিংয়ের অদূরে ময়মনসিংহগামী 'বিজয় এক্সপ্রেসের' ধাক্কায় ওই ব্যক্তি মারা যান। চট্টগ্রাম জিআরপি থানার ওসি শহীদুল ইসলাম জানান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাওয়া 'বিজয় এক্সপ্রেসের' ধাক্কায় আনুমানিক ৬৫ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধ মারা যান। রেলওয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলে পাঠিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, অজ্ঞাতনামা লাশটির পরিচয় নিশ্চিত করতে কাজ চলছে।

সম্পাদকীয়

নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না মূল্যস্ফীতি

উদ্যোগ কার্যকর না হওয়ার কারণ খুঁজুন

বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিলেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলছে না। ফলে মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। জানা যায়, মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়নে তৎপরতা চালালেও এগুলো বাস্তবায়নে নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর অন্যতম হচ্ছে অসহযোগিতা। অসাধু ব্যবসায়ীদের বেশি মুনাফার প্রবণতা আগের চেয়ে বেড়েছে। বিভিন্ন স্তরে চাঁদাবাজিও চলছে। এসব কারণে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এ সমস্যাগুলো বিগত সরকারের আমলে সৃষ্টি হলেও তা বর্তমান সরকারকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রধানত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো হলো-টাকার প্রবাহ হ্রাস, শুল্ক কমানো, সুদের হার বৃদ্ধি এবং বাজার তদারকি জোরদার। এ ছাড়া আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও কেন কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলছে না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। বস্তুত সরকারকে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থায়। এজন্য শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে যাতে কোনো সংকট না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদন খাতে অর্থের জোগান বাড়াতে হবে। সরবরাহব্যবস্থায় সব ধরনের বাধা দূর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। কেউ যাতে বাজারে কারসাজি করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এক জরিপে দেখা যায়, পণ্য উৎপাদন খরচের ক্রমাগত উচ্চমূল্য, অদক্ষ বাজারব্যবস্থা, পণ্য পরিবহণের উচ্চহার, বাজার আধিপত্য ও উৎপাদনকারীদের খুচরা বাজারে প্রবেশে সীমিত সুযোগ প্রভৃতি কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। গবেষণা তথ্য থেকে আরও জানা যায়, নিত্যপণ্যের দাম ৯ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধির মূল কারণ কম সরবরাহ, অদক্ষ বাজারব্যবস্থা, উচ্চ পরিবহণ খরচ প্রভৃতি। দেশে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচের গড় উৎপাদন ব্যয় ৪৯ টাকা ৬০ পয়সা। অথচ গত সপ্তাহে দেশের কোনো কোনো বাজারে তা ৪০০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। লক্ষ করা যাচ্ছে, অভিযান চালিয়েও তেমন সুফল পাওয়া যায় না; বরং উলটো বাজারে একধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। বাজারে পণ্যের ঘাটতি থাকলে অসাধু ব্যবসায়ীরা মজুত করে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে। সে সুযোগ যাতে তারা না পায়, তা নিশ্চিত করতে পণ্যের সরবরাহ বাড়াতে হবে। দেশবাসী প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যকর ভূমিকা দেখতে চায়। বাজারে কোথায় ও কীভাবে একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে আইনি উদ্যোগ নিতে হবে কমিশনকে। প্রয়োজনে এ কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যাগ নিতে হবে। বাজার সিন্ডিকেটের সদস্যরা যাতে পার পেতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না কেন তার কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

দেশবাসী প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যকর ভূমিকা দেখতে চায়। বাজারে কোথায় ও কীভাবে একচেটিয়া প্রভাব তৈরি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে আইনি উদ্যোগ নিতে হবে কমিশনকে। প্রয়োজনে এ কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যাগ নিতে হবে। বাজার সিন্ডিকেটের সদস্যরা যাতে পার পেতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না কেন তার কারণ খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে

ঢাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন হবে কবে

রাজধানী ঢাকায় বৃষ্টি মৌসুমে তো বটেই, যে কোনো সময়ের সাময়িক বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি এবং এর ফলে পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল শহর ঢাকাবাসীর ভোগান্তি যেন নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে! জলাবদ্ধতা আর ঢাকা শহর যেন সমার্থক। হালকা বৃষ্টিতেই পানি জমে বন্ধ হয়ে যায় শহরের পথঘাট। শুধু ঢাকাতেই নয়, দেশের বিভিন্ন শহরে তীব্রতর হচ্ছে জলাবদ্ধতার সমস্যা। সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে নানা উদ্যোগ নিলেও তার কোনো সুফল পাচ্ছে না জনগণ। বৃষ্টি হলেই নগরীর অলিগলিসহ পানিতে ঢেকে যায় ঢাকা। ব্যাহত হয় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। স্বভাবতই এ জলাবদ্ধতা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নগরবাসীর বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় এবং সেসব প্রতিক্রিয়ায় সর্বজনীন আফসোস রাজধানীর এ চিত্রের কি শেষ নেই? অধিকাংশই দায়ী করেন দুই সিটি করপোরেশন ও বিগত সরকারের নীতিকে। অথচ বিগত সরকারগুলো বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের একটানা দেড় দশকেরও বেশি সময়ে নগরবাসীর এ তিক্ততা থেকে মুক্ত করতে বছর বছর নেওয়া হয় নানা প্রকল্প। ব্যয় করা হয় শত শত কোটি টাকা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, এ পরিস্থিতির যেন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়! গত চার বছরে দুই সিটি করপোরেশন জলাবদ্ধতা নিরসনেই খরচ করেছে কমপক্ষে ৭৩০ কোটি টাকা। গত একযুগে বিভিন্ন সংস্থা খরচ করেছে ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। বিপুল এ অর্থ ব্যয় এবং একের পর এক প্রকল্প বাস্তবায়নের পরও কতটা সুফল মিলেছে, তা দুদিনের বৃষ্টিই প্রমাণ। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি) সম্প্রতি রাজধানীর ৯টি জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে চলমান সমস্যার সমাধান দিয়েছে। আরডিআরসি যেসব খাল খননের জন্য সুপারিশ করেছে সেগুলো হলো- রূপনগর মেইন খাল, বাউনিয়া খাল, বাইশতেকি খাল, সাংবাদিক কলোনি খাল, কল্যাণপুর খাল, ইব্রাহিমপুর খাল, পান্থপথ বক্স কালভার্ট খাল, রায়েরবাজার খাল, জিরানী খাল, রামপুরা খালের দক্ষিণ প্রান্ত, দোলাই খাল, কদমতলী খাল ও মান্দা খাল। একসময় জল নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ অনেক খাল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দখল ও সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ঢাকাবাসী প্রতি বর্ষার মৌসুমে তীব্র জলাবদ্ধতার সমস্যায় ভোগেন। খালের অবৈধ দখল, অনুপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা জলাবদ্ধতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। স্বাধীনতার পর ঢাকায় ৫৭টি খাল থাকলেও বর্তমানে এই সংখ্যা নেমে এসেছে ২৬টিতে, যার অধিকাংশর অবস্থাই বেশ নাজুক। পানি কোন পথ দিয়ে নিষ্কাশন হবে, সেটি আগে করা উচিত। উন্নয়নকাজ সম্পন্নের পর তা রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে খাল ও ড্রেনের মুখ আবার ভরাট হয়ে যায়, তাও সঠিকভাবে করতে হবে। যে উন্নয়ন ধ্বংসাত্মক, তা পরিহার করতে হবে।

খালের অবৈধ দখল, অনুপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা জলাবদ্ধতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। স্বাধীনতার পর ঢাকায় ৫৭টি খাল থাকলেও বর্তমানে এই সংখ্যা নেমে এসেছে ২৬টিতে, যার অধিকাংশর অবস্থাই বেশ নাজুক। পানি কোন পথ দিয়ে নিষ্কাশন হবে, সেটি আগে করা উচিত। উন্নয়নকাজ সম্পন্নের পর তা রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে খাল ও ড্রেনের মুখ আবার ভরাট হয়ে যায়, তাও সঠিকভাবে করতে হবে। যে উন্নয়ন ধ্বংসাত্মক, তা পরিহার করতে হবে

থিয়েটারে রাজনীতি কতটা স্পর্শকাতর?

ড. আরিফ হায়দার

পৃথিবীর সব দেশের থিয়েটারে রাজনীতি বিদ্যমান। সে অর্থে থিয়েটার ও রাজনীতি, থিয়েটার অথবা রাজনীতি যে ভাবেই এই দুটি শব্দকে পাশাপাশি রাখি না কেন, দুই শব্দের সম্পর্ক খুব পুরোনো, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। প্রথমে একটা উদাহরণ দিয়ে যদি শুরু করি, সফোক্লিসের 'ঈদিপাস' নাটকের বিষয়বস্তুতে রাজনীতির প্রভাব কতটুকু তা পাঠ করলেই বোঝা যায় গ্রিক ট্র্যাজেডিতে নায়ক-নায়িকাদের লড়াই শুধু দৈবের বিরুদ্ধে নয়। কেবলমাত্র নিয়তির কারণেই 'ঈদিপাস' ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়েনি। থিবাই নগরীর সংকট, নতুন নায়ক নির্বাচনের সংকট, সত্য অনুসন্ধানে ঈদিপাসের তীব্র অভিপ্সা। এক অন্ধ মেষ পালকের অতীত উন্মোচন, রানির ভাই ক্রিয়নের ক্রমবর্ধমান দাপট, এইসব ব্যাপার ব্যক্তির সংকটকে বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। রাজা ও রানী সংকট আক্রান্ত হবেন অথবা রাজ্য থাকবে অক্রান্ত তা কি হয়? পৃথিবীর সব রাজ্য সংকটের রূপ একই রূপে বর্ণিত।

বাংলাদেশের থিয়েটারে রাজনীতি প্রসঙ্গটি যারপরনাই স্পর্শকাতর। বিশেষ করে সমসাময়িক বিশ্বে রাজনীতি বস্তুটি যখন তার মৌলিক চরিত্র খুইয়ে দারুণভাবে বিতর্কিত হয়ে ওঠে তখন বাংলাদেশের দিকে একবার সাদা চোখে দেখেন, দেখবেন দেশের জনমানুষের প্রতিটি স্তরেই রাজনীতির গ্রহণযোগ্যতা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নাট্যচর্চা এখন আর বিনোদনের বিষয় নয়। এর সামাজিক দায়বদ্ধতা বহুগুণে বেড়ে গেছে। আর সে কারণেই নাট্যকর্মীদের মাঝে রাজনীতি ব্যাপারটি একটি অবিশ্লেষণ যোগ্য অস্বস্তির সূচনা করেছে। অস্বস্তিটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার থেকেই উঠে আসছে মূলত। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা যেতেই পারে যেড়এই জনজীবনে যেকোনো পরিবেশ সচেতন মানুষের মতো নাট্যকর্মীরাও বিশ্বাস করে গণতন্ত্র বা মানুষের বাঁচার মৌলিক অধিকার, চলাফেরা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানব সভ্যতার ইত্যাকার জরুরি অনুষঙ্গের বহুল পরীক্ষিত সূতিকাগারই রাজনীতি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই রাজনীতি ছদ্মবেশ ধারণ ও এর অপ্রয়োগ নাট্যাঙ্গনেও প্রভাব ফেলেছে বৈকি। তবে অস্বীকার করার কোনো পথ নেইড়মানবজীবনের কোনো কিছুই রাজনীতির প্রভাবের বাইরে নয়। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই রাজনীতিরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যদি রাজনীতি বৃহত্তর জনকল্যাণমুখী হয় নাট্য অঙ্গনের প্রতিটি মানুষ সে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যদি হয় নিছক দলীয় ও গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার তাহলে তাকে বর্জন করে কল্যাণমুখী রাজনীতি নির্মাণের সহযোগী হওয়া উচিত। আমাদের দেশে দ্বিতীয় ধারাটি চলছে। আমরা জানি নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন নামে একটি সংগঠন জন্মলাভ করে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় যেসব আমলাতান্ত্রিক, সামাজিক ও আর্থিক বাধা দূর করা। নতুন প্রজন্মকে নাট্য শিক্ষায় গড়ে তুলবে জনরুচিকে চেতনা ও মননে পরিশীলিত করবে আরও অনেককিছুই। বেশ ভালোই চলছিল ফেডারেশন। আন্দোলন, প্রতিবাদ, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যভাষণে যেন নতুন পাওয়া। কিন্তু যখনই ফেডারেশনের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, পদ-পদবীর লড়াই শুরু হয়ে গেল তখন থেকে থিয়েটার হারিয়ে গেল। এটা হচ্ছে থিয়েটারের রাজনীতি। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনড়নাট্যকর্মী, সংস্কৃতিকর্মীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। নাট্যকর্মীরা ফেডারেশনের থেকে হতাশ হয়ে সুস্থ ও জীবন জীবিকার জন্য হাত বাড়িয়ে ছিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির দিকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারক বাহক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। যদিও ফেডারেশনের আন্দোলনের মুখে শিল্পকলা একাডেমির প্রস্তাবনায় সরকার তৈরি করল 'জাতীয় নাট্যশালা'। এই নাট্যশালার লক্ষ্য ছিলড়ক) নাট্যচর্চার সার্বিক উন্নয়ন প্রসার ও বিকাশ; খ) যথাযথভাবে নাট্যচর্চার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা; গ) মঞ্চায়ন উপযোগী যথার্থ থিয়েটার হল নির্মাণের মাধ্যমে নাট্যকর্মীদের জন্য নাট্যচর্চার বস্তুগত সুবিধা নিশ্চিতকরণ; ঘ) বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যকর্মীদের নাট্যচর্চায় অধিকতর উৎসাহ প্রদান; ঙ) নাট্যশিল্পীদের ক্রমান্বয়ে অন্যতম জীবিকাশ্রয়ী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাসহ বাংলাদেশের নাট্য প্রযোজনার সম্মুখে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ। 'ক-ঙ' পর্যন্ত তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশে নবনির্মিত ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে এমন কাজ করবে তার থেকে 'ক-গ' বাদ দিয়ে 'ঙ' নম্বরটা নিয়েই যদি শুধু বলা যায়ড়আজ যে জাতীয় নাট্যশালা বা ন্যাশনাল থিয়েটার আমরা দেখতে পাচ্ছি তার অবকাঠামো কিন্তু নেই। তার পরিচালনা পর্ষদ, যা হওয়ার কথা বা উচিত তার কোনোটাই হয়নি। ন্যাশনাল থিয়েটার শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা বিভাগের অন্তর্ভুক্তি করে পরিচালিত হচ্ছে ন্যাশনাল থিয়েটার যা জাতির জন্য লজ্জাজনক। জীবিকাশ্রয়ী পেশা হিসেবে কাজ করা তো দূরের কথা। একটা জাতীয় নাট্যশালা বা ন্যাশনাল থিয়েটারের রূপরেখাই নেই। আজ যদি ন্যাশনাল থিয়েটার স্বতন্ত্র থাকতো তবে পাল্টে যেত নাটকের দৃশ্য। ন্যাশনাল থিয়েটার একটা আলাদা প্রতিষ্ঠান। সেখানে একজন প্রধান থাকবেন। একে আলাদা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বুঝতে হবে ন্যাশনাল থিয়েটার মানে কিন্তু একটা ভবন নয়, ন্যাশনাল থিয়েটারে পরিচালনা পর্ষদ থাকবে, সেখানে দুই বছরের জন্য জনবল নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। নির্দেশক থাকবে (পূর্ণকালীন নাও হতে পারে) কিন্তু কলাকুশলী পূর্ণকালীন থাকবে। তাদের তিনটি গ্রেডের ভিত্তিতে সম্মানী প্রদান করা হবে। তবেই না সত্যিকার অর্থে অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক তাদের জীবিকা নির্বাহের জায়গা তৈরি হবে। তবে আমরা এ বিষয় নিয়ে বর্তমানে আশাবাদী। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ডক্টর সৈয়দ জামিল আহমেদ তিনি আপাদমস্তক একজন থিয়েটারের মানুষ। যার হাত দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগ খোলা হয়েছে। আমরা আশা করতেই পারি তার হাত ধরে জাতীয় নাট্যশালা স্বতন্ত্র হবে এবং রেপার্টরি দল তৈরি হবে। বিশ্বমানের নাটক তৈরি হবে। নাটককে ভালোবেসে এখনো মঞ্চে কাজ করে যাচ্ছে তাদের জীবিকা নির্ভরের জায়গাটা তৈরি হবে। ৬৪ জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমির অফিস আছে, সেখানে সঠিকভাবে পরিচালনা করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জীবন জীবিকা হতে পারে। গড়ে উঠতে পারে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। একটি জাতিকে বিশ্ব চিনতে পারে তার সংস্কৃতি দেখে। একটি দেশে যখন থিয়েটার, নাটক, গান, নাচ বিস্তার করবে তখন এই দেশ মৌলবাদ থেকে রেহাই পাবে। এটাই হওয়া উচিত সংস্কৃতির রাজনীতি।

বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ডক্টর সৈয়দ জামিল আহমেদ তিনি আপাদমস্তক একজন থিয়েটারের মানুষ। যার হাত দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগ খোলা হয়েছে। আমরা আশা করতেই পারি তার হাত ধরে জাতীয় নাট্যশালা স্বতন্ত্র হবে এবং রেপার্টরি দল তৈরি হবে। বিশ্বমানের নাটক তৈরি হবে। নাটককে ভালোবেসে এখনো মঞ্চে কাজ করে যাচ্ছে তাদের জীবিকা নির্ভরের জায়গাটা তৈরি হবে। ৬৪ জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমির অফিস আছে, সেখানে সঠিকভাবে পরিচালনা করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের জীবন জীবিকা হতে পারে। গড়ে উঠতে পারে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। একটি জাতিকে বিশ্ব চিনতে পারে তার সংস্কৃতি দেখে। একটি দেশে যখন থিয়েটার, নাটক, গান, নাচ বিস্তার করবে তখন এই দেশ মৌলবাদ থেকে রেহাই পাবে

লেখক : অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

একটি পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ...

মোমিন মেহেদী

পৃথিবীব্যাপী সকল দেশে সকল সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বদ্ধ পরিকর হয়ে কাজ করে; আর বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫৪ বছর ধরে যখন যে সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তখন সেই সরকারই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে ব্যস্ত থেকেছে। মধ্যখানে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, মূল্যস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে বারবার। তবে বৈষম্য বিরোধী-দুর্নীতিরোধের পরিকল্পনা থেকে গঠিত এই সরকার মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে চার পদক্ষেপ বাস্তবায়নে তৎপরতা চালাচ্ছে বলে জানতে পেরেছি। তবে গণমাধ্যম বলছে- এগুলো বাস্তবায়নে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অসহযোগিতা।

সুযোগ বুঝে অসাধু ব্যবসায়ীদের বেশি মুনাফার প্রবণতা আগের চেয়ে বেড়েছে। বিভিন্ন স্তরে চাঁদাবাজি হচ্ছে। এসব কারণে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতির ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। যদিও গণমাধ্যম বলছে- এসব সমস্যা বিগত সরকারের তৈরি। কিন্তু সেগুলো এখন মোকাবিলা করতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। ৪ টি পদক্ষেপের মধ্যে আছে ১. টাকার প্রবাহ হ্রাস ২. শুল্ক কমানো ৩. সুদের হার বৃদ্ধি এবং ৪.বাজার তদারকি জোরদারের মতো চিন্তা। তার সাথে আরো একটি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

একজন লেখক হিসেবে, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সেই বিশেষ পদক্ষেপটি বর্তমান সরকারের কাছে তুলে ধরছি, আর তা হলো- সুদের হার বৃদ্ধি না করে কমান এবং খাদ্য-বাণিজ্য-শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদেরকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে নতুন করে নিয়োগ এবং পদোন্নতি দিতে হবে। কারণ সুদ বাড়ালে কোনোভাবেই মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে না। সরকারকে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়। এজন্য শিল্পের কাঁচামাল আমদানির পথ অবারিত রাখতে হবে।

উৎপাদন খাতে টাকার জোগান বাড়াতে হবে। সরবরাহ ব্যবস্থায় সব ধরনের বাধা অপসারণ করতে হবে। যে-সব ব্যবসায়ী সন্দেহভাজন বা পলাতক তাদের বিশেষ তদারকির আওতায় আনতে হবে। যাতে বাজারে পণ্যে মূল্য বাড়াতে তারা কারসাজি করতে না পারে। পাশাপাশি বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে হবে। সরকার পণ্যমূল্য কমাতে আমদানি শুল্ক কমাচ্ছে। শুধু আমদানি পণ্যের শুল্ক কমিয়ে পণ্যের দাম কমানো সম্ভব নয়। অতীতে এ ধরনের পদক্ষেপ বাজারে কোনো সুফল বয়ে আনেনি। শুল্ক কমানোর সুফল পেতে হলে প্রয়োজন যথাযথভাবে বাজার তদারকি।

যদিও বলা হচ্ছে যে, বিভিন্ন কারণে সরকার বাজার মনিটরিং জোরদারের নির্দেশ দিয়েছে। এখনই শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ যেভাবে পণ্যমূল্য বাড়ছে তাতে আগামীতে মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়তে পারে। সরকার এখনই সতর্ক না হলে মার্চে শুরু হওয়া রমজানে বাজার পরিস্থিতি ভোক্তার জন্য পীড়াদায়ক হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।আলোকিত বাংলাদেশ মানে নিরন্তর জনবান্ধব চিন্তা। তা কি আদৌ এই সরকার সুপরিকল্পিতভাবে করতে পারছে? যদি পারতো, তাহলে কেন কবি শামসুর রাহমানের 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' কথাটি বারবার উচ্চারিত হচ্ছে? কি কারণে এ সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর থেকে কয়েকজন বড় ব্যবসায়ীসহ মাঝারি ও ছোট বেশ কিছু ব্যবসায়ী পলাতক হয়েছে? তারা বিদায়ি সরকারের ঘনিষ্ঠ বা সরাসরি দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যে কারণে গ্রেফতারের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন।

তারা পেছন থেকে কোনো ধরনের কলকাঠি নাড়ছেন কিনা তা জোরালোভাবে মনিটর করার জন্য এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে বলে আমি মনে করি। সেই সাথে বিশ্বাস করি শুধুমাত্র সুপরিকল্পনার অভাবে বিশ্বে কমলেও গত সরকারের ভুল ব্যবস্থাপনায় দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। অবশ্য এরই মধ্যে ব্যাংক খাত থেকে টাকা পাচার বন্ধ ও সন্দেহজনক লেনদেন রোধে অনেক ব্যবসায়ীর ব্যাংক হিসাব জব্দ বা স্থগিত করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত করা হয়েছে। এতে ওইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কর্মকা-পরিচালনা করতে পারছে না। বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো কোম্পানির হিসাব জব্দ করা হয়নি। কিন্তু ব্যাংকগুলো অতি সতর্কতা হিসেবে অনেক প্রতিষ্ঠানের এলসি খুলছে না নিয়মিত। আগের এলসির দায়ও শোধ করতে দেরি করছে।

তাদের সন্দেহ এই প্রক্রিয়ায় টাকা পাচার হতে পারে বলে ধারণা করছে ছাত্র-জনতার সরকার হিসেবে ব্যাপক বিশ্বাসের সরকার-ড. ইউনূস সরকার। তাতে ভালো ফলাফল আসবে না, যদি না কঠোর এবং সুপরিকল্পনা নিতে ব্যর্থ হয় আমাদের এই সময়ের সরকার। তাছাড়া ব্যাংকগুলোকে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে, কোনো কোম্পানির এলসিসহ বাণিজ্যিক লেনদেন বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। তবে কোনোভাবেই যাতে টাকা পাচার না হয় সেটি ব্যাংকগুলোকেই নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু ব্যাংক তা নিশ্চিত করতে পারছে না। কারণ কোম্পানি পরিচালনার সঙ্গে যারা জড়িত তারাই এখন পালিয়ে যাচ্ছেন। এখন সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানিগুলোর কাঁচামাল আমদানি, পাইপলাইনে থাকা কাঁচামাল, উৎপাদন, বিপণন এসব তথ্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তদারকি করা দরকার। এসব খাতে ঘাটতি হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলেও আমি বিশ্বাস করি।

এতে করে উৎপাদন ও সরবরাহ স্বাভাবিক হতে পারে। এছাড়া যারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে দাম বাড়াচ্ছে আগে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। এরই মধ্যে অবশ্য সরকারের নির্দেশনাকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বন্যার কারণে উৎপাদন বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। এসব কারণেও বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সরকারের কেন্দ্রীয়সহ স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা এখনও ঠিকভাবে কাজ করছে না। এতে তদারকি ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়েছে। যে কারণে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্যের ঘাটতিতে সঠিক পদক্ষেপও নেওয়া যাচ্ছে না। সরকার এখন পণ্যের দাম কমাতে শুল্ক কমাচ্ছে।

যা ভালো উদ্যোগ বলেই সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে, কিন্তু শুল্ক কমানোর ঘোষণা সরকার দিলেও ভেতরে যে যন্ত্রণার দুর্নীতি চলছে, তা থামানোটাও খুব জরুরি। দুর্নীতি থামাতে ব্যর্থ হলে সকল লোক দেখানো পদক্ষেপ বলেই বিবেচিত হবে। যা প্রশ্নবিদ্ধ করবে বিশ্বে এই সময়ে একমাত্র নোবেলবিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বৈষম্যবিরোধী-দুর্নীতিরোধ কল্পের সরকারকে। যা আমাদের কারোই প্রত্যাশিত হবে না। বাংলাদেশের রাজনীতি-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-কূটনীতিকে ধ্বংস করা রাজনীতির নামে মন্দনীতিতে বদ্ধ পরিকর হওয়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের শাসনামলে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বৈশ্বিক মন্দা শুরুর আগে দেশে মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ৫ শতাংশের মধ্যেই ছিল। মন্দার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী এ হার বাড়তে শুরু করে। দেশে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বৈশ্বিকভাবে মূল্যস্ফীতির হার এখন অনেকটা কমে এসেছে। জুনে বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ ১৪ দশমিক ১ শতাংশে উঠেছিল। আগস্টে তা কমে ১১ দশমিক ৪ শতাংশে নেমেছে।

সেপ্টেম্বরে তা ১০ দশমিক ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। এ হার ক্রমশ কমছে। এভাবে বাংলাদেশকে খাদের কিনারে নিয়ে যাওয়া অন্ধকারের পর আলোর পথ ধরে সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে, খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার অনেক দেশেই কমে গেছে। এর মধ্যে ভুটানে ২ দশমিক ৩ শতাংশ, ভারতে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ, নেপালে ৪ দশমিক ১ শতাংশ নেমেছে। অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত পাকিস্তানে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার কমে ২ দশমিক ৫ শতাংশে নেমেছে। অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়া শ্রীলংকা ইতোমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে নেওয়া ঋণের পুরোটাই পরিশোধ করেছে। মূল্যস্ফীতির হারও কমে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশে নেমেছে। এই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার কমে ইন্দোনেশিয়ায় ৩ দশমিক ৪ শতাংশে, মিয়ানমারে ৬৬ শতাংশ থেকে কমে ৫৮ শতাংশে, ব্রাজিলে ৪ দশমিক ৬ শতাংশে, চীনে ২ দশমিক ৯ শতাংশে, মালয়েশিয়ায় ১ দশমিক ৬ শতাংশে, মালদ্বীপে ৬ দশমিক ৫ শতাংশে, থাইল্যান্ডে ১ দশমিক ৮ শতাংশে, কানাডায় ২ দশমিক ৭ শতাংশে, ফ্রান্সে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশে, জার্মানিতে ১ দশমিক ৫ শতাংশে, ইতালিতে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশে, জাপানে ২ দশমিক ১ শতাংশে, ওমানে ৩ দশমিক ৩ শতাংশে, সৌদি আরবে ১ দশমিক ১ শতাংশে, সুইডেনে ১ শতাংশে, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২ দশমিক ৫ শতাংশে, যুক্তরাজ্যে ১ দশমিক ৩ শতাংশে, যুক্তরাষ্ট্রে ২ দশমিক ১ শতাংশে নেমেছে। একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিজয় আসার পেছনে বড় একটি কারণ ছিল অর্থনৈতিক মন্দা। ছাত্ররা পড়াশোনা শেষ করে অর্থনৈতিক মন্দায় কর্মসংস্থান করতে পারছিল না। জনগণ পণ্যমূল্য বাড়ায় জীবিকা নির্বাহ করতে পারছিল না।

এই দুই কারণে আন্দোলনে সব শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু সেই মানুষেরা আজ দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে জর্জরিত, মূল্যস্ফীতির কারণে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছে।

ছাত্র-জনতার সরকারের কাছে তাই জনগণের দাবি দুর্নীতিরোধ করতে হবে, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করতে হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে...

লেখক : চেয়ারম্যান, নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি

বিপন্ন সপ্তপর্ণী ছাতিম গাছ

প্রকাশ ঘোষ বিধান

চিরসবুজ উদ্ভিদ ছাতিম বৃক্ষ প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে বেশ পরিচিত। হেমন্তের স্নিগ্ধ প্রকৃতিতে সন্ধ্যা নামতেই বাতাসে ছাতিম ফুলের ম ম গন্ধ। প্রকৃতিতে বয়ে বেড়ানো হালকা বাতাসের সাথে থেকে ভেসে আসে বুনো ফুল ছাতিমের মিষ্টি ঘ্রাণ।

সূর্য যখন বেলা শেষে গোধূলিতে যায়, তখন থেকেই একটু একটু করে ছড়াতে থাকে মায়াবী এ ঘ্রাণ। ঝাঁকড়া পত্রপল্লব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু ছাতিম গাছের শাখা-প্রশাখায় ভরা সবুজ পাতা আর সাদা ফুলে সবুজাভ রঙে থোকায় থোকায় অগুনতি ফুলে প্রকৃতির কী নিসর্গ তা না দেখলে অনুভব করা যায় না। ঋতু বৈচিত্র্যে এখন শরৎ পেরিয়ে হেমন্ত। দেশের যেকোনও গ্রামীণ প্রান্তরে গেলে প্রাচীন বৃক্ষ হিসেবে দু-একটা ছাতিম গাছের দেখা মিলে যায়। ছাতিমের পাতা বেশ দৃষ্টিনন্দন, ডালের আগায় একসঙ্গে ছয়-সাতটি পাতা মিলে অপূর্ব সুন্দর বিন্যাসে নিজেকে প্রকাশ করে।

তাই ছাতিমের আরেক নাম সপ্তপর্ণ। পাতাগুলো গাছজুড়ে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছাতার মতো থরে থরে সাজানো। পাতার সুনিবিড় ছায়ায় সুউচ্চ ছাতিম তীব্রভাবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। ছাতিম ফুলের বিপুল ঐশ্বর্যে, প্রকৃতির কি এক অদ্ভুত খেলা। রাতে যে ফুলের এত গন্ধ, সকালেই তা কি করে কর্পূরের মতো উবে যায়। আবার নিশি শেষে বাসি ফুল থেকে ভেসে আসে তীব্র ঝাঁজালো গন্ধ, সে গন্ধে মাথাটা ঝিমঝিম করে।

ছাতিম গাছের বীজের বাতাসে ভেসে চলার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। ছোট কাঠির মতো বীজের সঙ্গে প্রান্তে থাকে পশমের মতো অঙ্গ। ফল ফেটে বীজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে তা বাতাসে ভেসে ভেসে অনেক দূরে চলে যায়। সুবিধামতো জায়গায় পড়লে সেখানেই ছাতিমগাছ গজিয়ে ওঠে। সারাবিশ্বে এর প্রায় ৪০-৬০টি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। ছাতিম গাছে আদি বাসস্থান পূর্ব এশিয়ার চীন, ভারত, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন এবং অস্ট্রেলিয়া। এমনকি এটি আফ্রিকায়ও দেখা যায়।

ছাতিম গাছ প্রায় ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। বহুশাখা বিশিষ্ট গাছটির ছাল গন্ধহীন, অসমতল ও ধূসর। ছাতিম পাতার উপরের দিক চকচকে আর তলার দিক ধূসর থাকে। ছাতিম গাছের পত্রটি যৌগিক পত্র। এর বৃন্তের গোড়ায় সাধারণত সাতটি পত্রক থাকায় সংস্কৃত ভাষায় একে সপ্তপর্ণ বা সপ্তপর্ণী উদ্ভিদ বলে। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে এটিকে ছাতিয়ান, ছাইত্তান, ছাইত্তান্না বা ছাতিম নামে ডাকা হয়। গাছটির তেমন বাণিজ্যিক মূল্য নেই। এ গাছের ফুল ও ফল বন্যপ্রাণী বিশেষ করে বানর-হনুমানরা খায়। কাঠেরও তেমন বাণিজ্যিক মূল্য নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে ছাতিম গাছের কাঠকে বলা হয় হোয়াইট চিজ উড বা শ্বেত নমনীয় কাঠ।

জ্বালানি, হালকা আসবাবপত্র, লেখাপড়ার ব্ল্যাকবোর্ড, দিয়াশলাইয়ের বাক্স প্রভৃতি তৈরিতে ছাতিম গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়। ছাতিমগাছ নিয়ে নানা উপকথা ও কিংবদন্তি আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীরা এর তলায় বসতে বা এর ছায়া মাড়াতে চায় না। রাত একটু গভীর হলে মনে হয় যেন কোন এক দানব জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ গাছে নাকি ভূত থাকে।

পশ্চিমা বিশ্বেও ছাতিমের বদনাম আছে। তাই ইংরেজিতে ডাকা হয় ডেভিলস ট্রি। বাংলায় শয়তানের গাছ। ছাতিম গাছের সঙ্গে শয়তানের যোগসূত্র আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। এ শয়তান শব্দটি অঞ্চলভেদে বিকৃত হয়ে ছয়তাইন্যা গাছ কিংবা ছাতিয়ান, ছাইত্তান, ছাইত্তান্না গাছ নামে ডাকা হয়। বাংলাদেশে এক সময় গ্রামের রাস্তার পাশে, বনে-জঙ্গলে এ গাছ থাকলেও বর্তমানে খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না ছাতিম গাছ। দূর থেকে ভেসে আসা সুঘ্রাণ শুঁকে গাছটিকে খুঁজে নিতে হয়। নির্বিচারে গাছ কেটে বিক্রি করা বা বসতবাড়ি নির্মাণের ফলে অন্যান্য গাছের সাথে উজাড় হতে হতে এখন এ ছাতিম গাছের দেখা মেলে না বললেই চলে। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে ছাতিম গাছ এখন বিপন্ন প্রজাতির। খুলনা জেলার পাইকগাছার গদাইপুর মেইন সড়কের পাশে ছাতিম গাছের দেখা মিলেছে। আমাদের দেশে গাছ অযত্ন অবহেলায় বড় হলেও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য উদ্ভিদ হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে ছাতিম গাছকে। বাংলা সাহিত্য ও কবিতায় গুরুত্বসহকারে ছাতিম গাছের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে গাছটিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ছাতিম গাছের কষ বা আঠা অনেকে ঘা বা ক্ষতে লাগিয়ে থাকেন। এর বাকল বা ছাল ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী আমাশয়ে এটি অত্যন্ত উপকারী। জ্বর ধীরে ধীরে নামায় বলে ম্যালেরিয়াতেও উপকারী। চর্মরোগেও ছাতিম ফলপ্রদ। বাণিজ্যিক মূল্য নেই বলে ছাতিমকে কেউ তাদের বাগানে বাড়ির পাশে কিংবা রাস্তার ধারে লাগায় না। অযত্নে অবহেলায় ছাতিম গাছ বেড়ে ওঠে। জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় বিলুপ্তপ্রায় ছাতিম গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

যুক্তরাজ্যের সঙ্গে নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি করছে জার্মানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গতকাল বুধবার যুক্তরাজ্য যাচ্ছেন জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সেখানে দুই দেশের নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করবেন তিনি। জার্মানি ও যুক্তরাজ্য দুই দেশই ন্যাটোর সদস্য। দুই দেশই প্রতিরক্ষাখাতে প্রচুর অর্থ খরচ করে। তাদের মধ্যে নতুন 'ট্রিনিটি হাউস চুক্তি' প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়াবে। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস ও এবং যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন হিলি গত জুলাইতে বার্লিনে এই চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবার তারা সেই চুক্তিতে সই করবেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের দুই বছর পর এবং যুক্তরাজ্যে সরকার পরিবর্তনের কয়েক মাসের মধ্যে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই এই চুক্তি সেরে ফেলছে জার্মানি ও যুক্তরাজ্য।

ইউরোপে ন্যাটোর শরিক দেশগুলিও এই চুক্তির উপর খুবই আগ্রহ নিয়ে নজর রাখছে। পিস্টোরিয়াস যা বলেছেন জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এই চুক্তির ফলে ইউরোপে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফাঁক বন্ধ করা সম্ভব হবে। তিনি জার্মানি থেকে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে জানিয়েছেন, জল, স্থল, আকাশ ও সাইবার দুনিয়ায় যৌথ প্রকল্প নিয়ে আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে নিতে পারব। এর ফলে ন্যাটো এবং ইউরোপ শক্তিশালী হবে। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর আমরা ইউরোপের নিরাপত্তাকে অবহেলা করতে পারি না। পিস্টোরিয়াস জানিয়েছেন, এখন ন্যাটোর পূর্ব দিক রক্ষা করার জন্য আরো ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সময় এসেছে। সেখানে প্রতিরক্ষার যে খামতি আছে, তা দূর করতে হবে। বিশেষ করে দূরপাল্লায় গিয়ে আঘাত করতে পারে এমন অস্ত্রের ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিলি বলেছেন, যে চুক্তি সই হতে যাচ্ছে তা জার্মানির সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। এটা ইউরোপের নিরাপত্তাও বাড়াবে। তিনি জানিয়েছেন, এই চুক্তিতে অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। জার্মানির সেনার সঙ্গে যে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে তা অভূতপূর্ব। এর ফলে দুই দেশের নীতি রক্ষিত হবে এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের উন্নতি হবে। জার্মানির অস্ত্র প্রস্তুতকারক রাইনমেটাল যুক্তরাজ্যে একটা নতুন কারখানা খুলবে, সেখানে চারশ জনের চাকরির সুযোগ হবে। রাশিয়ার আগ্রাসন একটা বিষয় দেখিয়ে দিয়েছে, তা হলো, ইউরোপের অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োজনের থেকে কম। ব্রিটেন ও জার্মানি দুই দেশই ইউক্রেনকে অস্ত্র সাহায্য করেছে, ফলে তাদের নিজেদের ভাঁড়ারে টান পড়েছে।

যুক্তরাজ্যের মনোভাবে বদল : বার্লিনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই চুক্তিকে ইউরোপের প্রতি যুক্তরাজ্যের বদলে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি বলে জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের লেবার পার্টি জুলাইতে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসে। ২০১০ সাল যুক্তরাজ্য ইইউ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পর তারা আবার ক্ষমতা হাতে পেল। তারপর থেকে ইউরোপের দেশগুলির মনোভাবেও বদল এসেছে। তবে স্টারমার বলে দিয়েছেন, তারা আর ইইউ-তে ঢুকবেন না। সেক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলি যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সবযোগিতার ক্ষেত্রে কতদূর যাবে সেই প্রশ্ন রয়েছে। দুই সরকার জানিয়েছে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে ভবিষ্যতে ইউরোপের দেশগুলিও যোগ দিতে পারবে। ইউরোপের আপেক বড় শক্তি ও অস্ত্র উৎপাদক দেশ হলো ফ্রান্স। ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রে চুক্তি রয়েছে। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে জার্মানির এই চুক্তি ভবিষ্যতে তিন দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলো।

ইউক্রেনের জনসংখ্যা কমেছে এক কোটি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের জনসংখ্যা ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) বা প্রায় এক-চতুর্থাংশ কমেছে। জাতিসংঘ বলেছে, ইউক্রেন ছেড়ে চলে যাওয়া, জন্মহার কমে যাওয়া এবং যুদ্ধে মৃত্যুর ফলে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। জেনেভা নিউজ কনফারেন্সে বক্তৃতাকালে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের পূর্ব ইউরোপের প্রধান ফ্লোরেন্স বাউয়ার বলেছেন, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে শুরু হওয়া আগ্রাসন ইতিমধ্যেই আগে থেকেই বিদ্যমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি আরো গুরুতর করে তুলেছে। তিনি বলেন, 'জন্মহার কমেছে এবং বর্তমানে নারীপ্রতি গড়ে একটি করে সন্তান আছে, যা বিশ্বে সর্বনিম্ন সন্তান জন্মহারের অন্যতম।' একটি স্থিতিশীল জনসংখ্যা বজায় রাখার জন্য নারীপ্রতি প্রজনন হার হতে হবে ২ দশমিক ১। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় ইউক্রেন জনসংখ্যা ছিল ৫০ মিলিয়নেরও বেশি। ২০২১ সালে রাশিয়ার পূর্ণ-আক্রমণের আগের বছর এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ মিলিয়ন।

মেক্সিকোয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মাদকচক্রের ১৯ সদস্য নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মেক্সিকোর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য সিনালোয়ায় মাদকচক্রের সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৯ জন সন্দেহভাজন মাদক কারবারি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। গত সোমবার কুলিয়াকান শহরে মেক্সিকান সেনাবাহিনীর ওপর মাদকচক্রের সদস্যরা হামলা চালালে পাল্টা গুলিতে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, ৩০ জনেরও বেশি অস্ত্রধারী সেনাবাহিনীর ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করলে সেনারা পাল্টা আক্রমণ চালান। এতে মাদকচক্রের সদস্যরা নিহত হন। নিহতরা সিনালোয়া মাদকচক্রের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইসমায়েল 'এল মায়ো' জাম্বাদা গার্সিয়ার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। সংঘর্ষ চলাকালে স্থানীয় মাদকচক্র নেতা এডউইন আন্তোনিও 'এন' কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে সাতটি যানবাহন এবং ৩০টিরও বেশি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, সামরিক কায়দার বুলেটপ্রুফ ভেস্ট এবং হেলমেট জব্দ করা হয়।

পাঁচ বছর পর ব্রিকসের মঞ্চে মোদি-শি বৈঠক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার কাজানে শুরু হয়েছে ব্রিকস বৈঠক। সেখানে মূল বৈঠকের ফাঁকে ইতিমধ্যেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। এ ছাড়াও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। জুলাইয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন মাসুদ। তারপর এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার বৈঠক হলো। তবে কূটনৈতিক মহলের চোখ এখন ভারত-চীন বৈঠকের দিকে।

মোদি-পুতিন বৈঠক : মঙ্গলবারই পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে মোদির। আলোচনায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধ। উল্লেখ্য, এর আগেও মোদি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন। এবং সে কারণে গত এক বছরে তিনি একাধিকবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গেও। এদিনের বৈঠকেও মোদি ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলেছেন পুতিনকে এবং প্রয়োজনে ভারত সবরকমভাবে মধ্যস্থতা করতে রাজি বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়াও ভারত-রাশিয়ার ঐতিহাসিক সম্পর্ক নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে দুইপক্ষের। দুই দেশ একইরকমভাবে সহযোগিতাপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে বলে ঠিক হয়েছে। ব্রিকস সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করার জন্য পুটিনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদি।

মাসুদের সঙ্গে বৈঠক : ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মোদির বৈঠকের দিকে অনেকেরই চোখ ছিল। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক আরো খারাপ হয়েছে। ইসরায়েলে সরাসরি আক্রমণ চালিয়েছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে মোদি মাসুদকে জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছে ভারত। এক্ষেত্রেও ভারত শান্তিপূর্ণ মধ্যস্থতা করতে রাজি। শান্তিপূর্ণ সমাধানসূত্র খুঁজে বার করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন মোদি। বৈঠকের পর ইরানের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বেই ভারত একটি বন্ধুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। সব দেশের সঙ্গেই তার ভালো সম্পর্ক। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

চাবাহার বন্দর এবং আইএনএসটি প্রকল্প : দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই রাষ্ট্রপ্রধান দুই দেশের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেন। আলোচনায় উঠে আসে চাবাহার বন্দরের প্রসঙ্গ। ভারতের সঙ্গে এই বন্দরের প্রকল্প হওয়ার কথা ইরানে। অন্যদিকে ইন্টারন্যাশনাল নর্থ-সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোর (আইএনএসটি) নিয়েও মোদি এবং মাসুদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। ইরানে বসবাসকারি ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়েও কথা বলেছেন মোদি। গতকাল বুধবার ব্রিকসের মঞ্চে মোদি এবং চীনের রাষ্ট্রপ্রধান শি চিন পিংয়ে বৈঠক হওয়ার কথা। বৈঠকের আগে ভারত এবং চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির কথা ঘোষণা করেছে। ২০২০ সালে গালওয়ান সংঘর্ষের পর দুই দেশের সম্পর্ক কার্যত তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। সীমান্তে উত্তেজনা প্রবল ছিল। মঙ্গলবারই দুই দেশ জানিয়েছে, সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের চুক্তি হয়েছে তারা। সীমান্ত থেকে অতিরিক্ত সেনা সরিয়ে নিচ্ছে দুই দেশ। ২০২০ সালে গালওয়ান সংঘর্ষের আগে সীমান্তে যে পরিস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া হবে, এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকাল বুধবার বৈঠকের আগে চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভারত-চীন সুসম্পর্ক ভূরাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন এ বিষয়ে সদর্থক। সীমান্ত নিয়ে যে চুক্তি হয়েছে, তাকে তারা স্বাগত জানিয়েছে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, কূটনৈতিকভাবে শি-মোদি বৈঠকের মঞ্চ তৈরি। পাঁচ বছর পর মোদির সঙ্গে শিয়ের এই বৈঠক হবে।

ইংলিশ চ্যানেলে নৌকাডুবে ২ অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইংলিশ চ্যানেলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি নৌকা ডুবে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ফ্রান্সের কালাই উপকূলের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফরাসি নৌবাহিনী জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ৪৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আরও মানুষ নিখোঁজ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ কারণে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বুলোন-সুর-মের-এর প্রসিকিউটরের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এর আগে, গত বৃহস্পতিবার রাতে চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার সময় আরেকটি নৌকা ডুবে এক শিশুর মৃত্যু ঘটে। ফরাসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একজন নাগরিক সমুদ্রের পানিতে একটি লাইফ জ্যাকেট ভেসে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৪৮ জনকে উদ্ধার করেন। দু'জনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, পরে তাদের কালাইয়ে নিয়ে গেলে মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

আইএসের ইরাক শাখার প্রধান নেতাসহ ৭ জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাকের যৌথ বাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ইরাক শাখার প্রধান আবু আবদুল কাদেরসহ গোষ্ঠীটির ৮ জন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার। গত মঙ্গলবার ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মেদ শিয়া আল সুদানি ও মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) পৃথক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গত মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় ইরাকের প্রধানমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিগোষ্ঠী আইএসের ইরাক শাখার তথাকথিত প্রধান আবু আবদুল কাদের ও গোষ্ঠীটির ৮ জন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত হয়েছেন। যারা এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন। মোহাম্মেদ শিয়া আল সুদানি জানান, গত সপ্তাহে মার্কিন ও ইরাকি যৌথ বাহিনীর (জয়েন্ট অপারেশন কমান্ড-জিওসি) নেতৃত্বে ইরাকের উত্তরপূর্বে হারমিন পার্বত্য অঞ্চলে অভিযান শুরু করে ইরাক পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট ও জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। তাদের এই অভিযানে নিহত হয়েছেন আবু আবদুল কাদের ও আইএস ইরাক শাখার ৮ জ্যেষ্ঠ কমান্ডার। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইরাকে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসীদের কোনো স্থান নেই। যতদিন না পর্যন্ত ইরাকের ভূখণ্ড এসব সন্ত্রাসী ও তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

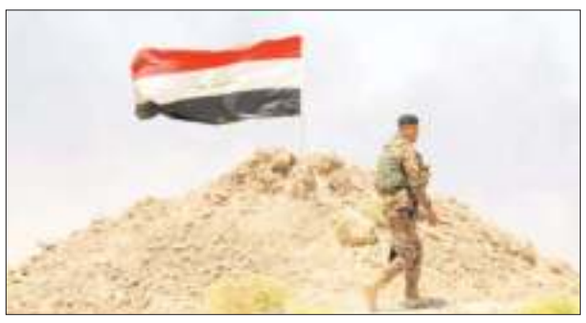

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করতে ২০০৩ সালে যে অভিযান পরিচালনা করেছিল মার্কিন বাহিনী, তারপর থেকে দেশটিতে সৃষ্ট ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ২০১৩ সালে গঠিত হয় আইএস। সৌদিভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী আলকায়দা থেকে সরে আসা একদল কমান্ডার ও যোদ্ধা গোষ্ঠীটি প্রতিষ্ঠা করেন।

বিনোদন

ফিরছেন ঐশী

বিনোদন ডেস্ক : মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ (২০১৮) খেতাব নিয়ে শোবিজে পা রেখেছিলেন। এরপর বড় আয়োজনের সিনেমা 'মিশন এক্সট্রিম' দিয়ে ঢালিউডে অভিষেক। প্রশংসা কুড়িয়েছেন 'আদম'র মতো ছবিতে কাজ করে। এরপরও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশীকে ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না! নতুন কাজে যেমন অনুপস্থিত, তেমনি শোবিজের আলোচনা-চর্চা এসবের থেকেও চলছেন দূরত্ব বজায় রেখে। তবে এবার 'যাত্রী' শিরোনামে নতুন সিনেমা নিয়ে আসছেন ঐশী। 'যাত্রী' পরিচালনা করবেন আসিফ ইসলাম। যিনি 'নির্বাণ' নির্মাণ করে ৪৬তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জিতেছেন স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড। সে নির্মাতার ক্যামেরার সামনেই দাঁড়াতে চলেছেন ঐশী। বললেন, 'অনেক দিন আগেই আসিফ ভাইয়া আমাকে ছবিটির ব্যাপারে বলেছিলেন। মাঝে বেশ কিছু দিন আর কথা হয়নি। ভেবেছিলাম, হয়তো ছবিতে আমি থাকছি না। সম্প্রতি তিনি আবার যোগাযোগ করেন এবং চূড়ান্ত আলাপ শেষে আমাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন।' ঐশী জানালেন, মাস খানেকের মধ্যেই শুটিংয়ে নামবেন তাঁরা। প্রি-প্রডাকশনের অল্প কিছু কাজ বাকি, সেটাই আপাতত সেরে নিচ্ছেন নির্মাতা। আর ঐশী নিজেকে প্রস্তুত করছেন চরিত্রানুযায়ী। ছবির গল্পের প্রয়োজনে শীতের আবহ থাকতেই শুটিং করা হবে। তবে সে গল্প সম্পর্কে কোনো তথ্যই প্রকাশ করা নিষেধ। এমনকি ঐশীর সঙ্গে কে থাকছেন, তা-ও সারপ্রাইজ হিসেবে গোপন রাখা হচ্ছে। সময়মতো তাঁর নাম প্রকাশ করা হবে। লম্বা অপেক্ষার পর কী ভেবে আসিফের 'যাত্রী' হতে রাজি হলেন? ঐশীর জবাব, 'আসলে ভালো একটা কাজের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তাই এত লম্বা গ্যাপ। সবাই বারবার নতুন কাজের খবর জানতে চাচ্ছিল। কিন্তু আপডেট দিতে না পেরে নিজের কাছেও খারাপ লাগছিল। ফাইনালি এ কাজটা চূড়ান্ত হলো। প্রথমত এই ছবির চিত্রনাট্য খুবই সুন্দর। আর আসিফ ভাইয়া মস্কো উৎসব থেকে পুরস্কার জিতে আসার পর তাঁর ওপরও আমার আস্থা বেড়ে গেছে। সেভাবেই মনে হয়েছে, তাঁর নির্মাণে ভালো কিছুই হবে।' উল্লেখ্য, ঐশীকে সর্বশেষ দেখা গেছে গত বছরের রোজার ঈদে, 'আদম' ছবিতে। যেখানে তাঁর সহশিল্পী ইয়াশ রোহান। এ ছাড়া রায়হান রাফীর নির্মাণে 'নূর' ছবিতেও অভিনয় করেছেন ঐশী। যেটা দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাত কারণে আটকে রয়েছে। বারবার মুক্তির আভাস মিললেও এখন পর্যন্ত আলোর দেখা মেলেনি। এ ছবিতে ঐশীর সঙ্গে আছেন আরিফিন শুভ। চলচ্চিত্রের বাইরে ঐশী শুধু বিজ্ঞাপনচিত্রে অভিনয় করেন। সর্বশেষ এ বছরের মে মাসে তিনি স্মার্টফোন ব্র্যান্ড অনার-এর শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন।

বিতর্কিত লাইভ নিয়ে মুখ খুললেন সাদিয়া আয়মান

বিনোদন ডেস্ক : রাতে হঠাৎ করেই লাইভে আসেন টিভি পর্দার অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। বেশ কিছুদিন ধরে একটা বাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে কেনো এটা হচ্ছে, সেটা জানেন না সাদিয়া। বিষয়টা কয়েক বার তার সঙ্গে ঘটেছে দেখেই ফেসবুক লাইভে এসেছেন তিনি। ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে অভিনেত্রী বলেন, 'গত কয়েক দিন আগে আমি একটা শুট শেষ করে বাসায় ফিরছিলাম, তখন রাস্তায় যাওয়ার পথে দেখি পা থেকে মাথা পর্যন্ত একজন কালো কেউ আমার গাড়ির সামনে চলে আসে। এরপর গাড়ি থামিয়ে নেমে দেখি সেখানে কেউ নেই। তখন আমরা নিরাপদে সেখান থেকে বাসায় চলে আসি। তবে বাসার বিপরীত দিকে আবারও সেই ব্যক্তিকে দেখতে পাই।' এ সময় একটু থেমে সাদিয়া বলেন, 'আমি কথা বলতে কাঁপছি। কিছুক্ষণ আগেও বারান্দা থেকে দেখেছি সেই ব্যক্তি আমার বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর মোবাইলটা হাতে নিয়ে বারান্দায় চলে যান এই অভিনেত্রী। সেখানে গিয়ে লাইভে কালো পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ব্যক্তিকে দেখিয়ে কাঁদতে থাকেন ও হুট করে লাইভটি কেটে দেন।' অভিনেত্রীর সেই ফেসবুক লাইভে ভক্তরাও ঘাবড়ে যান। সকলেই তার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেকেই ধারণা করেন, সাদিয়ার সঙ্গে খারাপ কিছু ঘটেছে। তবে এর কিছুক্ষণ পরই ফেসবুক থেকে লাইভটি সরিয়ে নেন অভিনেত্রী। ঘণ্টাখানেক বাদে একটি ওয়েব ফিল্মের পোস্টার শেয়ার করেন তিনি। স্পষ্ট হয়, ফেসবুক লাইভটি ছিল সেই ওয়েব ফিল্মের প্রচারণার অংশ। এরপরই সাদিয়া আয়মানের ওপর ক্ষুব্ধ হন ভক্তরা। অভিনেত্রীর কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ করতে থাকেন।

মেহজাবীন চৌধুরী

কারও জীবন নষ্ট করবেন না

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী অভিনয়ের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায়ও বেশ সরব। এ মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে মত প্রকাশ করতে দেখা যায় তাকে। সম্প্রতি এক গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেই গৃহকর্মী ও নির্যাতনকারীর ছবি বেশ কয়েক দিন ধরেই ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে। অমানবিক এ ঘটনা নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করলেন মেহজাবীন চৌধুরী। অমানবিক এ ঘটনা নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এ ছবিটি কয়েক দিন ধরে এতবার দেখেছি যে এটা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।' মেহজাবীনের পোস্ট করা দুটি ছবির একটিতে লেখা, 'বাস্তব জীবনে একজন ভালো মানুষ হন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নয়।' এটি যিনি পোস্ট করেছেন, তিনি সেই গৃহকর্মী নির্যাতনকারী। যে নির্যাতনের ঘটনার এখনো তদন্ত চলছে। পাশের ছবিটি নির্যাতিত গৃহকর্মীর। সচেতন করে মেহজাবীন চৌধুরী বলেন, 'দয়া করে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা কিছু দেখছেন, সবকিছু বিশ্বাস করবেন না। অনেকেই শুধু ভান করছে। কেউ ভালো সাজে, কেউ নিজেকে ভুক্তভোগী হিসেবে দেখায়, কেউ ক্ষমতাশালী বলে দাবি করে, আবার কেউ নিরপরাধের অভিনয় করে। বাস্তবে প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে অভিনয় করছে, আর কেউ কেউ তো বুঝতেও পারে না যে তারা কী করছে।' যারা গৃহকর্মীর সাহায্য নেন, তাদের সহমর্মী হওয়ার কথা জানান জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। প্রয়োজনে বোঝাপড়ার কথাও বলেন।

দেশেই আছেন নিপুণ

বিনোদন ডেস্ক : হাসিনা সরকারের পতনের পর অনেক নেতাকর্মী ও শিল্পী দেশ ত্যাগ করে। আওয়ামী পন্থী বহু তারকা এখনও গায়েব। তারা কোথায় আছেন তার সঠিক তথ্য জানা যায়নি। তবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত চিত্রনায়িকা নিপুণ রয়েছেন দেশেই। যদিও তিনি প্রতিনিয়ত জানান দিচ্ছেন যে তিনি দেশে নেই! জানা যাচ্ছে, নিপুণ ঘাপটি মেরে বসে আছেন দেশেই। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে দেশ ছাড়তে পারেননি এই অভিনেত্রী। তবে প্রতিনিয়ত বিদেশের ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি দেশে নেই বলেই জানান দিচ্ছেন। নায়িকার ঘনিষ্ঠ এক সূত্র গণমাধ্যমকে বলছেন, নিপুণ দেশেই আছেন। তবে বাসা থেকে বের হচ্ছেন না। এখনো শেখ সেলিমসহ অনেক নেতার সঙ্গেই তার যোগাযোগ রয়েছে। তবে মামলা-হামলার ভয়ে নিজেকে আড়ালে রেখেছেন তিনি। এদিকে প্রতিনিয়ত সামাজিক মাধ্যমে ও তার নিজস্ব লোক দ্বারা মিথ্যাচার করে আসছেন এ নায়িকা। বিভিন্ন মাধ্যমে খবর ছড়িয়েছেন, স্বৈরাচার সরকার পতনের পরই ১০ আগস্ট সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তার বিদেশে যাওয়ার খবরটিকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য এটাও ছড়িয়েছেন, বিদেশেও নাকি বাঙালি কমিউনিটির ভয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না তিনি। ঘরবন্দি জীবন কাটাচ্ছেন। সহসা নেই দেশে ফেরার কোনো পরিকল্পনা। আলোচনায় থাকতে দেশে ফিরলে তোপের মুখে পড়তে পারেন, এমন মিথ্যাও রটাচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নিপুণ দেশেই রয়েছেন। অবস্থান করছেন রাজধানীতে তার নিজ বাসায়। এদিকে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন প্রচারণামূলক কাজে নিয়মিত পাওয়া যেত এ নায়িকাকে।

গাজীপুর : কালীগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে চার ব্যবসায়ীকে চারটি মামলায় ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

নদী ভাঙনে জনবসতি বিলীনের আশঙ্কা

ফেনী প্রতিনিধি : ফেনীর পরশুরামের মুহুরী ও কহুয়া নদীর ভাঙনে স্থানীয় মানুষের মাঝে আতঙ্ক বেড়েছে। এরই মধ্যে বন্যায় মুহুরী, কহুয়া ও সিলোনিয়া নদীর বেড়িবাঁধের ৯৫টি স্থানে ভাঙনে বহু বসতি বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়া পরশুরামের পূর্ব অনন্তপুর ও দক্ষিণ কোলাপাড়ায় নদী ভাঙনে আরও বহু পরিবার ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কা করলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) বলছে ওইখানে ভাঙনের বিষয়ে তারা জানে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, পরশুরাম বাজারে মুহুরী নদীর পূর্ব অনন্তপুর গ্রামে প্রায় ৪০টি পরিবারের বসবাস। এখানে কহুয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে মুহুরী নদীতে মিশেছে। গত কয়েক বছরে ভাঙনে এখানকার প্রায় ৫০ একর জমি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়া সাম্প্রতিক বন্যায় ঢলু মিয়া, মমতাজ মিয়া, মফিজুর রহমান, অহিদুর রহমান, নুর মিয়া, রবিউল আলম, শাহ আলম ও রিপনের ভিটেবাড়ি নদীতে বিলীন হওয়ায় পরিবারগুলো মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

ভিটেবাড়ি হারানো নুর মিয়া জানান, ঘরবাড়ি জমি নদীতে গেছে। গত দুই মাস ধরে পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় আছি। আয় নেই, ৬ সদস্যের পরিবার নিয়ে কষ্টে রয়েছি। দক্ষিণ কাউতলী মৌজা ম্যাপে দেখা গেছে, ইতোমধ্যে মুহুরী নদীর বেড়িবাঁধের পাশে বিভিন্ন দাগের জমি মুহুরী নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। জমি, বাগান হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে স্থানীয় মানুষ। প্রতিদিন ভাঙনের তীব্রতা বাড়ায় ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় নির্ঘুম রাত কাটছে তাদের। স্থানীয় ব্যবসায়ী মোশারফ হোসেন জানান, গত কয়েক বছরে আমাদের দক্ষিণ কাউতলী মৌজার ৮/৯ কানি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এপারে ভেঙে ওপারে চর যে জেগে উঠেছে সেগুলো আমাদের জমি।

নদী পাড়ের বাসিন্দা কাজী নুরুল করিম জানান, যে কোনো সময় বাড়ি জমি নদীতে ভেঙে পড়তে পারে। আমরা খুব আতঙ্কে আছি। এদিকে কহুয়া নদীর পাশে দক্ষিণ কোলাপাড়া গ্রামের প্রায় ৫০টি পরিবার ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে। বন্যায় নদী পাড় ভেঙে কয়েকটি পরিবারের জমি, টিউবওয়েল ও টয়লেট নদীতে পড়েছে। কহুয়া নদীর পাশে জসিম উদ্দিনের বাড়ি। তিনি জানান, বাড়ির যে জায়গাটুকু বাকি আছে, তাও যে কোন সময় নদীতে ভেঙে পড়তে পারে। দক্ষিণ কোলাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৌলভী মো. নুরুল্লাহ জানান, কহুয়া নদীর পাশে যদি দ্রুত ব্লক বসানো না হয় তাহলে পরশুরাম থানা, স্কুলসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জানতে চাইলে ফেনীস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ রাশেদ শাহরিয়ার বলেন, নদী ভাঙনের বিষয়টি আমাদের কেউ জানায়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন সেকশন অফিসারকে দায়িত্ব দিচ্ছি। সংশ্লিষ্ট ভাঙন এলাকা পরিদর্শনের পর প্রতিবেদন পেলে ভাঙনরোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কয়রায় বেড়িবাঁধ নিয়ে সংকিত এলাকার মানুষ

কয়রা প্রতিনিধি : ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে খুলনা জেলার কয়রা উপকূলে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০ টা থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিপাত চলতে থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আর নদীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়িবাঁধ নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়ছে উপকূলীয় এলাকার মানুষের মধ্যে। এরইমধ্যে কযরার মানুষ দুর্বল বেড়িবাঁধ নিয়ে চিন্তিত রয়েছে। উপকূলীয় কয়রাবাসীর আশঙ্কা ঘূর্ণিঝড় ডানা আঘাত হানলে ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ ভেঙে আবারও এলাকা প্লাবিত হবে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে নদ-নদীর জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পেয়ে ভেঙে যেতে পারে দুর্বল বেড়িবাঁধ। শুধু কয়রাবাসী নয় এজন্য উপকূলের বিভিন্ন এলাকার জরাজীর্ণ বেড়িবাঁধ নিয়ে চিন্তিত সকলেই। এদিকে ঘূর্ণিঝড় ডানা মোকাবিলায় প্রস্তুতি হিসেবে গতকাল বুধবার বিকাল ৩ টায় কয়রা উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এক জরুরী সভার আহ্বান করেছে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। সভা শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুলী বিশ্বাস বলেন, ঘুর্নিঝড় ডানা মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়রার ১১৬ টি সাইক্লোন শেল্টার প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে মানুষকে সচেতনতার লক্ষ্য মাইকিং করা হচ্ছে। এ ছাড়া সব জায়গায় সিপিপি সদস্যরা বিভিন্ন কার্যক্রমে গ্রহন করছে। পাউবোর খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম বলেন, কয়রা ঝুকিপূর্ণ বেড়িবাঁধগুলো পরিদর্শন করা হয়েছে। পাউবোর পক্ষ থেকে বাশ, বল্লী, বস্তা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সুন্দরবন সংলগ্ন উত্তর বেদকাশি ইউনিয়ন পরিষদে দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্বিক প্রস্তুতি বিষয় গতকাল বুধবার সকালে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুজানগরে পদ্মা নদীতে ভাঙ্গন

সুজানগর প্রতিনিধি : বর্ষা মৌসুমের শেষ সময়ে এসে পাবনার সুজানগরে পদ্মা নদীতে ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ভাঙ্গন তীব্র আকার ধারন করেছে উপজেলার সাতবাড়ীয়া ইউনিয়ন এলাকায়। উপজেলার সাতবাড়ীয়া ইউপি চেয়ারম্যান আবুল হোসেন বলেন, চলতি মৌসুমে পদ্মা নদীর পানি কমে যাওয়ার সাথে সাথে ওই ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর, নারুহাটি, শ্যামনগর এবং সাতবাড়ীয়া এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। ভয়াবহ ভাঙ্গনের মুখে পড়েছে সাতবাড়ীয় কাঞ্চন পার্ক, পদ্মা রিসোর্ট ও সাতবাড়ীয়া খেয়াঘাট। পদ্মাপাড়ের নারুহাটি গ্রামের খলিলুর রহমান বলেন পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে কাঞ্চন পার্ক, পদ্মা রিসোর্ট ও সাতবাড়ীয়া খেয়াঘাট ছাড়াও প্রতিদিনি শত শত বিঘা ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে বর্ষার ভরা মৌসুমে সাতবাড়ীয়া ও নিশ্চিন্তপুরসহ আশপাশের এলাকার হাজার হাজার বিঘা ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পদ্মাপাড়ের নিশ্চিন্তপুর গ্রামের আজাহার আলী বলেন গত ৫/৭দিন হলো পদ্মার বড় বড় ঢেউ আর প্রচণ্ড স্রোতের তোড়ে পদ্মা নদীর চরাঞ্চলের শত শত বিঘা জমি ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওই সকল জমিতে এলাকার কৃষক চিনা বাদাম এবং তিলসহ বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ করতেন। কিন্তু ওই সকল জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন।

নদীপাড়ের বাসিন্দারা বলেন নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করার ফলে এই ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। বালু উত্তোলন বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে এই ভাঙ্গন অব্যাহত থাকবে বলে পদ্মাপাড়ের ভুক্তভোগী বাসিন্দারা মনে করেন। এ ব্যাপারে পাউবো বেড়ার নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম বলেন ভাঙ্গন প্রতিরোধে ওই সকল এলাকায় জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হচ্ছে। প্রয়োজনে সিসি ব্লকের বাঁধ নির্মাণ করা হবে।

কাপাসিয়া বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

কাপাসিয়া প্রতিনিধি : পতিত স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, চাঁদাবাজি ও মাদক কারবারি ঠেকাতে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার ঘাগটিয়াস্থ মরহুম ব্রিগেডিয়ার আ স ম হান্নান শাহ্'র বাড়িতে গত সোমবার বিকালে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাজীপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব খন্দকার আজিজুর রহমান পেরার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মী সভায় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক আফজাল হোসাইন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আজগর হোসেন খান, গাজীপুর জেলা মহিলা দলের সভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌসী, কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এফ এম কামাল হোসেন, কাপাসিয়া সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সেলিম হোসেন আরজু, দূর্গাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সোলায়মান মোল্লা, চাঁদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম মোড়ল, তরগাওঁ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বদরুজ্জামান জামান, সিংহশ্রী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মানসুর ভূঁইয়া, রায়েদ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাফর আহমেদ, টোকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ফাঁসির উদ্দিন, বারিষাব ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাওলানা কফিল উদ্দিন, ঘাগটিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বজলুল রশিদ নয়ন, সনমানিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তপন মেম্বার, কড়িহাতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান প্রমূখ। এ ছাড়া উপজেলার এগারোটি ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদকগণ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফরিদুল আলম বুলু, সদস্য সচিব জুনায়েদ হোসেন লিয়ন, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ফরিদ শেখ, সদস্য সচিব সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি শিখা, উপজেলা শ্রমিক দল নেতা মোবারক হোসেন প্রমুখ। কর্মী সভায় বক্তারা বলেন, পতিত স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদীরা পালিয়েছে। কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের দোসরদের চাঁদাবাজি, মাদক কারবারি, সালিশ দরবার, দখলবাজি সহ বিভিন্ন অপরাধ বন্ধ হয়নি। বাকশালীরা ধরন পাল্টে বিএনপি দলীয় নেতা কর্মীদের উপর ভর করে বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। তাদের জবর দখলের বিরুদ্ধে অপরাধ দমন সেল গঠন করে থানা পুলিশের সহযোগিতা নিতে হবে। আওয়ামী লীগের লাইসেন্স নিয়ে দলের যারা টেন্ডার জমা দিয়ে ঠিকাদারি করার চেষ্টা করছে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ওয়ার্ড ব্যাপী সভা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৫ আগস্ট তারিখের পর যারা বিএনপির সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের বিস্তারিত জেনে দল থেকে বের করে দিতে হবে। দলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মাঝে চেইন অব কমান্ড নেই, তা কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যত্রতত্র অসাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা হচ্ছে। এর জন্য সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। সিএনজি অটোরিক্সা স্ট্যান্ডে দখলদারিত্বের জন্য বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। ফলে সকল স্ট্যান্ডে চাঁদাবাজি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর দাবী জানানো হয়েছে।

বীরগঞ্জে বিধবা লক্ষী রাণীর পাশে বিএনপি

বীরগঞ্জ প্রতিনিধি : পাঁচই আগস্ট ছাত্র জনতার বিপ্লবের পর দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার শিবরামপুর ইউনিয়নের ভেলাপুকুর বাবুরহাট গ্রামের মৃত পোহাতু বর্মনের স্ত্রী লক্ষী রানীর বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। এ সময় বিধবা নারীর একটি গরু এবং একটি ছাগল নিয়ে পালিয়ে যায় তারা। বিষয়টি বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য ও বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব মনজুরুল ইসলাম মনজুকে বিধবা লক্ষী রাণীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার শিবরামপুর ইউনিয়নের ভেলাপুকুর বাবুরহাটে স্থানীয় বিএনপির আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধবা লক্ষী রাণীর হাতে ৫০হাজার টাকা তুলে দেন আলহাজ্ব মনজুরুল ইসলাম মনজু। পরে এক গনসমাবেশে শিবরামপুর ইউনিয়ন বিএনপি'র সভাপতি সহিম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সরকারের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপি'র সভাপতি আলহাজ্ব মনজুরুল ইসলাম মঞ্জু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিবরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সত্যজিৎ রায় কার্তিক, শিবরামপুর ইউনিয়ন পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি তপন কুমার রায়, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মাহামুদুন্নবী ওয়াট, জেলা কৃষকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ লাইছুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম মাজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শওকত জুলিয়াস জুয়েল, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ তানভীন চৌধুরী, সদস্য মোঃ আবদুল জব্বার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিএনপির ও সহযোগী সংগঠন সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

হাটহাজারী সরকারি কলেজে স্মরণ সভা

হাটহাজারী প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের হাটহাজারী সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মির কফিল উদ্দীনের স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে কলেজ মিলনায়তনে শিক্ষক পরিষদ এই স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। শিক্ষক পরিষদ সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আহসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর জাহিদ মাহমুদ। কলেজের প্রভাষক আবদুল্লাহ আল মামুন ও প্রভাষক মো. আবু তালেবের যৌথ সঞ্চালনায় এতে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম এর সাবেক অধ্যক্ষ তহুরীন সবুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ গুল মোহাম্মদ। সভায় বক্তব্য রাখেন-সহকারী অধ্যাপক আবু মুসা মো. মামুন, প্রভাষক সৈয়দা নারগিস সুলতানা, প্রভাষক নিজাম উদ্দিন, প্রভাষক মুহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, প্রভাষক রাসেল জব্বার খাঁন, প্রভাষক মহিউদ্দিন মো. দিলদার আলম, প্রভাষক ইয়াসিন আরাফাত ও প্রভাষক দেলোয়ার হোসাইন। স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তারা বলেন, প্রতিভাধর অধ্যক্ষ মির কফিল উদ্দীন গত বছর ২০২৩ সালের ২০ অক্টোবর না ফেরার দেশে চলে গেছেন। যার শূণ্যতা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। একজন মেধাবী শিক্ষক, দক্ষ সংগঠক ও প্রতিভাবান অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বমহলে। তিনি মানুষের মনের মনিকোঠায় বেঁচে থাকবেন কাল-মহাকাল। সকলের এ প্রিয় মানুষটি বড়ো অসময়ে চলে গেলেও তাঁর কীর্তির বহমানতা রয়ে গেছে বলে তিনি এখনও বেঁচে আছেন মানুষের মাঝে। স্মরণসভার শেষ দিকে প্রয়াত অধ্যক্ষ মির কফিল উদ্দীনের বিদেহ আত্মার মাগফিরাতের জন্য মোনাজাত পরিচালনা করেন কলেজের জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আজগর শাহ্ আজহারী।

কাহারোলে বিশুদ্ধ পানির গভীর নলকূপ

কাহারোল প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার জয়নন্দ বাজার সংলগ্ন এলাকার মানুষের বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও জয়নন্দ হাটে দোকানের পানি সরবরাহের জন্য ২ কোটি ৭লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মান করা হয় গভীর নলকূপ। কাহারোল উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ এই গভীর নলকূপটি ২০২৩ সালে নির্মান করে। সাড়ে ৬ শতক জমির উপর নির্মান করা হয়েছে গভীর নলকূপটি। গভীর নলকূপটি নির্মান করারপর আজ পর্যন্ত পাম্প বসানো হলো চালু করা হয়নি গভীর নলকূপটি। গভীর নলকূপটি বিশুদ্ধ পানি সল্পমূল্যে বাড়িতে পৌছে দিতে এই গভীর নলকূপ বসানো হয়। ডুডিয়া সৈয়দপুর ও চামদুয়ারী জয়নন্দ হাটসহ ৩শতটি পরিবার এই সুবিধা পাবে। ইতোমধ্যে পাইপলাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার কারণে গভীর নলকূপটি চালু করতে পারছেন না কতৃপক্ষ। জয়নন্দ এলাকার মোঃ রিপন রহমান জানান, ৭ মাস আগে গভীর নলকূপের কাজ সম্পন্ন হলেও বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকার কারণে এর সুফল ভোগ করতে পারছেন না এলাকাবাসী। কাহারোল উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী মোঃ আবদুস সালাম বলেন, ঠিকাদার বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করেছেন এবং ডিমান্ট ফি জমা দিয়েছেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে গভীর নলকূপটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নলকূপটি চালু হলে এলাকার লোকজন বিশুদ্ধ পানি সবসময় পাবে।

সুনামগঞ্জে এক অভিনব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

দিরাই প্রতিনিধি : নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং "ক্লিন এনার্জি"র নামে ভুয়া প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বন্ধের দাবীতে সুনামগঞ্জে এক অভিনব প্রচারাভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ এবং ইন্টারন্যাশনাল মনেটারি ফান্ডের বার্ষিক সভার প্রাক্কালে হাওর এরিয়া আপলিফটমেন্ট সোসাইটি-হাউস, কোস্টাল লাইভলিহুড এণ্ড এনভায়রনমেন্টাল একশন নেটওয়ার্ক-ক্লিন এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইকোলজি এণ্ড ডেভেলপমেন্ট - বিডব্লিওজিইডি এ কর্মসূচি আয়োজন করে। গতকাল বুধবার সকাল ১১ ঘটিকায় সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার কালনার হাওরে অনুষ্ঠিত ওই প্রচারাভিযানের মূল লক্ষ্য বিশ্বব্যাংকের নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর দাবি জানানো। কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীরা দাবি করেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংককে সৌর, বায়ু, এবং অন্যান্য কম-কার্বন প্রযুক্তির মতো প্রকৃত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ করতে হবে। তারা জীবাশ্ম জ্বালানি বা তথাকথিত "ক্লিন এনার্জি" প্রযুক্তি যেমন কার্বন ক্যাপচার ও স্টোরেজ প্রকল্পগুলো থেকে সরে আসার আহ্বান জানান। এই প্রকল্পগুলোকে তারা ভুয়া প্রযুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন, কারণ এগুলো জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে টেকসই সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাংকের উচিত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানো। হাওরের জলবায়ু কর্মীরা নানান রঙের ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে একটি ভিন্নধর্মী আয়োজনে অংশ নেন। তাদের ব্যানারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি ছিলো এবং প্যারিস চুক্তির আলোকে শুধুমাত্র নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বিশ্বব্যাংকের বর্তমান বিনিয়োগ নীতির সমালোচনা করেন, যা এখনও কিছু পুরানো এবং অকার্যকর প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে। তারা উল্লেখ করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক এবং সেটা সম্ভব হবে একমাত্র নবায়নযোগ্য এনার্জিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে।

সুনামগঞ্জ জনকল্যাণ সংস্থা - সুজনের নির্বাহী পরিচালক নির্মল ভট্টাচার্য বলেন "ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জীবাশ্ম জ্বালানিতে আর বিনিয়োগ না করার কথা বললেও, তারা এখনো রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়েক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন, "ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বর্তমানে এমন কিছু প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে যার কার্যকারিতা এখনো প্রমাণিত নয়। যেমন এনার্জি মিক্স এবং কার্বন ক্যাপচার প্রযুক্তি। এসব প্রযুক্তি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে তেমন কার্যকরী নয়। বরং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানোই হচ্ছে একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী সমাধান।"

বিরলে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

বিরল প্রতিনিধি : বিরলের ১১ নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন শ্রমিকদলের আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর রোগমুক্তি ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে পলাশবাড়ী মুন্সির মোড়ে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনে আগামীদিনে বিএনপি'র মনোনয়ন প্রত্যাশী জেলা বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিরল উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আন ম বজলুর রশীদ কালু। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিরল পৌর বিএনপি'র সভাপতি লিয়াকত আলী। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও বিরল উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি একরামুল হক চুন্নু। ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য জালাল হোসেন এর সভাপতিত্বে ইউনিয়ন শ্রমিকদলের সভাপতি মোসলেম আলী ও সাধারণ সম্পাদক মোকলেছার রহমান এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি'র সদস্য জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি ফরিজার রহমান তপু, উপজেলা মৎসজীবী দলের সভাপতি শহিদুল ইসলাম শহিদ, বিরল পৌর বিএনপি'র সহসভাপতি আসাদুল হক হিরা, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুনুর রশীদ রাজু, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক একরামুল হক, সেলিম রেজা, উপজেলা শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আলিম, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রেজাউল ইসলাম রুবেল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ আলম, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সফিকুল ইসলাম আলম, পৌর শ্রমিকদলের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম প্রমূখ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পলাশবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক আহ্বায়ক মাসুদুল ইসলাম মাসুদ, বিজোড়া ইউনিয়ন বিএনপি'র সাবেক আহ্বায়ক শাহ জালাল দিলু, পলাশবাড়ী ইউনিয়ন বিএনপি'র সিনিয়র সহসভাপতি আবদুস সালাম, সহসভাপতি মোকছেদ আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমান (মনু), ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি সবুজ আলম। আলোচনা সভা শেষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর রোগমুক্তি ও বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য মহান আল্লাহ পাক এর দরবারে দোয়া কামনা করা হয়।

গোমস্তাপুরে অবৈধ জাল ধ্বংস

গোমস্তাপুর প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে পৌনে দুইলক্ষ টাকার অবৈধ জাল ধ্বংস করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। গতকাল বুধবার উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে পুনর্ভবা নদীতে অবৈধ জাল অপসারণের অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ১৫ টি চায়না দুয়ারী জাল ও ১ টি সুতি জাল জব্দ করা হয়। পরে জব্দকৃত জালগুলো রহনপুরস্থ বুড়িতলা ঘাটে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গোমস্তাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিশাত আনজুম অনন্যা উপস্থিত হয়ে এগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গোমস্তাপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাজু চৌধুরী, ভোলাহাট উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা ওয়ালিউল ইসলাম, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো: নাসিরউদ্দিন, রহনপুর সীমান্ত ফাড়ির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মুনসেদ আলী, গোমস্তাপুর থানার উপপরিদর্শক মো: কালামসহ অন্যান্য সদস্যরা।

ক্ষেতলালে পেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত

ক্ষেতলালহাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে সুধীজন ও সাংবাদিকদের ছাড়াই শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নিয়ে থানায় ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনিয়ে বিভিন্ন মহলের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, গত মঙ্গলবার "পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ" প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ক্ষেতলাল থানার আয়োজনে ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠানে সকল শ্রেণিপেশার মানুষ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করার কথা থাকলেও শিক্ষক প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, সুধীজন ও সাংবাদিকদের কাউকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। ওই ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ক্ষেতলাল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মশিউর রহমান। উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামাতের সেক্রেটারী শামীম মন্ডল, পৌর বিএনপির সেক্রেটারি নাফিউল হাদি মিঠু, মাহমুদপুর বিএনপির সভাপতি মামুনুর রশীদ, সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম, ক্ষেতলাল পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আলীমুজ্জামান সেলিমসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকর্মী। ক্ষেতলাল বাজার বণিক সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন রতন বলেন, থানার ওপেন হাউস ডে'র কোন দাওয়াত পাইনি। উপজেলা শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক-কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন বলেন, আমরা এ বিষয়টি জানিনা। আমাদের থানা থেকে কোন আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ক্ষেতলাল প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি আজিজার রহমান বলেন, ওপেন হাউস ডে'র বিষয়ে সাংবাদিকদের জানানো হয়নি। ওপেন হাউস ডে' র মুল লক্ষ্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে এলাকার মানুষের সঙ্গে পুলিশের এক হয়ে কাজ করা। এ অনুষ্ঠানে সকল মহল, সুধীজন ও সাংবাদিকদের উপস্থিতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ছাড়াই আজ থানায় ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষেতলাল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মশিউর রহমান বলেন, প্রোগ্রামে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আপনি একটু সেকেন্ড অফিসারের থেকে নামগুলো জেনে নিবেন।

নাসিরনগরে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

নাসিরনগর প্রতিনিধি : বিশ্বের বৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অন্যতম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা আশা নাসিরনগর আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আশার সদস্যদের মাঝে বীমা দাবি ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকালে নাসিরনগর আশার আঞ্চলিক কার্যালয়ে এই বীমা দাবি ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। বীমা দাবি ও চিকিৎসা সহায়তা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আশার হবিগঞ্জ সিনিয়র এডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার মোঃ জালাল উদ্দিন। আশার নাসিরনগর অঞ্চলের ব্যবস্থাপক মো: দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক আকতার হোসেন ভূঁইয়া। আশা নাসিরনগর সদর ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক মো: আশরাফ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আশা ফান্দাউক ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক মাসুদ পারভেজ,আশা ভলাকুট ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক আরিফুর রহমান প্রমূখ। অনুষ্ঠানে আশার হতদরিদ্র মমতা রানীকে ৩ হাজার টাকা ও জেসমিন বেগমকে ৩ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। এছাড়াও বীমা নিস্পত্তি দাবি হিসেবে মরনোত্তর নিজাম উদ্দিনকে দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা,রোকসানাকে ১৭ হাজার ৭৭২ টাকা ও মমতা রানী ১ লাখ ৫৪৯১ টাকা ঋণ মওকুফ করা হয়। এ সময় এবিএম,লোন অফিসারসহ আশা ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি আশার হবিগঞ্জ সিনিয়র এডিশনাল ডিভিশনাল ম্যানেজার মোঃ জালাল উদ্দিন বলেন, আশার নিজস্ব আয় থেকে নানাবিধ সামাজিক সেবামূলক কাজকর্মের একটি হল এই চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

নোয়াখালীতে এইচপিভি টিকা

নোয়াখালী প্রতিনিধি : দেশে নারীরা যত ধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, তার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হচ্ছে জরায়ুমুখ ক্যানসার। প্রতি বছর লাখে ১১ জন নারী এ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। আর বছরে জরায়ুমুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৪ হাজার ৯ শ ৭১জন নারী। সেই লক্ষ্যে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে কিশোরীদের হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকার বিশেষ ক্যাম্পেইন শুরু করতে যাচ্ছে সরকার। আগামীকাল ২৪ অক্টোবর শুরু হওয়া এ টিকাদান কার্যক্রম চলবে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। নোয়াখালীতে এবার ২ লাখ ৯ হাজার ৩৯৫ জন স্কুল ছাত্রীদের এইচপিভি টিকা দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। আর টিকাদান কর্মসূচির শেষ দিন পর্যন্ত মাইকিং কার্যক্রম চলবে। গতকাল বুধবার বিকালে প্রেস ব্রিফিং এ নোয়াখালী সিভিল সার্জন ডা. মাছুম ইফতেখার জানান, এবার এইচপিভি টিকার মোট লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২ লাখ ৯হাজার ৩৯৫ জন ছাত্রীর। এর মধ্যে ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণির ছাত্রীর সংখ্যা ২ লাখ ৯হাজার ৩৯৫ জন।

কয়রায় ইঁদুর নিধন অভিযানের উদ্বোধন

কয়রা প্রতিনিধি : ছাত্র শিক্ষক কৃষক ভাই, ইঁদুর দমনে সহযোগিতা চাই" এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে কয়রায় জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিস এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গতকাল বুধবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুলী বিশ্বাস। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আল মাহফুজের পরিচালনায় এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ শরিফুল আলম, উপজেলা মৎস্য অফিসার সমির বিশ্বাস, সমাজসেবা অফিসার মোঃ শরিফুল ইসলাম, সমবায় অফিসার তানভীর মাসুদুল হাসান, সহকারি কৃষি সম্প্রসারন অফিসার মোঃ গোলাম নবী, সাংবাদিক গোলাম রব্বানী, উপ সহকারি কৃষি অফিসার অনুতব সরকার, গুরুদাস মন্ডল, মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।

কুষ্টিয়ার : দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইলিশের প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরার অপরাধে ৬ জেলেকে জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

৪৮ বছরেও ফুটবলে ফেরার কথা ভাবছেন টট্টি

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০০৬ বিশ্বকাপ জিতেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলেছিলেন। ২০১৭ সাল পর্যন্ত খেলে গেছেন ক্লাব ফুটবল। ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় ফ্রান্সেসকো টট্টি কাটিয়েছেন ইতালিয়ান সিরি-আ ক্লাব এএস রোমায়। এখন তার বয়স ৪৮। এই বয়সে পুরোদস্তুর কোচ হয়ে যাওয়ার কথা তার; কিন্তু টট্টি জানালেন ভিন্ন কথা। ইতালিয়ান সিরি-আ ফুটবলে ফিরতে চলেছেন তিনি। দুই থেকে তিন মাস প্রস্তুতি নিলে খেলার মত ফিটনেস পুরোপুরি ফিরে পাবেন বলে বিশ্বাস করেন তিনি। ফ্রান্সেসকো টট্টি দাবি করছেন, ইতালিয়ান সিরি-আর কোনো কয়েকটি ক্লাব তাকে নিয়মিতই বলে যাচ্ছেন, ক্লাব ফুটবলে আবার ফিরে আসার জন্য। তিনিও চিন্তা করছেন ফিরবেন কি না। কারণ, দুই থেকে তিন মাস ট্রেনিং করলেই ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাবেন তিনি। ২০১৭ সালে অবসরের আগে ক্লাব ফুটবলে পুরো ক্যারিয়ারটাই কাটিয়েছেন রোমায়। খেলেছেন মোট ৭৮৬টি ম্যাচ। গোল করেছেন ৩০৭টি। টট্টি বলেন, 'সিরি-আ'র কয়েকটি দল আমাকে নিয়মিতই কল করে এবং বলে ফুটবলে ফিরে আসার জন্য। আমি স্বীকার করছি, তারা আমাকে একটু হলেও ভাবতে বাধ্য করেছে। একটু ক্রেজিই করে তুলেছে এ নিয়ে।' তিনি আরও বলেন, 'এটা খুব কঠিন আবার ফুটবলে ফিরে আসা। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে কখনোই আপনি কোনো কিছুকে পুরোপুরি না করতে পারেন না। অনেক খেলোয়াড়ই এমন আছে যারা ক্যারিয়ার শেষ করার অনেক বছর পর আবার খেলেছে। এটা নির্ভর করে আপনি কোথায় খেলবেন, তার ওপর। সবার প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, সত্যি আমি যদি সিরি-আ তে ফিরে আসি, তাহলে আমি পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই আসবো।' ২০০৬ বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার এটাও জানিয়ে দেন, তিনি রোমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী ল্যাজিও যদি ডাকে, তাহলে তাদের হয়ে কখনোই খেলবেন না। 'ল্যাজিও? আমি কখনোই তাদের আবেদন ভেবে দেখবো না। আমি যদি অন্তত দুই থেকে তিনমাস পরিশ্রম করি, প্রস্তুতি নেই, তাহলে অবশ্যই খেলতে পারবো এবং সেটা আমার বয়স ৪৮ হলেও। যদি সত্যি সত্যি আমি ফুটবলে ফিরে আসি, সেটা অবশ্যই ইতালিতে। অন্য কোনো দেশে নয়। তবে সত্যি এটা একটা পাগলামি।'

ভিনি জুনিয়রের হ্যাটট্রিক, রিয়ালের অবিশ্বাস্য কামব্যাক

স্পোর্টস ডেস্ক : একটা কথা প্রচলিত আছে, রিয়াল মাদ্রিদকে প্রথমে গোল দেওয়া সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। সেটা যদি হয় সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে, তাহলে তো বিপদ আরও বেশি। এমন ভুল করলেন তো, রিয়ালের কাছে ছাড়খাড় হওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন। যেমনটা হলো বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। বার্নাব্যুতে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে রিয়ালকে শুরুতেই দুই গোল দিয়ে বসেছিল বরুসিয়া। সেই ভুলের মাশুল তারা দিলো ৫ গোল খেয়ে। ম্যাচের এক ঘন্টা পর্যন্ত ২ গোলে পিছিয়ে থাকা রিয়াল দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে জিতেছে ৫-২ গোলের বিশাল ব্যবধানে। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র করেছেন হ্যাটট্রিক। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৩০ মিনিটে ডনিয়েল ম্যালেন এবং ৩৪ মিনিটে জেমি গিটেন্সের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ডর্টমুন্ড। পিছিয়ে পড়ে রিয়াল একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু গোলের দেখা পাচ্ছিল না। অবশেষে ৬০ মিনিটে এসে এক গোল শোধ করেন রুডিগার। এমবাপের ক্রসে হেড করে ব্যবধান কমান তিনি। এর মিনিট দুয়েক পরেই ভিনিসিয়াস ফেরান সমতা। শুরুতে রেফারি অফসাইড দেখিয়ে সেটা বাতিল করে দিলেও পরে ভিএআরে আসে গোলের সিদ্ধান্ত। ম্যাচের তখন নির্ধারিত সময়ের ৭ মিনিট বাকি! কে জানতো, এরপর এতকিছু হবে? ৮৩ মিনিটে লুকাস ভাসকেজের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল।

এবার অন্যরকম এক রেকর্ড করলেন লিওনেল মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : লিওনেল মেসি ক্যারিয়ারে কত রেকর্ডই তো গড়েছেন। বলতে গেলে রেকর্ড লুটিয়ে পড়েছে তার পায়ে। বল পায়ে রেকর্ডের লাল গালিচা মাড়িয়ে বেড়ানো মেসির উপস্থিতিতে এবার রেকর্ড হলো মেজর লিগ সকারে (এলএমএস)। ইন্টার মায়ামির অধিনায়কের ছোঁয়ায় এলএমএসে বেড়েছে দর্শক উপস্থিতি। এলএমএসের প্রথম ভাগ শেষে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই মৌসুমে স্টেডিয়ামে দর্শক উপস্থিতি ছিল ৫ শতাংশ বেশি, সংখ্যায় যা এক কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার। ২০২২ সালের চেয়ে যা ১৪ শতাংশ বেশি। ম্যাচপ্রতি খেলা দেখেছে ২৩ হাজার ২৩৪ জন। আরেকটি রেকর্ড হলো, কোনো ম্যাচেই টিকিট অবিক্রিত থাকেনি। মেসির ছোঁয়ায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে মায়ামিও। চলতি মৌসুমে জিতেছে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে মায়ামি। যা মেজর লিগ সকারে মায়ামির প্রথম কোনো ট্রফি। একই সঙ্গে মেজর লিগ সকারে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ পয়েন্টের রেকর্ডও গড়েছে মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২২ জয় ও আট ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৪। দলীয় সাফল্য বাদ দিলে ব্যক্তিগত সাফল্যেও উজ্জ্বল মেসি। যদিও সব ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। তাও মাত্র ১৯ ম্যাচ খেলে ২০ গোল করেন মেসি, সঙ্গে অ্যাসিস্ট করেন ১০টি। সাপোটার্স শিল্ড জেতায় এমএলএস কাপ প্লে-অফের পুরোটাই নিজেদের মাঠে খেলবে মায়ামি। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের ৯টি করে সেরা ১৮টি দল নিয়ে এমএলএস কাপ প্লে-অফ হয়ে থাকে। ঘরের মাঠে মায়ামি খেলার সুযোগ পাওয়ায় দর্শকের রেকর্ড আরও বাড়বে সেটা বলাই যায়।

জয়ের লক্ষে আজ কিউইদের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথম টেস্টে বেঙ্গালুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যাবধানে হেরেছে ভারত। রোহিত শর্মাদের পরের টেস্ট পুণেতে। সেখানে কিউইদের হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্য নিয়ে আজ মাঠে নামবে ভারত। দুই দলের কাছেই ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ। ভারত চাইবে সিরিজ ১-১ করতে, আর নিউজিল্যান্ড চাইবে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় করতে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, প্রথমদিন আংশিক রোদ এবং মেঘলা আকাশ থাকবে। তাপমাত্রা থাকবে ৩০ ডিগ্রির আশেপাশে। খেলার দিন আকাশ ৫৮ শতাংশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও দুপুরে সেটা কমে হবে ৪৩ শতাংশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর বাকি দিনগুলোতেও আবহাওয়া একই রকম থাকবে বলে আবহাওয়া দফতর থেকে বলা হচ্ছে। বেঙ্গালুরু টেস্টে হারের পর ভারতীয় দলে যুক্ত করা হয়েছে অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরকে। এক বিবৃতি দিয়ে সুন্দরের স্কোয়াডে যুক্ত হবার খবর নিশ্চিত করে বিসিসিআই। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাকি থাকা সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের জন্য দলে নেয়া হয়েছে ওয়াশিংটনকে। দলকে আরো শক্তিশালী করতে যুক্ত করা হয়েছে ওয়াশিংটন সুন্দরকে। তবে এরজন্য বাদ দেয়া হয়নি কাউকে। অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবেই দলে নেয়া হয়েছে তাকে। বাকি দুই টেস্টে ওয়াশিংটন দলে থাকলেও একাদশে জায়গা পাবেন কিনা তা অনিশ্চিত। তবে তাকে দলে যুক্ত করার ফলে স্পিনার বেড়েছে দলের, ব্যাটিং অর্ডার ও হয়েছে শক্তিশালী।

নতুন রেকর্ড করলো মিরাজ জাকের জুটি

স্পোর্টস ডেস্ক : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে যেকোন উইকেট জুটিতে সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড গড়েছেন মেহেদি হাসান মিরাজ ও জাকের আলি। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে সপ্তম উইকেটে ২৪৫ বল খেলে ১৩৮ রানের জুটি গড়েন মিরাজ ও জাকের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যেকোন উইকেট জুটিতে এটিই সর্বোচ্চ রান। মিরাজ ৭২ ও জাকের ৫৮ রান করেন। এতে ভেঙ্গে গেছে দুই সাবেক ক্রিকেটার জাভেদ ওমর ও হাবিবুল বাশার সুমনের ২১ বছর আগের রেকর্ডটি। ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় উইকেটে ১৩১ রানের জুটি গড়েছিলেন জাভেদ ও হাবিবুল। ঐ জুটিতে হাবিবুল ৭৫ ও জাভেদ ৭১ রান করেছিলেন। ঐ ম্যাচটি ইনিংস ও ৬০ রানে হেরেছিলো বাংলাদেশ। চলমান টেস্টে ১১২ রানে ষষ্ঠ উইকেট পতনের পর জুটি বাঁধেন মিরাজ ও জাকের। দলীয় ২৫০ রানে বিচ্ছিন্ন হন তারা। ৭টি চারে ১১১ বলে ৫৯ রান করেন অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা জাকের।

বিতর্কিত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের বিদায়

স্পোর্টস ডেস্ক : আম্পায়ারিংয়ের নামে সার্কাস হয়ে গেল চলমান ইমার্জিং এশিয়া কাপের ম্যাচে। বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার ম্যাচটি ছিল অলিখিত কোয়ার্টার ফাইনাল। সেখানে আম্পায়ারিং কৌতুকে মিস হল বাংলাদেশের সাত রান। ৩০ বলে ৫৯ রান। বিশেষজ্ঞ কোন ব্যাটার উইকেটে না থাকায় এমন সমীকরণ থেকে বাংলাদেশ 'এ' দলের জয় পাওয়াটা অসম্ভবই প্রায়। তবে দুই ওভারে তিন ছক্কায় বাংলাদেশের আশা একটু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন আবু হায়দার রনি। ইনিংসের ১৮তম ওভারে এসান মালিঙ্গার প্রথম বলেই লং অফের উপর দিয়ে ছক্কার মারলেন ডানহাতি এই ব্যাটার। ফিল্ডার সীমানার বাইরে থাকায় ডেলিভারি হওয়ার আগেই আম্পায়ার সেটিকে ডেডবল হিসেবে বিবেচনায় নিলেন। আম্পায়ারের এমন সিদ্ধান্ত মানতে পারছিলেন না আবু হায়দার। বাংলাদেশের ডাগ আউটও প্রতিবাদ করলেন চতুর্থ আম্পায়ারের কাছে গিয়ে। যদিও শেষ পর্যন্ত অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। তাতে বিফলে যায় আবু হায়দারের ছক্কা।

এরপরই খেলার মোমেন্টাম হারান রনি। ফলে গ্রুপে নিজেদের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে শ্রীলংকা 'এ' দলের কাছে ১৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। হংকংকে ৫ উইকেটে হারিয়ে আসর শুরু করেছিলো আকবর-হৃদয়দের নিয়ে গড়া দলটি। এরপর আফগানিস্তান 'এ' দলের কাছে ৪ উইকেটে হারে বাংলাদেশ। ওমানের আল আমেরাত ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫ ওভারে উদ্বোধনী জুটিতে ৪০ রান তুলে শ্রীলংকা। ওপেনারদের ভালো শুরুর পর রানের চাকা সচল রাখেন মিডল অর্ডার ব্যাটাররা। এতে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬১ রানের সংগ্রহ পায় শ্রীলংকা। জবাবে ২২ বলে ৪১ রানের সূচনা করেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার সাইফ হাসান ও পারভেজ হোসেন ইমন। প্রথম ব্যাটার হিসেবে সাজঘরে ফিরেন ২টি করে চার-ছক্কায় ১০ বলে ২৪ রান করা ইমন। এরপর দলের রান যখন ৫৯, তখন পায়ের ইনজুরিতে আহত অবসর নেন সাইফ। ৩ ছক্কায় ২০ বলে ২৯ রান করেন সাইফ। দুই ওপেনারের দেখানো পথে হাঁটতে পারেননি বাংলাদেশের মিডল অর্ডার ব্যাটররা।

লাইফস্টাইল

শিশু পড়তে না চাইলে করণীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রত্যেক অভিভাবকই চান তার সন্তান স্কুলে সফল হোক। তবে শিশুরা পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহী হলে তা বাবা-মায়ের জন্য কিছুটা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। পড়াশোনায় আগ্রহ না থাকা শিশুদের জন্য অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। কারণ তাদের চঞ্চল মন পড়াশোনার গুরুত্ব আলাদা করে বুঝতে পারে না। তাই শিশুকে পড়াশোনায় আগ্রহী করার জন্য মা-বাবা কিংবা অভিভাবককে সচেতন হতে হবে। শিশু যদি পড়তে না চায় তবে এই কাজগুলো করতে পারেন-

১. ইতিবাচক কথা বলুন : শিশু যখন পড়াশোনা করতে চায় না তখন তাকে ক্রমাগত বিরক্ত করা বা নির্দেশ করার পরিবর্তে তাকে ইতিবাচক কথা বলে আকৃষ্ট করুন। যে জিনিসটি শিখতে শিশুর আগ্রহ বেশি সেটির প্রশংসা করুন। তিরস্কারের চেয়ে পুরস্কার অনেক বেশি কার্যকরী। তাই শিশুর পড়াশোনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান।

২. আত্মবিশ্বাসী করুন : শিশুকে নেতিবাচক কথা বলে তার আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেবেন না। বরং এমন কথা বলুন ও কাজ করুন যা শিশুর আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শিশু বয়সে গড়ে তোলা আত্মবিশ্বাস তার বড়বেলাতেও কার্যকরী হবে। তাই মা-বাবাকে এদিকে মনোযোগী হতে হবে।

৩. উৎসাহ দিন : শিশুরা উৎসাহে উন্নতি লাভ করে। শুধুমাত্র ফলাফলের পরিবর্তে তাদের প্রচেষ্টার জন্য তাদের কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। এটা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। শিশুর কাজে তাই উৎসাহ দিন। তবে তাদের দুষ্টুমিকে প্রশ্রয় দেবেন না। কিংবা বয়সের সঙ্গে মানানসই নয় এমন কোনো কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে বলুন, এ ধরনের কাজে বাহবা দেবেন না।

৪. শিশুর পছন্দ : শেখার পছন্দপরিবর্তিত হতে পারে। কোনো কোনো শিশু বই পড়তে পছন্দ করতে পারে, অন্যরা ভিডিও, আকর্ষণীয় তথ্য বা গল্প-ভিত্তিক পদ্ধতির মতো ভিজ্যুয়াল কিছু পছন্দ করতে পারে। আগে খেয়াল করুন, শিশু কীভাবে শিখতে পছন্দ করছে। সেভাবেই তাকে শেখাতে পারেন। এতে সে বিরক্ত না হয়ে শিখতে চেষ্টা করবে।

স্মার্টফোন যেভাবে শিশুদের ক্ষতি করে

- পড়ালেখা থেকে বিরত রাখে
- অনলাইন গেমে আসক্তি
- সোশ্যাল মিডিয়ার অত্যাধিক ব্যবহার

লাইফস্টাইল ডেস্ক : স্মার্টফোন প্রায় সবার জন্য দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এটি শিশুর থেকে দূরে রাখা মুশকিল। তাইতো স্মার্টফোন যেমন তাদের জন্য বিনোদনের উৎস তেমনই ফেলতে পারে ক্ষতিকর প্রভাব। যদিও মোবাইল ফোন শিশুকে সংযুক্ত থাকতে এবং নতুন জিনিস শিখতে সাহায্য করে, কিন্তু এটি হাতে পেলে তাদের পড়াশোনা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। কীভাবে স্মার্টফোন শিশুর শিক্ষা এবং সুস্থতার ওপর প্রভাব ফেলছে চলুন জেনে নেওয়া যাক- **পড়ালেখা থেকে বিরত রাখে :** স্মার্টফোন খুব সহজেই যে কারও মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশেষ করে পড়াশোনার সময়ে এটি হাতে পেলে শিশুরা এর লোভনীয় সব অ্যাপ রেখে পড়ায় মন দিতে চায় না। এই বিভ্রান্তির কারণে তাদের একাডেমিক কাজে মনোনিবেশ করা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হতে পারে। এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য পড়াশোনা করার সময় বাবা-মাকে কিছু কাজ করতে হবে। যেমন শিশুর পড়াশোনার সময় মা-বাবাকেও ফোন থেকে দূরে থাকতে হবে। তখন তাদের ফোনে ?'ডোন্ট ডিস্টার্ব মুড' অন করে রাখতে হবে। শিশুরা যে সময় এবং অ্যাপ ব্যবহার করে সে বিষয়েও তাদের নিয়ম সেট আপ করতে হবে। পড়ার সময় ফোন দূরে রাখলে তা মনোযোগ উন্নত করতে সাহায্য করবে। **অনলাইন গেমে আসক্তি :** শিশুরা ফোন হাতে পেলে তা দিতে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক। এর বদলে তারা বরং অনলাইন গেমিং-এ ঘণ্টার ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে, যা আসক্তির পর্যায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি তাদের পড়ার সময়কে সংক্ষিপ্ত করে এবং ঘুমেও বিঘ্ন ঘটায়, যা তাদের জন্য ক্লাসে মনোনিবেশ করা আরও কঠিন করে তোলে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের খেলার সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত, বিশেষ করে স্কুল খোলা থাকার দিনগুলোতে। ডিভাইস ব্যবহার না করে শিশুদের বিনোদন দিতে তাদের অফলাইন শখ, খেলাধুলা এবং পড়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। **সোশ্যাল মিডিয়ার অত্যাধিক ব্যবহার :** সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো আজকাল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি প্রধান বিভ্রান্তি। শিশুদের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়। এর ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রলিং এবং চ্যাটিং হয়। এটি শুধুমাত্র পড়ার সময়ই নষ্ট করে না বরং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করতে পারে, কারণ শিশুরা অন্যদের পোস্টের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে বা সমবয়সীদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করার জন্য চাপ অনুভব করতে পারে। এই সময় বাবা-মায়ের জন্য সন্তানদের সামাজিক মিডিয়ার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে শেখানো উচিত, যেমন আত্ম-সম্মানে এর প্রভাব। অভিভাবকদের উচিত তাদের শিশুদের সামাজিক অ্যাপ থেকে বিরতি নিতে শেখানো। শিশুদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে সব সময় অনলাইনে থাকা ঠিক নয়। যে অ্যাপগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ট্র্যাক এবং সীমিত করে সেগুলোও শিশুদের পড়াশোনার সঙ্গে ট্র্যাক রাখতে সাহায্য করতে পারে।